জোয়া'স স্টোরি

জোয়া

সাথে জন ফোলেন ও রিটা ক্রিস্টোফারি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অনুবাদ । সা'দউল্লাহ

www.BanglaBook.org

To the women of Afganistan,
Victims of inhuman suffering inflicted
by fundamentalism.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রস্তাবনা

খাইবার পাসের শীর্ষদেশে যখন আফগানিস্তানের বর্ডার তোরখামে পৌছলাম, তালিবান চেকপোস্টের কাছে আমাদের গাড়ি থেমে গেল। গাড়ি থেকে বের হবার পূর্বে আমার বন্ধু আবিদা আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বোরখায় মুড়ে দিল। মনে হল কে যেন আমায় বস্তায় আবদ্ধ করেছে। তারপর কোন প্রকারে আমি গাড়ি থেকে নেমে পাহাড়ের গায়ে দাঁড়ালাম।

চেকপোস্ট সেখান থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে। সেখান থেকে আমি আমার মাতৃভূমির দিকে চেয়ে দেখলাম। পাকিস্তানে পাঁচ বছর নির্বাসনের পর আমি ফিরে এলাম নিজ ভূমে। এই-ই আমার প্রথম প্রত্যাবর্তন। শুষ্ক ধূলিময় পাহাড়ের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হল। আমি মাথা তুলে আকাশে চেয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বোরখায় চোখ আটকে গেল।

বোরখাটা আমার দেহে কাফনের মতো মনে হল। আমি জুন মাসের রৌদ্রতাপে ঘামতে শুরু করলাম—কপালে ফোঁটা ফোঁটা স্বেদ-বিন্দু দেখা দিল—যা আমার ঘোমটায় শুষে নিল। আমার গায়ে যে মৃদু পারফিউমের গন্ধ ছিল তা মিলিয়ে গেছে অনেক আগে। কিছুক্ষণ পূর্বে আমি সহজভাবে বুক ভরে নিশ্বাস নিচ্ছিলাম। এখন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে—যেন আমার অক্সিজেনের বোতলের ছিপি কে বন্ধ করে দিয়েছে।

আমি জাবিদকে অনুসরণ করলাম, যে আমাদের নিকট আত্মীয়ের (মাহরুম) ভূমিকায় অভিনয় করছিল। কারণ এছাড়া তালিবান কোন নারীকে একা বের হতে দেয় না। বোরখায় মুখ ঢাকা থাকায় আমি আশপাশে কিছু দেখছি না, এমন কি পায়ের নিচে মাটিও দেখছি না—আন্দাজে পথ চলছি। মনে হচ্ছে আমার সারাদেহে তালিবান বিধি-বিধানের মোহর মারা—আমাকে সব সময়ে এই বোরখায় ঢেকে রাখতে হবে। দু'এক পা যাবার পরই হোঁচট খেয়ে আমার পড়পড় অবস্থা হল। কোনরকমে সামলে নিলাম।

শেষে চেকপোস্টের নিকট পৌছে জাবিদ অস্ত্রে সজ্জিত এক তালিবান প্রহরীর কাছে গেল। তাকে দেখে জেহাদী সৈন্যের মত বুনো মনে হল। একে বোধ হয় আমি বালক হিসেবে পূর্বে দেখে থাকবো। তার উন্মাদের মত চোখ, খ্যাংরা দাড়ি, নোংরা পোশাক। দেখলাম সে তার মাথার পেছনে হাত দিয়ে একটা উকুন ধরে দু'হাতের বুড়ো আঙুলের নখের ওপর রেখে পট করে মারলো। বোধ হয় পাঁচ মাস স্নান করেনি। আমার মনে পড়ল—নানী বলতো, আমার বাড়িতে মুজাহিদীন দেখলেই মরে যাবো, তাদের ভূতের মতো চেহারা দেখে। কোন গুলি খরচ করতে হবে না।

শুনলাম, তালিবান জাবিদকে জিজ্ঞাসা করছে কোন্ ঠিকানায় যাওয়া হবে। জাবিদ জবাবে বললো : আমার সাথে আমার কন্যারা আছে। পাকিস্তানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম, এখন কাবুলে ফিরবো। কেউ আমাকে কাগজ দেখাতে বললো না, কোন প্রশ্নও করলো না। বোরখা-ই মেয়েদের একমাত্র পাসপোর্ট তালিবানদের কাছে।

তালিবানরা যদি আমার ব্যাগ খুলে দেখতো তাহলে আমার কাপড়ের তলায় বাঁধা কিছু গোপনীয় প্রচারপত্র পেত। আমি আফগান নারী বিপ্লবী সংস্থায় যোগ দিয়েছি। সে সংস্থার প্রায় দশটার মতো প্রকাশিত প্রচারপত্র পেয়ে যেতো, যা আমাকে বেশ বিপদে ফেলতে পারতো। এই নারী বিপ্লবী সংস্থা একটি গোপন সংস্থা। এইসব কাগজপত্র ও ফটোগ্রাফিতে অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ ও চিত্রিত করা ছিল—যা লোমহর্ষক ও মর্মপীড়াদায়ক।

এই ফটোগ্রাফ ও রিপোর্ট আমাদের কাবুলের সদস্যরা সংগ্রহ করেছে, সংকলিত করেছে, যা তালিবান রাজত্বে নিরীহ মানুষকে সহ্য করতে হয়েছে। পাথর ছুড়ে মারার দৃশ্য, ফাঁসির দৃশ্য, হাত-পা ছেদন করার দৃশ্য। গণকবরের দৃশ্য—এই সব দৃশ্যের চিত্র ধারণ করে আমাদের সদস্যরা বিদেশে পাচার করেছে এবং যতদূর সম্ভব জায়গামত স্থানে বিলি বন্দোবস্ত করেছে।

কিন্তু তালিবানরা আমাকে কিছুই করলো না—আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে, স্খলিত পদে কোন মতে চেকপোস্ট পার হয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করলাম।

মেয়েমানুষ বলে আমরা টয়োটা মিনিবাসের ড্রাইভারের সাথে কথা বলতে পারি না, যা কাদার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। তাই জাবিদ এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, কাবুলে যেতে আমাদের কত খরচ পড়বে। তারপর আবিদা ও আমি বাসে উঠে পেছনের দিকে অন্য মেয়েদের কাছে গিয়ে বসলাম। আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল বাসের মধ্যে কেননা একজন তালিবান বাসে উঠে যাত্রীদের তল্লাশি করলো সন্দেহজনক কোন বস্তু আছে কিনা। তালিবানদের জন্য মেয়েদের সাদা মোজা পরা সন্দেহজনক। এই উদ্ভট আইনের জন্য কোন মেয়ে সাদা মোজা পরে বাসে উঠতে পারে না, কারণ তালিবানদের পতাকার রং সাদা, তাই সাদা রং-এর কোন কিছু পায়ে পরা তারা অপমানকর মনে করে।

বাসযাত্রার দূরত্ব যতই বাড়ে, আমার বোরখার মাথার ব্যান্ড ততই কষে বসে যায় মাথায়। ফলে মাথাব্যথা শুরু হয়। গরমে নির্গত ঘামে বোরখা ভিজে গায়ে সেঁটে গেছে এবং ঘনঘন নাক দিয়ে যেন ড্রাগনের মত হলকা দিয়ে নিশ্বাস বের হয়ে আসছে। ফলে নাক বন্ধ হবার জোগাড়। আমার বাসের আসনটি চাকার ওপরে, বাতাসের স্বল্পতা, গুমোট গরম, পেট্রোল ও ঘামের গন্ধ আর আশপাশে নোংরা নর-নারীদের গায়ের দুর্গন্ধ—এই সংমিশ্রিত পরিবেশে আমার বমি বমি ভাব হল; মনে হল আমার মাথা এখনই ফেটে পড়বে।

আমাদের কাছে মাত্র এক বোতল পানি আছে; যতবার আমার মুখের কাপড় তুলে পানি পান করার চেষ্টা করি, মনে হয়, মুখে না গিয়ে পানি গাল বেয়ে আমার বসন ভিজিয়ে দিচ্ছে। কাছে এসপিরিন থাকায় কয়েকটি ট্যাবলেট খেয়েও স্বস্তি পেলাম না। পরে একখণ্ড কার্ডবোর্ড দিয়ে পাখা করার চেষ্টা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করলাম, কিন্তু বোরখা তুলে বাতাস করা সম্ভব হল না, কারণ বোরখার মধ্যে বাতাস করা যায় না। পা দুটো লম্বা করে সামনের সিটের পেছনে দিয়ে পায়ে বাতাস লাগাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বাসটা পাহাড়ী রাস্তায় আঁকাবাঁকা সরু পথ দিয়ে এমনভাবে চলতে লাগলো যে, মনে হল এখনি খাদের নিচে পড়ে যাবে। সুতরাং পা গুটিয়ে বসলাম। আমি আবিদার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। এখানে কথা মেপে বলতে হয়। কিন্তু মুখ ফাঁক করতেই ভিজে-মুখের পর্দা মুখের ওপর চেপে বসে গেল মুখোশের মতো। মহা ফ্যাসাদ। শেষে আমি আবিদার ঘাড়ে ঘাড় রাখলাম একটু শান্তি পাওয়ার জন্য।

এই বাসযাত্রায় আমার উপলব্ধি হল বোরখা চিজ একটা। আমার আশপাশের মহিলারা বাধ্য হয়ে বোরখা পরেছে, নইলে বিপদে পড়তে হবে। তালিবানরা মেয়েদের অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখতে চায়, তাদের দেহের এক ইঞ্চিও প্রদর্শনের জন্য নয়। তালিবানরা ভালবাসার অর্থ বোঝে না।

বোরখার ফাঁক দিয়ে দেখলাম পাহাড়, জলপ্রপাত, মরুভূমি, হতদরিদ্র গ্রাম, ভাঙাচোরা রাশিয়ান ট্যাঙ্ক—এসব দেখে আমার মনে কোন রেখাপাত করল না। আমি শুধু এই চিন্তায় অস্থির—হে আল্লাহ, এই দুঃসহ যাত্রার কখন শেষ হবে। পুরো ছ'ঘণ্টা ধরে একটানা বিরতিহীন এই যাত্রা, এর মধ্যে মেয়েদের বাইরে যেতে দেয়া হয়নি। শুধু একবার নামাজের সময় ড্রাইভার গাড়ি বন্ধ করল। শুধু পুরুষদের বাইরে গিয়ে রাস্তার পাশে নামাজ সারতে নামতে দেয়া হল। জাবিদও গেল। আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার রইল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রথম অংশ

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—এক

বরফের মাঝে কাবুল শহর অপরূপ শোভা ধরে। এমন কি রাস্তার ছড়ানো ময়লাগুলো, যেখান থেকে ছাগল ও মুরগি দানা খুঁটে খায়, সেগুলোও বরফের সময় দেখতে মনোহর লাগে। আমাদের প্রতিবেশীদের মাটি-কাদার ঘরগুলো দেখতে সুন্দর হয় যখন বরফে সাদা হয়ে যায়।

ঐ সময় ডিসেম্বর মাসে আমার মাত্র চার বছর বয়স। রাস্তার ধারে অন্যা সাথীদের সাথে বরফ নিয়ে খেলছিলাম। আমরা বরফের বল তৈরি করে একে ওকে ছুড়ে মারতাম—চিপা রাস্তায় বরফ নিয়ে এ ধরনের খেলা নেহাত সহজ ছিল না। রাস্তাগুলো এতো সংকীর্ণ যে মাত্র দু'তিনজন লোক পাশাপাশি হাঁটতে পারে। আমাদের মধ্যে একজন কিছু কিনতে চাইলে আমরা খেলা বন্ধ করলাম। অবশ্য আমি নই, কারণ আমার কাছে পয়সা ছিল না—যদিও আমাদের বাসার ধারে দোকানদার আমাকে ধারে জিনিস দিত, পরদিন দাম দিয়ে দিতাম। আমরা সবাই মিলে ভিড় করে দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দোকানে ঢুকেই দেখলাম সেখানে একজন রাশিয়ান নারী সৈনিক। এ ধরনের সেনাদের আমি রাস্তায় মার্চিং করতে দেখেছি। নারী সৈনিকটির গায়ে গাঢ় নীল রং-এর ইউনিফরম, পায়ে বেশ উঁচু বুট জুতো। সে আমাকে দেখে একটা চকচকে হলুদ মোড়কে মোড়া চকলেট আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি চকলেট পছন্দ করি।

সৈনিকটি আমার চেয়ে প্রায় চার হাত উঁচু—সামনে দাঁড়িয়ে কি বললো বুঝলাম না। আমি কোন রাশিয়ান সৈন্যের এতো ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি নি।

কি করব ঠিক পেলাম না। তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তাকে দেখতে আমার বড় পুতুলের মতো মনে হল। তার নাম মুজ্‌দা (সুসংবাদ)। হলুদ বর্ণ চুল, সাদা চামড়া, নীল চোখ জোড়া। আমার নানী এ ধরনের মুখ সম্বন্ধে সাবধান করেছিল—'তাদের দেখলে তুই ভয়ে পালাবি', কারণ তারা আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে—তারা আক্রমণকারী, ইনভেডার—আমাদের দেশ বেদখল করে আছে। তাদের হাত আমাদের দেশের মানুষের রক্তে রাঙা। যদি তারা কোন কিছু তোকে দিতে আসে, নিবি না এবং তাদের সাথে কোথাও যাবি না। নানী কিন্তু সব সময়েই পুরুষ সেনাদের কথা বলেছে, নারী সেনার ব্যাপারে কিছু বলেনি।

www.BanglaBook.org

নারী সেনাটি আমার গা ঘেঁসে এলো এবং আমার হাতে চকলেটটি চেপে দিল। তার হাত দেখলাম রক্ত আছে কিনা, ভয় হল যদি তার হাত ধরি আমার হাতেও রক্ত লাগতে পারে। কিন্তু চেয়ে দেখলাম তার হাত সাদা ধবধবে, কোন রক্ত নেই। আমি 'না' বলে উঠতেই সে হাসলো, কি যেন বলল, বুঝলাম না।

মহিলা সেনাটি দোকানদারকে কি যেন বললো—দোকানদার আমাকে বুঝিয়ে বললো যে সে আমাকে পছন্দ করে, তাই সে আমাকে চকলেট দিতে চায়, নিচ্ছনা কেন?

আমি দোকানদারকে আমার নানীর কথা বললাম। তারপর বললাম—'যদি মহিলাটি রাশিয়ান হয়, তাকে বলো আমাদের দেশ ছেড়ে যেতে। এই বলে আমি দোকান থেকে বাইরে এলাম।

কিন্তু মহিলা সৈনিক আমাকে অনুসরণ করলো। আমি থামলাম, সে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি দেখলাম মহিলার চোখে পানি—সে কাঁদছে। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলো।

আমি কখনো কোন সৈনিককে এর পূর্বে কাঁদতে দেখিনি। আমার মায়া হল। ভাবলাম তার উপহার আমার গ্রহণ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমার নানীর কথা মনে হল। আমি বলতে চাইলাম—একটু দাঁড়াও, নারীর অনুমতি নিয়ে আসি। কিন্তু আমার গলা ধরে এলো, কিছু বলতে পারলাম না।

আমি আমাদের বাড়ির সামনে ময়লা নালাটা লাফ দিয়ে পার হয়ে ছুটে বাড়িতে গেলাম। জুতো জোড়া ছুড়ে ফেলে দিয়ে কার্পেটের উপর দৌড়ে নানীর সন্ধানে গেলাম। নানী তখন তার তোষকে বসে কাশতে ছিল। সে হাঁপানি রোগী, আর বাতের ব্যথাও আছে। পাশে এক ছড়া তসবি পড়ে। নামাজ পড়ছে। নানীর লম্বা নামাজ শেষ হতে চায় না। অন্যরা দেখি দু'মিনিটেই নামাজ শেষ করে। আর নানীর হাজার রকমের নামাজ পড়তে প্রায় ঘন্টা লেগে যায়। আমি অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম, নামাজের পর কোরান পাঠ, তারপর তসবিহ্ টিপ্‌বে আর বিড় বিড় করবে। আল্লাহ্ জানে তার এ প্রার্থনার কখন শেষ হবে।

আমি সেই নারী সেনাটির কথা ভাবছি। আমি লজ্জা পেলাম, ভাবলাম কাজটা ভাল করিনি। তারপর যখন নানী তার সব সেরে আমার দিকে তাকাল আমি ঘটনা বললাম—নানী, সে মহিলাটি কেঁদেছে, আমার খুব মায়া লেগেছে, কিন্তু তোমার কথামত আমি তার চকলেট নিইনি। কিন্তু আমার হয়তো নেয়া উচিত ছিল।

'বেটি'—নানী বললেন—তিনি আমাকে সব সময়েই বেটি বলেই ডাকেন—শোন, সে যে মেয়ে মানুষ ছিল এবং কেঁদে ছিল বলেই তোমাকে তার উপহার গ্রহণ করতে হবে। এমন যুক্তি নেই। তোমার বলা উচিত ছিল, 'ধন্যবাদ'—তুমি তার উপহার না নিয়ে উচিত কাজটি করেছো। অবশ্য সব রাশিয়ান মন্দ লোক নয়—কেউ কেউ তোমার আমার মত। কিন্তু এটা ভুলে যেও না, তারা আমাদের দেশে আমন্ত্রণ ছাড়াই

www.BanglaBook.org

ঢুকেছে এবং আমাদের জোর করে তাই করতে বলছে তারা যেটা চায়। তারা আমাদের হুকুমের চাকর বানাতে চায়। তারা আমাদের পাহাড়ের সম্পদ লুট করতে চায়। কিন্তু আমরা চাই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়তে এবং এ সিদ্ধান্ত আমাদের।

রাশিয়ানরা গত তিন বছর ধরে আফগানিস্তানের দখল নিয়েছে জবরদস্তি করে। তারা ১৯৭৯ সালে এ দেশ আক্রমণ করে যখন আমি এক বছরের শিশু। তারা রক্তাক্ত সামরিক ক্যু'র দ্বারা এ দেশ দখল করে ... লেলিটনট সরকার গঠন করার উদ্দেশ্যে। কারণ তাদের ভয় ছিল মুসলিম মৌলবাদীরা আমেরিকা ও চীনের সাহায্যে ইরানের খোমেনীর ন্যায় মৌলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। এই আক্রমণ আফগানিস্তানকে ঠাণ্ডা লড়াই-এর দিকে টেনে নিয়ে যায়, কারণ মোজাহেদিনরা দখলদারদের আমেরিকার সাহায্যে দেশ থেকে তাড়াতে চায় মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

*　　*　　*

আমার পিতামাতার পরিবারের অন্য আলাদা মত ছিল না। আমার বাবা দক্ষিণ আফেগানিস্তানের শহরের মানুষ। মায়ের মত তিনিও ছিলেন পস্তুন গোত্র-ভুক্ত। কিন্তু বেশ শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে, বাবার পরিবারকে অতটা উচ্চশ্রেণীর ভাবতো না। তার বাবার পরিবারকে রইস ঘরানার মর্যাদা দিত না; তারা আমাদের বাড়িতে আসেনি কখনো। মা আমাকে বলেছিলো—বাবার পরিবারের সব মেয়েরা বোরখা পরে, তারা গরু ও ভেড়ার বদলে ঘরের মেয়ে বিক্রি করে। তোমার বাবা তার বাবার সাথে বেশ ঝগড়াঝাটি করেছিল কারণ তার বাবা আরো দুটো বিয়ে করেছিল যখন তোমার বাবা ছোট ছিল।

আমার বাবা মায়ের মধ্যে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল এবং প্রথা মতো তাদের বাবা মায়ের মতেই বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠান যেভাবে সমাপ্ত হয় তা প্রথাগত ছিল না। সাধারণত অনুষ্ঠান উৎসব একসপ্তাহ ধরে চলে। এমন কি সাধারণ দরিদ্র ঘরেও এই অনুষ্ঠান ধার করে পালন করে থাকে এবং প্রায় বিভিন্ন পার্টিতে হাজার খানেক মানুষের খাওয়ার আয়োজন করে। তিনশ' লোককে আপ্যায়ন করাকেও সামান্য মনে করে। মর্যাদার হানিকর ব্যাপার। প্রত্যেক দিন কনেকে নতুন এবং দামী পোশাক পরতে হয় বিভিন্ন রং-এর, যেন কনেকে সূর্যের সাত রং-এর মধ্য দিয়ে ঘরে তোলা হচ্ছে।

মায়ের যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স আঠারো। বিয়ের প্রথম রাতের পর সকালে রক্ত লাগা চাদর মানুষকে, প্রথা অনুযায়ী, দেখানো হত এবং প্রমাণ করানো হত যে কনে কুমারী ছিল। এ প্রথা মা মোটেই পছন্দ করে নি। মা এই প্রথাকে অর্থহীন ভেবে সে প্রথা পালন করে নি।

মা দৃঢ়ভাবে বলেছিল বিয়ের অনুষ্ঠান হবে ছোট, সাদাসিধে। ধার করে অঢেল অর্থ ব্যয় করে দিলেই অনুষ্ঠান বা বিয়ের সাফল্য আসে না—এবং একে অর্থ দিয়ে মাপাও যায় না। মা এমনি বিয়ের দিনে কোন বিউটি পার্লারে গিয়ে সাজ-সজ্জা করে নি। মা বলেছিল, অনর্থক একগাদা মেক-আপের রং মেখে তার শরীরের ভার বাড়াতে চায় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার বাবার পরিবারে মায়ের ধারণাকে অত্যাধুনিক মনে হয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনের মন্তব্য ছিল এত সামান্য অনুষ্ঠান বিধবার বিয়েতে হয়—কিম্বা মেয়ের কোন দোষ থাকলে হয়—যেমন রোগা, বা অঙ্গহানি হলে। আবার বাবার পরিবারে একমাত্র তিনিই শিক্ষিত ছিলেন, কাবুলে বায়োলজির ছাত্র। তিনি মাকে সার্পোট করেন। তিনি সাদাসিদে জিনিস পছন্দ করতেন। আমার মনে পড়ে বাবা কখনো টাকা-পয়সা নিয়ে কোন কথা বলতেন না। তাদের বিয়েতে মাত্র ৪০ জন অতিথি ছিল।

তাদের বিয়ে হয় সেই বাড়িতে যেখানে আমি বড় হয়েছি। চারটি অন্ধকার ঘর, শক্ত মাটির দেয়াল, বিয়ের সময় প্রথা ছিল বর-কনে পাশাপাশি বসে আয়নার মধ্য দিয়ে প্রথম দর্শন করবে। কিন্তু আমার মা-বাবার পরিবার বিয়ের পূর্বেই বর-কনেকে দেখা করার সুযোগ দেয়, তারা কিছুক্ষণ কথা বলে তারপর বাবা মায়ের হাতে সোনার আংটি পরিয়ে দেয়। এনগেজমেন্ট হয়।

বিয়ের সময় মুখ দেখার জন্য কোন আয়না ছিল না। মা বাবার পাশেই বসেছিল। মায়ের পরনে ছিল ফিকে লাল রং-এর অনুজ্জ্বল পোশাক আর গয়নার মধ্যে বাবার দেয়া সোনার আংটি আর কানের এক জোড়া দুল। হাতে মেহদি রং।

সাদা পোশাক পরে মোল্লা এল এবং বর-কনেকে জিজ্ঞাসা করল তারা এ বিয়েতে রাজি কিনা। প্রথামত তিনবার জিজ্ঞাসা করতে হয়—এমন কি নীরব থাকলেও 'হ্যাঁ'—ধরা হয়। অনুষ্ঠান একদিনেই শেষ। অতিথিদের কাবলী চালের ভাত জাতীয় খাদ্য। সাথে মুরগি, কফি, গাজর, তরমুজ অন্যান্য ফলমূল—'কেল্লানি' নামে ভাজা আলুর চপ এবং ফলের মিষ্টি কেক। আমার গ্র্যান্ডমা (নানী) বলেছিল, বাবার পরিবারের লোকেরা বলেছিল—বিয়েতো নয়, মড়া বাড়ি।

যদিও মা-বাবা বিয়ে পারিবারিক মতে হয়েছিল, কিন্তু দুজনের মধ্যে প্রেম ভালবাসার কমতি ছিল না। বাবা মায়ের পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিল। অনেক আফগান পুরুষই চায়না যে বিয়ের পর তাদের স্ত্রীরা পড়াশোনা করবে কিম্বা চাকরি করবে। বিয়ের পরই তাদের ঘরে আবদ্ধ করা হয়। বাবা এ ধরনের কোন শর্ত দেননি, তিনি মাকে রাশিয়ানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়া চালিয়ে যেতে অনুমতি দেন। মা যখন ছাত্রী তখন কত বড় ঘরের ধনী সন্তানরা মাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দেয়। তাদের অনেক জমি আছে, ঘোড়া আছে। কিন্তু যেহেতু তারা প্রাচীনপন্থী মা তাদের সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। বাবা কখনো দ্বিতীয় বিবাহের চিন্তাই করতেন না।

আমার মা-বাবা তাদের হৃদ্যতার কথা আমার সামনে ক্বচিৎ বলতেন। মা প্রেমের কবিতা পড়তে ভালবাসতো, সময় সময় জোরে জোরে আবৃতি করে বাবাকেও শোনাতো। তারা কখনো আমার সামনে একে অন্যকে চুম্বন করে নি, কিন্তু সারাদিন কাজের শেষে সন্ধ্যায় মা ক্লান্তিবোধ করলে বাবাকে বলে তার দেহ মেসেজ করিয়ে নিতো। তারা পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে থাকলে আমাকে তাদের পাশে বসতে দিতেন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ অবস্থায় বাবা কখনো কখনো মায়ের মাথা টিপে দিতেন, তারপর ঘাড়, দুই কাঁধ এবং রাতের ঢিলা পোশাকের উপর দু'হাতও টিপে দিতেন এবং...।

আমার নানী বলেছিলো—আমার জন্মের সময় বাবার পরিবারের লোকেরা নাক-মুখ বেঁকিয়ে ব্যাজার হয়েছিল, কারণ আমি মেয়ে হয়ে জন্ম নিলাম। বাবা-মার আমি প্রথম সন্তান। আফগানদের কাছে প্রথম পুত্র সন্তানই কাম্য। প্রথামত প্রথম পুত্র সন্তান জন্ম নিলে পরিবারে চিৎকার করে রব তুলতো—'ছেলে হয়েছে', 'ছেলে হয়েছে'—এবং পুরুষরা আকাশে বন্দুক ছুড়ে উল্লাস করতো। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবরা উপহার রূপে টাকা-পয়সা দিত শিশুর মায়ের বিছানার তলে। কোন কোন পরিবারে ছেলেদের মেয়েদের চেয়ে বেশি খাবার দেয়া হয়—ভাই বোনের চেয়ে খেতে বেশি পায়। কিন্তু মেয়ে শিশু জন্ম নিলে কোন উল্লাস হয় না, বন্দুক ফোটেনা, আত্মীয়দের কেউ মেয়ে শিশুর বাবা-মাকে খোশ-হাল জিজ্ঞাসা করে না, অভিনন্দিত করে না। বিছানার নিচে কেউ টাকা রাখে না। শুধু শিশুর মায়ের কাছে গিয়ে বলে—দুঃখ করো না, পরের বারে নিশ্চয়ই পুত্র সন্তানের মা হবে।

বাবার পরিবারও ছেলে চেয়েছিল, কারণ সে মেয়ের চেয়ে শক্তি-সমর্থ হয়ে বেড়ে উঠবে এবং মা যখন বুড়ি হবে তখন ছেলের কাছে আশ্রয় পাবে, মেয়ের কাছে বাস করার কোন প্রথা নেই। কিন্তু বাবা তার পরিবারকে বলেছিলেন, মেয়ে হয়েছে তো কি, বাবা-মার কাছে সন্তান-ছেলে-মেয়ে উভয়ই সমান, ভালোবাসা স্নেহের পাত্র।

আমার বাবা বলতেন—বড় হয়ে ডাক্তার হোস, কিম্বা ভালো শিক্ষক, যে শিশুদের ভালো শিক্ষা দিয়ে মানুষ গড়ে তুলতে পারে। তার অনেক প্ল্যান-প্রোগ্রাম ছিল আমার জন্য—আর মা হেসে বলতো যে—'আমার একটি মেয়ে তাকে দিয়ে এক সাথে এত কাজ করাবে কি ভাবে ? সে তোমার এতো স্বপ্নের কথা বোঝে না।' গম্ভীর হয়ে বাবা জবাব দিতেন—'তুমি দেখে নিও, সে নিশ্চয় ভালো একটা কিছু করবে, তার সে গুণ আছে।

আমি যখন নানীকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমার জন্মের সময় তার মনের অবস্থা কেমন ছিল, নানী জবাবে বলেছিল—'আমি খুশি হয়েছিলাম। ছেলে-মেয়ে আমার কাছে এক। আমি চাই তুই ভবিষ্যতে একটা কিছু করবি যাতে মানুষে তোকে মেয়ে না ভাবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেমন করে আমার জন্ম হল ? নানী বললো : একদিন আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, দেখলাম একটি দোকানের শো'কেসে একটি সুন্দর শিশু। আমি থামলাম ও শিশুটির দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর দোকানে ঢুকে দোকানদারকে বললাম, দেখ, আমার কাছে কোন টাকা-পয়সা নেই, তুমি কি আমায় ঐ সুন্দর শিশুটিকে দেবে ? সে বললো 'না'। এই শিশুর দাম অনেক। তখন আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতে লাগলাম। আমার টাকা হল। সেই ভিক্ষার অর্থে তোকে কিনলাম। এইভাবেই তোর জন্ম।

আমি যে একটি মূল্যবান শিশু ছিলাম, এতেই আমার গর্ব হল।

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—দুই

যতদূর মনে পড়ে, ছোটবেলা থেকেই আমি মায়ের সান্নিধ্য পেতাম না। লম্বা, তলোয়ালের মত শরীর, কৃষ্ণকালো চোখ এবং সুন্দর কালো কেশ। সময় পেলে আমার জন্য বিশেষ খাদ্য তৈরি করে আমায় খেতে দিত, যেমন মুরগি ভাত বা ভেড়ার মাংস। তারপর আমার সাথে লুকোচুরি খেলত। মা আমাকে ঠকিয়ে চোখে বাঁধা কাপড় ফাঁক করে দেখতো, আমি অবশ্য এতে কিছু মনে করতাম না।

প্রায় দিনই মা সকালে বাড়ি ছেড়ে যেত, ফিরতো রাতে। সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে ফিরতো। আমার সাহস হত না মা কী এমন সারা দিন করে ক্লান্ত হয়—তা জিজ্ঞাসা করতে। মনে হয় এমন কিছু কাজ যা আমার যত্ন নেয়ার থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সন্ধ্যায় ফেরার পর মা সব সময় আমার সাথে থাকতো। তাই মাকে দিনের বেলায় কাছে না পেলেও আমার দুঃখ থাকতো না।

কেউ তার খোঁজে এলে আমি দরজায় গিয়ে বলতাম—মা বাড়ি নেই। মা কি কাজ করতো আমার সামনে বলতো না বা কারোর সাথে আলোচনাও করতো না। কিন্তু আমি বুঝতাম যে তার পরিবারের কিছু বড় মানুষ তার এ কাজের জন্য সন্তুষ্ট ছিল না—এমনকি আমার খালা নাসিমাও পছন্দ করতো না। মায়ের বোন নাসিমা খালা অন্য ধরনের মানুষ, একটু বিলাসী। হাই হিল জুতো পরে খটমটিয়ে চলতো, প্রত্যেক দিন নতুন নতুন ভিন্ন কাপড় পরতো, আর প্রত্যেক দিন ঠোঁটে উজ্জ্বল লিপস্টিক লাগানো থাকতো—একটু রং হালকা হলে, আবার লাগিয়ে নিত।

একদিন গ্রীষ্মের সময়, আমার বয়স যখন পাঁচ বছর, আমি শুনতে পেলাম নাসিমা খালা চা খেতে খেতে মাকে বড় গলায় বলছে—'তুমি তোমার স্বামী ও মেয়ের কথা চিন্তা কর না। এ সব ছাড়, একটা ভালো চাকরি নিয়ে স্বামী, মেয়ে সংসারের দিকে নজর দাও। যা হোক একটিই তো মেয়ে তোমার।' মা বলে—আমাকে তো কেউ জোর করে না, আমি নিজের ইচ্ছায় করি। এটা আমার সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিপদের কথাটা চিন্তা কর না কেন? আজকাল পুলিশ ও গোয়েন্দা-পুলিশ খুব তৎপর, আর তুমি ঐসব বিপজ্জনক স্থানে যাচ্ছো। নাসিমা খালা জেদ করে।

মা ও খালা চড়া গলায় তর্কাতর্কি শুরু করল। আমি ঐ ঘরে দূরে বসে খেলছিলাম, উঠে বাইরে চলে গেলাম। আমার বাবা-মা পছন্দ করতো না যে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেখানে বড়রা কথা বলে, আমি সেখানে বসে থাকি। আমি বেশি দূরে যাই নি, এর মধ্যে মা তাদের আলোচনা বন্ধ করলো—বললো : যথেষ্ট হয়েছে, এটা নিয়ে তর্ক করতে চাই না। এটা আমার ব্যাপার।

নাসিমা খালা মায়ের সাথে জোর গলায় তর্ক করাতে আমার বেশ রাগ হচ্ছিল। মাকে এভাবে বলার অধিকার তার নেই। কিন্তু নাসিমা খালা পুলিশ ও গোপন পুলিশের কথা কি বললো বুঝতে পারলাম না।

নাসিমা খালা চলে গেলে মা বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমি সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম : আচ্ছা মা, প্রত্যেক দিন তুমি ক্লান্ত হয়ে ফেরো সন্ধ্যায়, কেন, কেন তুমি সারাদিন আমা থেকে দূরে থাকো ? অন্য মায়েরা তো তাদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

: জোয়া, আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার বন্ধুদের সাথে আমাকে অনেক কাজ করতে হয়। আমার ইচ্ছা হয় বাসায় থেকে তোকে সঙ্গ দিই, কিন্তু এতো কাজ যে সেরে উঠতে পারি না। আমাকে এই জবাব দিয়ে বের হয়ে গেল।

আমি কখনো বাবা-মাকে আমার ছোট ভাই বা বোনের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু আমি নানীকে, মা-বাবাকে বলতে শুনেছি, কেন তারা আর একটি বাচ্চা নেয় না। নানী বলতো—বড় পরিবার সব সময়ের জন্য ভাল, তাতে বাবা-মার নাম থাকে।

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কেন আর একটা সন্তান তারা নেয় না। মা হেসে জবাব দিয়েছিলো : আমার জন্য তুই খুব বেশি। এ ব্যাপারে মা কোনদিনই গুরুত্ব দিত না। এখন আমি চিন্তা করি যে আর একটা সন্তানকে সময় দেবার মত তার সময় কই ? কিন্তু এতে আমি খুশি ছিলাম, কারণ আর একটি সন্তান আসলে আমার ঈর্ষা হত। আমি তার সাথে আমার পাওনার ভাগ দিতে রাজি নই।

অল্প সময়ের জন্যও মা আমার সঙ্গে মিশলে তাকে অন্য ছেলেমেয়ের মায়ের থেকে আলাদা মনে হত, আমি এইটুকু শুধু বুঝতে পারতাম। আমি বেশি সময় একা একা বোধ করি, অন্য ছেলেমেয়ের চেয়ে আলাদা স্বভাব আমার। আমার বাবার মত অন্য ছেলেমেয়েদের বাবারা কাজে যায়, কিন্তু তাদের মা'রা ছেলেমেয়েদের সাথে থাকে। মায়ের ফেরার পূর্বেই আমাকে শুতে বলা হত রাতে, কিন্তু আমার ঘুম আসতো না। নানীরও ভাল ঘুম হত না, যদিও সে ঘুমাবার ভান করতো।

'বেটা শুতে যা এখন, তোর মা এলে আমি তার দেখাশোনা করবো। তোর মা খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে এবং একদিন তোকেও এমনি কাজ করতে হবে'—নানী আমাকে বলতো।

* * *

নাসিমা খালা আমাদের বাসা থেকে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহপর, আমি বাবার সাথে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলাম। এমন ঘটে খুব কমই যখন বাবাকে এভাবে পাই। ঘুড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের ছাদের উপরেই ওড়াচ্ছিলাম। ছাদের এককোণে টমাটো শুকোতে দেয়া হয়েছিল রোদে। আমি ঘুড়ি ওড়াবার সময় ঐ টমাটোগুলো এড়িয়ে সুতো ধরে এদিক ওদিক করছিলাম। ঠিক এমনি সময় আমাদের বহির্দরজায় করাঘাত হল। কে যেন 'নক' করছে। ঘুড়ি ওড়াবার সময় তখনো আমার হয়নি, সুতো ঠিকমতো ধরে রাখতে পারি না যখন ঘুড়ি উঁচুতে আকাশে মসজিদের গম্বুজের মিনার ছাড়িয়ে যায়। এমনি সময় আমার হাত থেকে সুতো সরে যায় আর ঘুড়ি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে উপরে চলে যায়। এর জন্য বাবা রাগ করতেন না, পরিবর্তে তিনি আর একটা ঘুড়ি তৈরি করে দিতেন রং বে-রং এর কাগজ পাশের দোকান থেকে কিনে এনে। এ সময়ে কাবুলে ঘুড়ি ওড়ানোর ধুম পড়ে যায়। ঘুড়ি আকাশে ওড়ে, পাখির চেয়ে বেশি। আর ঘুড়ি ধরে অনেকে খেলা করে, ভোকাট্টা করে। বাবা এ ব্যাপারে ওস্তাদ, তিনি অনেক ঘুড়ি কেটে দিয়ে তার ঘুড়ি আরো উপরে তুলে সুতো ছেড়ে দিতেন।

দরজায় আবার নক হল। বাবা আমাকে পাঠালেন দেখতে কে খটখট করে। আমাদের উঠানের পর বাগান পেরিয়ে সদর দরজা। আমি ছাদ থেকে মই বেয়ে নামলাম এবং বাগান পার হয়ে দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখলাম একটা নোংরা হলুদ বোরখা পরা মহিলা। সে একা।

কাবুলের রাস্তায় এ ধরনের বোরখা পরে প্রায় মেয়েদের দেখা যায়। তাদের দেখে অদ্ভুত লাগে যখন তার পাশে দেখি সুন্দর সুন্দর যুবতী মেয়েরা হাত ধরাধরি করে স্কার্ট ও মেকআপ করে হাঁটছে। আফগান মেয়েদের এই স্বাধীনতা পেতে বেশ ভারি মূল্য দিতে হয়েছে। ১৯৫৯ সালে প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রিরা তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে বোরখা ছাড়া রাস্তায় বের হয়ে পড়লে মোল্লারা দাঙ্গা বাধিয়ে দেয় এবং এমন খুনোখুনি শুরু করে যে আর্মি নামিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করতে হয়।

এর পাঁচ বছর পর নতুন সংবিধানে নারী পুরুষের সমান অধিকার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ধর্মীয় মোল্লারা কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের কাজ করার অধিকার মেনে নিল না এবং যখন পুতুল সরকার বলল যে মেয়েরা তাদের পছন্দমত স্বামীকে বিয়ে করতে পারবে এবং পরে যখন ১৯৭০ সালে স্ত্রী-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়, তখন মোল্লারা এমন খাপ্পা হল যে গ্রামাঞ্চলে তারা আলাদা, স্বতন্ত্র শাসন কায়েম করে কাবুল সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন করে দিল। ঠিক এই সময় সরকার রাশিয়ার সাহায্য চেয়ে বসে মোল্লাদের সামাল দিতে।

আমি দরজার সামনে খাড়া বোরখায় মোড়া মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলাম এবং ভাবলাম কে হতে পারে। আমার মাঝে মাঝে মনে হত বোরখা-অলিদের জিজ্ঞাসা করি কেন তারা এটা পরে, কিন্তু সাহস হয়নি। কখনো এই ধরনের কোন মহিলা আমাদের বাড়ির দরজায় আসেনি এর পূর্বে। আমার বাবা-মা বলতেন দূরে গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা যারা অশিক্ষিত তারাই বোরখা পরে, আর পরে ভিখারী এবং বেশ্যারা যারা নিজেদের পরিচয় গোপন করতে চায়।

www.BanglaBook.org

আমি তাকে বাড়ির মধ্যে আসতে না দিয়ে শুধু তার দিকে চেয়ে চিনবার চেষ্টা করছি, বোরখার দুই চোখের ফুটো দিয়ে তার ভ্রূ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু চিনতে পারছি না। আমি ভেবে পাইনা কেন এভাবে সে লুকিয়ে আছে।

মেয়েটি অদ্ভুত গলায় পুরুষের মত বলে, জোয়া, আমার প্রিয় জোয়া, তুমি কেন আমাকে ভেতরে আসতে দিচ্ছ না ?

আমার নাম তার মুখে শুনে আমার ভয় হল—আমি দরজা বন্ধ করে দৌড়ে বাবার কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু সে তার নোংরা বোরখা নিয়েই ঢুকে পড়লো বাগানে। তারপর দরজা বন্ধ করে নিচু হয়ে বোরখা ঝেড়ে ফেলল—একরাশ ধুলো উড়ে গেল মেঘের মত। তারপর দেখলাম মেয়েটি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে।

মহিলা আমার মা। আমার বুক থেকে ভার নেমে গেলো। আমি মায়ের কোলে উঠে তার ঘাড়ে নাক ঘষতে লাগলাম—পারফিউমের গন্ধ নাকে এলো। কিন্তু আমি ভেবে পেলাম না, মা আমার সাথে এমন ঠকবাজি করলো কেন ? বললাম : মা কেন তুমি এটা পরেছিলে ? কারণ মা বোরখাকে ঘৃণা করতো।

মা হেসে বললো : কারণ, এটা দেখতে বেশ সুন্দর তাই। আমার বিশ্বাস হল না। মা মস্করা করছে, কিন্তু আসল কারণ চেপে গেল। আমি বোরখার কথা ভুলে মাকে নিয়ে ছাদে গেলাম, বাবার কাছে। এখন আমি বাবা-মা—দু'জনের সান্নিধ্যে। মা বাবার মত ভালো ঘুড়ি ওড়াতে পারে না, কিন্তু দেখতে ভালবাসে।

ঐ একবারই দেখেছিলাম মাকে বোরখা পরতে। অনেক দিন পরে আমি জানতে পারি মা কেন ঐ বোরখা পরেছিল; তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য। আমি ভাবতে পারি নি এমন একদিন আসবে যখন শুধু আমি নই, সারা দেশের মেয়েদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য বোরখা পরতে হবে।

* * *

মুজাহিদিনদের সাথে রাশিয়ানদের প্রথম যুদ্ধ হয় ১৯৮৭-র ফেব্রুয়ারি মাসের এক রাতে। এটা মনে আছে। তখন আমার বয়স ছ'বছর। আমি মোরগ ডাকা ভোরে উঠে পড়ি, তখন আজান হয় নামাজের জন্য। আজান শুনে নানীও ওঠে এবং নামাজ পড়তে শুরু করে। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু সেই রাতে ভীষণ গোলাগুলির আওয়াজ হল, আমাদের বাড়িঘর কেঁপে উঠলো। একবার নয়, কয়েক বার। এ সম্বন্ধে আমার পূর্ব ধারণা ছিল না। আমার ভয় হল। গায়ের কম্বল ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম এবং তীব্র শীতের মধ্যে বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটে নানীর ঘরে গিয়ে তার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। নানী কানে কম শুনতো। কোন শব্দ পায়নি। তাই গভীর ঘুমে ছিল। আমি জড়িয়ে ধরতে সে জেগে জিজ্ঞাসা করল : কি হয়েছে ?

বললাম : শব্দ শুনছোনা ? কিসের এতো শব্দ হচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন আবার কামানদাগার শব্দ হল। নানী আমাকে বুকে চেপে ধরলো। নানীর বুক যেমন ভারি তেমনি গরম। তার বুকে পাউডারের গন্ধ পেলাম। চর্বিভরা পেট ঝুলে পড়ায় জমা জেলির মত নরম ও থলথলে। তার লম্বাচুলের গন্ধ আমার ভাল লাগে—কাঁচা-পাকায় ভরা চুল।

নানী বললো : ঠিক আছে, তুই আমার সাথে ঘুমো।

: কিন্তু এটা কিসের শব্দ ? আমি জানতে চাইলাম।

: কিছু না বেটি। চিন্তা কি ? শুয়ে পড়। এই বলে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল রাজকুমার ও পরীর কাহিনী বলে।

পরদিন সকালে আমার বাবা-মা বললেন যে ওসব গোলাগুলির শব্দ; সৈন্যরা মহড়া দিচ্ছিল। সেদিন থেকে আমি নানীর সাথেই ঘুমাতাম তার বিছানায়, কিম্বা আমার নিজের ঘাটে। আমার খাট নানীর ঘরেই পাতা হয়েছিল এই ঘটনার পর। নানী বলত এ-সময় তো বাবা-মাকে বিরক্ত করিস না, আমার কাছে থাকবি। আমারও বাবা মায়ের ভারি মুখ দেখতে ইচ্ছা করতনা। তারা কি যেন চিন্তা করতো। আমি তাদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চললাম।

আমার গার্জেনদের কাছ থেকে আশ্বাসবাণী পেলেও প্রতিরাতে এ ধরনের শব্দ আমাকে তাড়িয়ে বেড়াতো। আমি স্বপ্ন দেখলাম, এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি—হঠাৎ কি যেন হল—লাফিয়ে পড়লাম না কেউ আমায় পেছন থেকে ধাক্কা দিল—আমি পাহাড় থেকে নিচে হাওয়ায় ভাসতে লাগলাম, মাটিতে পড়ার পূর্বেই আমার ঘুম ভেঙে গেল।

কিছুদিন পর, আবার সেই ভীষণ শব্দ। আমি বসার ঘরে বসে আছি, নানী রান্না ঘরে কি যেন পাক করছে তার সুগন্ধ ছুটেছে। হঠাৎ কি যেন ভারি জিনিস ছুটে এসে আমাদের জানালায় ভীষণ জোরে আঘাত করল—সারা বাড়িটা কেঁপে উঠলো—আমি রং পেন্সিল দিয়ে রং করছিলাম, সেটা হাত থেকে পড়ে গেল।

ক্ষণিকের জন্য হতভম্বের মত চেয়ে থাকলাম জানালার দিকে, কাঁচ ভেঙে গেছে, মনে হল হয়তো কেউ পাথর ছুড়ে মেরেছে ভয় দেখাবার জন্য। কিন্তু আমাদের বাগানের মধ্যে কাউকে দেখলাম না।

নানী ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো তার বুকে। আমার আর রং করতে ইচ্ছা হল না। আমি চিন্তা করলাম হয়ত আরো জানালার কাঁচ ভাঙতে পারে। এবং কাঁচ ছুটে এসে আমার গায়ে লাগতে পারে।

এরপর নানী আমাকে বোমার কথা বুঝিয়ে বলল যে, পাহাড়ের ওপর থেকে বোমা ছুড়ে মারলে বোমা ফেটে যায় এবং চারিদিকে তার খণ্ড ছড়িয়ে মানুষ আহত হয়, মরে। ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়। এরপর থেকে আমি বাতি জ্বালিয়ে ঘুমাতাম। এখনো পর্যন্ত সে অভ্যাস আমার যায়নি। রাশিয়ানদের কবলে তার পরে দেশ যে ক'বছর ছিল, মুজাহিদিনরা পাহাড় থেকে শহরের দিকে বা আশপাশে বোমা ছুড়ে মারতো—এমন কি কাবুল শহরেও শেল বর্ষণ করেছে। রাশিয়ানরা তাদের কোন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রকমে হটিয়েছে, কিন্তু সেই যুদ্ধবাজরা আবার এসে বোমা ফেলেছে শেল মেরেছে।

আমার ঘুম সহজ হল শীতের সময় যখন সবাই আমরা একই ঘরে ঘুমাতাম সানদালির চারদিকে, যেখান থেকে গরম বাতাস বের হয়ে ঘর গরম রাখতো। নানী টেবিলের ওপর একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে রাখতো এবং বাল্‌বটা কাগজে মোড়া থাকতো—আর আমরা ঐ বাল্‌বের চারদিকে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকতাম। সেই বাল্‌বের তাপ আমাদের ঘরটাকে গরম করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হত যেন হাতে পায়ে ছেঁকা না লাগে।

আমি সানদালির কাছ থেকে নড়তে চাইতাম না; দাঁত মাজতে ও নাইটি পরতেও ইচ্ছা হত না, কারণ বাড়ির অন্যস্থানে এতো ঠাণ্ডা যে উঠতে ইচ্ছা হত না। সময় সময় শীত এতো বেশি হয় যে আমাদের ছাদে বরফ জমে যায়, আর বাবাকে তা পরিষ্কার করতে হয় নইলে কাদার তৈরি ছাদের সিলিং ভেঙে পড়তে পারে। আমরা যখন সানদালির পাশে ঘুমাতাম, বাল্‌ব জ্বলতো ঘরকে গরম রাখার জন্য।

* * *

আমার বাবা-মা সব সময় বাইরে থাকার জন্য, আমি বরাবর নানীর কাছে মানুষ হয়েছি। আমার জীবনে আমার নানী বাবা-মার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কারণ সে আমার সাথে বাবা-মার চেয়ে বেশি সময় দেয়। নানীকে ভালবাসার আর একটা কারণ যে বাবা-মার মত সে আমাকে বিকালে ঘুমাবার জন্য জবরদস্তি করে না। আমি তাকে নানী ডাকলেও সে আমার সত্যিকারে নানী নয়, আমার আসল নানী আমার বাল্যকালেই মারা গেছে।

একবার নাসিমা খালা মায়ের কাছে গল্পচ্ছলে বলেছিল যে আমার নানী আসল নানী নয়। মা রাগ করে এবং খালাকে চুপ করিয়ে দেয়। আমি কখনো জিজ্ঞাসা করিনি আমার বাবা-মা কিভাবে এই নানীকে পেয়েছিল—আমি এটা চাইও নি। নানী যখন এ বিষয়ে কথা তুলতো আমি তাকে থামতে বলতাম। আমি বলতাম : তুমিই আমার কাছে আমার রক্তের নানীর চেয়ে বেশি প্রিয়।

মা জানতো নানীর ব্যাপারে আমার গভীর ভালোবাসা, কিন্তু সে কোনদিনই এ বিষয়ে কোন কথা বলে নি, কারণ মা চাইতো নানী আমাকে সব দিক দিয়ে নিরাপত্তা দিক, তাদের সময় কই ?

নানীর নাম ছিল নাবিলা। সে আমার বাবা-মার চেয়ে ধনী ঘরের মেয়ে। তার স্বামীর মৃত্যুর পর সে আমাদের বাসায় বাস করতে আসে, তখন আমার বয়স মাত্র সাত মাস। সে তার তিনজন বড় সন্তান ছেড়ে আমাকে নিয়ে থাকতো, আর আমাকে সব সময় বলতো যে আমিই তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

আমার বয়স যখন ছ'বছর আমি প্রায়ই বাবার পড়ার ঘর থেকে বই চুরি করে নানীর কাছে নিয়ে আসতাম। বাবা-মা ঘরে থাকতো না। বাবা তার পড়ার ঘরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঢুকতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু তার বই-এর প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল, যদিও পড়তে জানতাম না। বাবার বই বিভিন্ন রং-এর এবং আমি জানতাম যে এগুলোতে কেচ্ছা-কাহিনী আছে, কারণ আমি যখন মাকে গল্প বলতে বলতাম, মা ওখান থেকে বই নিয়ে এসে গল্প বলতো। বাবার বই আনতাম সতর্কতার সাথে যাতে বই নষ্ট না হয়, কিম্বা কোন দাগ না লাগে। কারণ এ ব্যাপারে বাবা খুব যত্নশীল, বই নষ্ট হলে রাগ করেন।

নানীর কাছে বই নিয়ে এলে, নানী চশমা পরে পড়তো। গল্পগুলো প্রায় সবই একই রকম—যেমন, 'একটা এক ছোট্ট বালিকা ছিল, সে ছিল একা, থাকতো তার নানীর সাথে ইত্যাদি...।

আমি ভাবতাম নানী বই পড়ে গল্প বলছে, কিন্তু সেগুলো যে বায়োলজির বই ধারণা ছিল না; কোন কোন সময় রসায়নের বই নিয়ে আসতাম, কোন সময় রাজনীতির। কোন বই-এ ছবি ছিল না। এখন আমি বুঝতে পারি, নানী যদিও পড়তে পারতো, কিন্তু সে বাবার বই-এর এক অক্ষরও বুঝতে পারতো না। তবুও বানিয়ে বানিয়ে কেচ্ছা শোনাতো। সে কখনো স্কুলে যায়নি, কোন সালে তার জন্ম তাও জানতো না।

আমি নানীকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম যে, সে কখনো বাবাকে বলবে না আমি তার বই চুরি করে নিয়ে আসি পড়ার ঘর থেকে। একবার বাবার একটি বই-এর পাতায় চায়ের দাগ লেগেছিল, তখন নানী বাবাকে বলেছিল, তারই নির্দেশে আমি বইটি এনেছিলাম।

মা আমাকে বলতো : তোমার নিজের বই আছে, পড়না কেন ? বাবার ঘর থেকে বই আন কেন ? আমি আমার বইগুলো পড়ে ফেলেছি, বারবার পড়তে ভাল লাগে না, তাই নতুন কিছুর সন্ধান করি। মায়ের কথায় আমি বিশেষ গুরুত্ব দিই না, কারণ বাসায় তার চেয়ে নানীর ক্ষমতা বেশি।

নানীর কেচ্ছাকাহিনী শুনে আমার দিন কাটতো। গল্পগুলো ছিল : এক রাজা ছিল, আফগানিস্তান শাসন করতো। বড় অত্যাচারী ছিল। অনেক লোক হত্যা করেছে। সে আমাকে আফগানিস্তানের বিভিন্ন গোত্রের কাহিনী ও ইতিহাস শোনাত। এই জট পাকানো কাহিনী ঐতিহাসিকদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে দিত সিদ্ধান্ত নিতে—এই মুসলিম দেশ। আরব দেশ নয়; মধ্য এশিয়ার, ভারত উপমহাদেশের কিম্বা মধ্য প্রাচ্যের।

নানী আমাকে পশতুন গোত্র সম্বন্ধে বলেছিল। আমাদের গোত্র। নানী বলেছিল, যদিও এই গোত্র থেকে আফগানিস্তানের অনেক শাসক এসেছে, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে গর্ব করার কিছুর নেই। বহু শাসক ছিল যারা স্বাধীনতার জন্য লড়েনি, যারা বাইরে থেকে আক্রমণ করেছে, তাদেরই বাধ্য হয়েছে। শুধু আমির আবদুর রহমান খান দুইটি বিষয়ে নাম কিনেছিল—একটি হল তার হারেমের জন্য, অনেক মেয়েলোক ছিল হারেমে। অন্যটি হল, হাজারা গোত্র ধ্বংস করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে বদ্ধপরিকর ছিল—এই গোত্রের লোকদের চীনাদের মত চেহারা ছিল। এই রাজা তার শত্রুদের নিধন করে তাদের মাথা দিয়ে তৈরি করেছিল মিনার, স্তম্ভ। তার উচ্চতা যে কত ফুট ছিল, নানীর জানা ছিল না।

নানীর গল্প শুনে কখনো হাসতাম, আবার কখনো শিক্ষা গ্রহণ করতাম। একটি গল্পে নানী বলেছিল—রাশিয়ান সৈন্য দেখলে দরজা খুলতে নেই—বলেছিল তাদের চেনা সহজ। হলুদ চুল, সাদা চামড়া, নীল চক্ষু—একবার এক রাশিয়ান সৈন্য জোর করে বাসায় ঢুকে একটি ছোট মেয়েকে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সে চিৎকার করে, তারপর তার পরিবারের লোকরা এসে উদ্ধার করে।

নানী গল্প বলতো গরিব ও ধনীদের, যার শেষ হত একইভাবে। যেমন—'কিছু লোক ধনী, কিছু লোক দরিদ্র এবং দরিদ্র মানুষদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়তে হয়। তোমাকেও একদিন লড়তে হবে'—নানী এইভাবে তার গল্প শেষ করতো।

আমি তার গল্প শুনতে পছন্দ করতাম, কিন্তু যখন আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতো তখন আমার দৃষ্টি অন্যদিকে চলে যেতো। সে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বলতো : বেটি, আমি যা বলি মন দিয়ে শোন। হয়ত এখন আমার কথা ভাল লাগছে না, কিন্তু একদিন এর গুরুত্ব বুঝবে।'

এখন বুঝি আমার মন দিয়ে সে সব কথা শোনা উচিত ছিল, কারণ আমার সে একজন ভালো শিক্ষক ছিল। যদি সে নিজে অন্যান্য মেয়েদের মত প্রথাগত জীবনের বিরুদ্ধে লড়ে নি, তবুও তার আশা ছিল যে একদিন না একদিন, নতুন প্রজন্মরা সেই ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং নারী স্বাধীনতার জন্য ঘোরতর সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—তিন

আমার ৭ম জন্মদিনের কিছুদিন পূর্বে একদিন সকালে মা আমাকে ডেকে ড্রেসিং টেবিলের পাশে তার কাছে বসতে বললো। সে আমাকে কোলে তুলে তার হাঁটুতে বসলো। আমি এই মুহূর্তকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম। আমি বললাম তার পারফিউমের কয়েক ফোঁটা আমার গায়ে লাগিয়ে দিতে কিম্বা কাছে বসে তার গায়ের সুবাস গ্রহণ করতে। আমি জানতে চাইলাম এ সুন্দর সুগন্ধির উৎস কোথায়? ড্রেসিং টেবিলের উপর নানীর হাতে কাজ করা একটা কভার ছিল। পারফিউমের মাত্র দুটো বোতল ছিল ছোট ছোট, খুবই দামি। মা সব সময় বলতো সস্তা দামের পারফিউম ব্যবহার করার চেয়ে ব্যবহার না করাই ভালো।

মা পারফিউম উপহার পেলে আনন্দের সাথে নিত। আমি তাই বাজার থেকে একটা এনে দিয়েছিলাম মাকে। এটা অবশ্য তার পছন্দ মত নয়, কিন্তু এর জন্য মা আমাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়, মা সব সময়েই বলত প্যারিসের পারফিউম দুনিয়ার সেরা। এর মধ্যে চার্লি তার প্রিয়।

সাধারণত মা আমাকে তার পারফিউম বোতলের কাছে যেতে দিত না। আমি খেলে এসে নোংরা অবস্থায় মায়ের পারফিউম গায়ে দিতাম, এর জন্য মা আমাকে বকা দিত। বলতো তুই ভালো মেয়ে না। গোসল করে পারফিউম মাখতে হয়।

কিন্তু ১৯৮৫-এর এই সকালে মা আমাকে তার পারফিউম একটু লাগাতে দিল। তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল : জোয়া, তুই কি আমার সাথে যাবি আমি যেখানে কাজে যাই?

আমি গর্ববোধ করলাম। সাথে সাথে বললাম—নিশ্চয়ই যাবো। তারপর আমার জিনিসপত্তর, আঁকার জিনিস, খেলনা, দুধের বোতল—আমি সাত বছর পর্যন্ত দুধ বোতলে খেতাম—কারণ বোতল ছাড়া খেতে পারতাম না। এমন এমন সব কাগজ মা নিল যা আমি পূর্বে দেখিনি। তারপর তার পায়ের উপর বসিয়ে আমাকে অনেক নির্দেশ ও উপদেশ দিল। বলল : দেখ, যদি কেউ আমাদের রাস্তায় থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাচ্ছ—বলবে বাজারে, এছাড়া আর কিছু বলবে না। তোমার ব্যাগে তোমার কি কাগজপত্র আছে বলবে না। কেউ যদি খুলে দেখে, জানি না বলবে, কে হয়ত রেখে দিয়েছে। মনে থাকবে তো।

আমি মাথা নাড়লাম। মা খুশি হল এবং বোরখা পরে নিল।

www.BanglaBook.org

বললাম : তুমি বোরখা ঘৃণা কর, তবে পরলে কেন ?

: আমি ঘৃণা করি সত্যি। কিন্তু আমার কাজের সুবিধার জন্য পরতে হয়।

এরপর আমরা হাত ধরাধরি করে পথ দিয়ে হেঁটে গেলাম। বিভিন্ন বাসায় গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে অন্য আর একটি বাসায় গেলাম। সেখানে দেখলাম মা তাড়াহুড়ো করে কয়েকজনের সাথে কথা বলে কিছু কাগজপত্র দিয়ে দিল। অন্য সময়ে সে আমাকে রাস্তার উপর ছেড়ে দিয়ে বলল : দেখো, কোন সৈনিক আসছে কিনা, কারণ সাদা পোশাকেও গুপ্তচর ঘুরছে।

নানী জানতো আমার এ কাজের কথা ; তবে এতে রয়েছে বিপদ কম, তাই আমার একাজে বাধা দেয়নি। মা যে কাজ করে তার প্রতি তার সম্মান আছে। আমার কাজে মা খুবই খুশি। তবে মাঝে মাঝে ভুলভ্রান্তি হলেও মা কিছু মনে করতো না।

আমাদের কাজটা অদ্ভুত। যেমন ক্লান্তিদায়ক, তেমনি বিপজ্জনক। আমাদের কাজের সময় লেগে যেতো মাঝে মাঝে ৪/৫ ঘন্টা। আমি আমার এই কাজে কেন গুরুত্ব দিলাম ? শুধু ভাবতাম আমি মায়ের কাজে সাহায্য করছি। এতেই আমার সন্তুষ্টি। মা আমাকে তার সাহায্যকারী হিসেবে বেছে নিয়েছে। শুনেছিলাম নানী মাকে সাহায্য করার কথায় কান দেয়নি, তার প্রস্তাব ঠেলে দিয়েছিল।

আমি মায়ের সাথে বাইরে কালে-ভদ্রে বের হতাম শুধু ঐসব দিনের জন্য অসহিষ্ণু হয়ে অপেক্ষা করতাম। আমার বড়দের সাথে মিশতে খুব ভাল লাগতো, তা মা-ই হোক আর নানী। আমি কখনও অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করতাম না। তাদের খেলাধুলা আমার কাছে অর্থহীন মনে হত এবং আমাকে মাঝে মাঝে তারা চিড়াতো, যেমন ছেলেমেয়েরা করে থাকে। আমার মোটেই ভালো লাগতো না ওদের সাথে খেলতে তাই ওদের সঙ্গ এড়িয়ে চলতাম।

আমি নানীর সাথে বাসায় থাকতে বেশি পছন্দ করতাম। এতে অন্যান্য ছেলেমেয়েরা, আমার কাজিনরা মাকে বলতো—'ও অমন কেন ? আমাদের সাথে খেলেনা কেন ?' এতে মা বিরক্ত বোধ করতো এবং আমাকে বলতো 'তুমি বাচ্চা বয়সী মেয়ে, তোমার বয়সী মেয়েদের সাথে খেলবে, মেলামেশা করবে। সারাক্ষণ নানী ও আমার পেছনে ঘোরো কেন ?'

আমার খোঁজে ছেলেমেয়েরা এলে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতাম, ফেরিঅলারা বাঁশের ডগায় নানা রকমের বেলুন, খেলনা ঝুলিয়ে রাস্তা থেকে হাঁক দিত—'বাচ্চাদের খেলনা নিবে, বেলুন নি-বে-,' আমি ওদিকে চাইতাম না। আমার কোন ভালো বন্ধু ছিল না। আমার প্রিয় বন্ধু নানী যে আমাকে বলতো—তুই তো শের, বাইরে সব চুহা।

আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তায় যেসব মেয়েরা খেলতো তাদের মধ্যে একজনের প্রতি আমার কৌতূহল ছিল। তার বাবার ছিল লম্বা দাড়ি মোল্লা গোছের মানুষ। সে চাইতো তার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে...একা গায়ে মাথায় চাদর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জড়িয়ে। মুখও ঢাকা থাকত শুধু চোখ দুটো খোলা। আমি নানীকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করে জানতে পারলাম তার বাবার চারজন বিবি; তাদের কাউকে বাড়ির বের হতে দেয় না। নানী বললো—তাদের পরিবারে সবাই অশিক্ষিত, গোঁড়াধর্মী। তারা কারো সাথে মেশে না। পরে জানতে পারলাম মেয়েটির বাবা কট্টর মৌলবাদী, ধর্মান্ধ।

যে একমাত্র মেয়ের সাথে আমি মিশি ও খেলি তার নাম খাদিজা। তারা আমাদের বাসা থেকে একটু দূরে থাকে, তিনটে বাড়ির পর তাদের বাড়ি। তার মা স্কুল-শিক্ষক। আমার মত সে-ও বড়ো মানুষের সাথে মিশতে ভালোবাসে। এর জন্যই আমাদের বন্ধুত্ব। তার অনেক পুতুল আছে। সে তার পুতুল নিয়ে এসে আমার রুমে খেলতে বসে।

একবার খাদিজা বললো বোরখা পরে খেলা করতে। আমার তার প্রস্তাব পছন্দ হল না। কিন্তু সে জেদ করে আমায় প্রতিবেশীর বাড়িতে নিয়ে গেল, বলল : বোরখা পরে মজার খেলা হবে। সেখানে তার আরো কয়েকজন বন্ধু ছিল। খাদিজা আমাকে বললো—তুমি বোরখা পরে ভূত সাজবে এবং ভূতের মতো শব্দ করে আমাদের ধরার চেষ্টা করবে আর আমরা দৌড়ে এদিক ওদিক পালাব। তুমি ধরতে চেষ্টা করবে।

আমার কাছে এটা মজার খেলা বলে মনে হল না। যদিও রাত বিরোতে বের হতে আমার ভয় করতো, কিন্তু ভূতে-প্রেতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু খাদিজা ও অন্য মেয়েরা আমাকে বসিয়ে আমার উপর বোরখা চড়িয়ে দিল। বোরখা পরার ধারণা আমার পূর্বে ছিল না। কিন্তু ঐ মেয়েদের অজানা ছিল না, কারণ তাদের আত্মীয়-স্বজনরা পরে। বোরখাটা যেমন বড় তেমনি ভারি। পরে আমি না পারি দেখতে, না পারি নিশ্বাস নিতে। যাই হোক, আমি কোন রকমে পরে উঠে দাঁড়ালাম।

: এবার আমাদের তাড়া কর। খাদিজা বলল। আমি কয়েকবার এগুতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মেয়েদের নজরে পড়লো না। কে যেন পেছন থেকে আমাকে ধাক্কা দিল, আমি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম এবং কালো কাপড়ে আমার চোখ মুখ ঢেকে গেল।

আমি অন্ধকার দেখলাম, যেন অন্ধ হয়ে গেছি। চিৎকার করে বললাম—'আমি কিন্তু দেখি না,' আমি দেখছি না'—চিৎকার করতে থাকলাম। তারপর মেয়েদের সাহায্যে বোরখা মুক্ত হলাম। বললাম : আমি এই খেলা ঘৃণা করি। তোমরা কখনো আমাকে আর বোরখা পরতে বলবে না।

* * *

খাদিজা আমাকে তার মায়ের স্কুল সম্বন্ধে অনেক কথা বলল, যদিও আমি স্কুলের মেয়ে সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখাই নি। তবুও তাদের দেখার ইচ্ছে হল। আমি দেখতাম মেয়েরা দল বেঁধে স্কুল ইউনিফরম পরে, সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাসতে হাসতে স্কুলে যায়। আমার ইচ্ছা হত আমার বাই-সাইকেল থাকলে চড়ে বেড়াতাম, স্কুলে যেতাম পিঠে বই-এর ব্যাগ ঝুলিয়ে।

কিন্তু আমার বাবা-মা বাসায় পড়াশোনা করতে বলতেন। বাবা সন্ধ্যায় ফিরে আমায় ডাকতেন, আদর করে কোলে বসিয়ে বুকে নিতেন, চুমু খেতেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন বাবা। আমিও বাবাকে মায়ের চেয়ে বেশি বুকে জড়িয়ে ধরতাম। চুমু দিলে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি আমার গালে বিঁধতো। দাড়ি কামাতে আলসেমি করতেন বাবা। মাসে মাত্র একবার দাড়ি কামাতেন।

বাবা সব সময়ই জিজ্ঞাসা করতেন সারাদিনে কি করলাম, তারপর পড়াতে বসতেন। প্রতিদিনের কাজ একই ছিল। আমি কয়েক লাইন ফারসি লিখতাম, আমরা বাসাতে ফারসি ভাষা ব্যবহার করি। তারপর কিছু কিছু সৎ শিক্ষা দিতেন। যেমন—ভাল ব্যবহার, গুরুজনদের মান্য করা। পরেরদিন সন্ধ্যায় আমি 'হোম ওয়ার্ক' কি করেছি বাবা দেখতেন ও শুদ্ধ করে দিতেন। এই ছিল আমার দৈনন্দিন পড়াশোনার রুটিন।

কিছুদিন পর দেখলাম সীমা নামে একটি স্কুল টিচার আমাকে পড়াতে আসতেন। নানীই তাকে ঠিক করেছিল নিজের অর্থে, যা সে তার স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছিল। কিছুদিনের জন্য আমার গৃহ শিক্ষক সীমা সপ্তাহে তিনদিন এলেন। দুই থেকে তিন ঘণ্টা পড়াশোনা, সেলাই শেখালেন।

সীমার কাছে ফারসি ও অঙ্ক শিখতাম। তিনি বেশ খেয়াল করে দেখতেন না যে আমি শিখছি কিনা। তিনি আমাকে একটি ফারসি কেতাব দিয়ে দশ পাতা কপি করতে বললেন। আমি সে দশ লাইন বুঝলাম কি না বুঝলাম সে বিষয়ে তার চিন্তা ছিল না। শুধু কপি করতে বলতেন।

যখন দেখতেন আমি অন্যমনস্ক হয়েছি, তখন তিনি আমার সাথে গল্প জুড়ে দিতেন এবং কৌতুক করতেন। যদিও আমি ছোট ছিলাম, তবুও বুঝতে পারতাম আমার জন্য এসব ভাল নয়। তারপর তার আসা-যাওয়া অনিয়মিত হল, তারপর একবারে আসা বন্ধ করে দিলেন। এতে আমার কোন ভাবান্তর হয়নি। তিনি আমার মনে কোন রেখাপাত করতে পারেননি। আমার বাবা-মা অন্য কয়েকটি শিক্ষককে দিয়ে চেষ্টা করে দেখলেন। আমি সাত বছর বয়স থেকে টিচারের কাছে পড়তে আরম্ভ করি। এর দু'বছর পর, আর কেউ আমাকে বাসায় পড়াতে এলেন না।

অনেকদিন পরে আমি বুঝতে পারলাম আমার বাবা-মা কেন স্কুলে পাঠাননি। তারা ভয় করতেন যে, হয়ত স্কুলে মুজাহিদিনরা বোমা পেতে রেখেছে কিম্বা স্কুলে যাবার রাস্তায় বোমা ফেলে রেখেছে। যাই হোক, তারা এই কারণে আমাকে স্কুলে দেন নি। স্কুলে যেসব বিষয় পড়ানো হত প্রায়ই রাশিয়ান পুস্তক থেকে অনুবাদ করে। পুতুল সরকারের এই নির্দেশ ছিল। এতে আমার বাবা-মা ভেবেছিলেন যে ছেলেমেয়েরা স্কুলে নিজের দেশ আফগানিস্তান অপেক্ষা রাশিয়াকে বেশি করে চিনবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নানী বলেছিল যে আমি বাসায় থেকে লেখাপড়া করবো। প্রতিবেশীদের কেউ এ সম্বন্ধে বললে নানী তাদের সাথে ঝগড়া করতো। প্রতিবেশী বলতো—আমি এটা বলছিনা যে, মেয়েটি বেড়ে ওঠে শুধু বাড়ির গিন্নি হবে; তবে তার ঘর-দোর পরিষ্কার করা, রান্না-বান্না করাও শেখা দরকার। নইলে স্বামীর সাথে বাস করবে কেমন করে ?

নানী বলতো—তুমি ভুল বলছো : 'তার উচিত ছেলেরা যা করে, তাই শেখা। ঘর পরিষ্কার ও রান্নার করার মধ্যে ভবিষ্যৎ নেই। তার দরকার জ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষা। জোয়া, রান্নাঘর থেকে বের হও আর পড়তে যাও।'

এইভাবে আমার আর রান্না শেখা হয়ে ওঠে নি।

* * *

মায়ের কাজে সাহায্য করছি প্রায় বছর খানেক হল। একদিন বিকালে আমাদের কাজ শেষ করে আহার শেষ করেছি। দস্তরখান পরিষ্কার করে গুটিয়ে তোলার সময় বাবা এলেন এবং বললেন তিনি আমাদের কিছু বলতে চান। তিনি একটা ক্যাসেট প্লেয়ারে টেপ ভরে বললেন এটা রেকর্ড করেছে আমার এক বন্ধু কাবুল জেলখানায়। সেখানে একটা সরকারি নোটিশ টাঙানো ছিল। সেই নোটিশে অনেক মানুষের নাম লেখা ছিল। রেকর্ড বাজতে থাকলো আর বাবা, মা, নানী চুপচাপ বসে শুনছিল। নীরবতা ভেঙে হঠাৎ বাবা চিৎকার করে উঠলেন এবং পুতুল সরকার সম্বন্ধে বললেন, 'ওয়াতান ফ্রোশ'—অর্থাৎ এ সরকার রাশিয়াকে দেশ বিক্রি করে দেবে। আমি জিজ্ঞাসা করতে গেলাম বিষয়টা কি ? কিন্তু আমাকে চুপ থাকতে বলা হল।

টেপ শেষ হল, সবাই চুপ করে রইলেন। নানী একটু পর উঠে বললো—শুতে যাচ্ছে। বাবা ও মা বসে থাকলেন, কথা বলেন না। আমি যে বসে আছি সে দিকে দেখেন না। তাই আমিও নানীকে অনুসরণ করলাম।

আমি দেখলাম নানী জোরে জোরে মোনাজাত করছে আর বলছে 'হে আল্লাহ দেশের জন্য যারা শহীদ হয়েছে তাকের অনুগ্রহ কর, আশীর্বাদ কর। নানী আমাকে বুঝিয়ে বললো যে ঐ লিস্টে যাদের নাম ছিল, তাদের অনেকেই মা-বাবার পরিচিত। তারা ছিলেন রাজনীতিবিদ, কবি, লেখক, অধ্যাপক। বাবার সহপাঠী। তারা দখলদার রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। বুঝেছিলেন রাশিয়ানরা এ দেশ গ্রাস করতে চায়।

বেটি, শোন; এই ব্যক্তিরা চেয়েছিলেন রাশিয়ানরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাক। তাই রাশিয়ানরা তাদের উপর অত্যাচার করে হত্যা করেছে। এই প্রথম নানী সত্যি কথা বললো—রাশিয়ার কবলে আফগানদের জীবনযাত্রা। ঐ রাতে আমি নানীর প্রার্থনা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেছি।

তারপর থেকে আমাদের বাসায় যে আনন্দ ছিল তা তিরোহিত হল। পরদিন সকালেই বাবা বাসা থেকে বের হয়ে গেলেন। আর মা চুপ করে নানীর সাথে সময় কাটালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নানী আমাকে বললো : যারা শহীদ হলেন তাদের মা ও স্ত্রীদের বাচ্চাদের কথা চিন্তা কর। এখন তারা কবরে শুয়ে। আমি ভাবলাম—যদি আমার মা ও বাবার নাম ঐ লিস্টে থাকতো তাহলে আমার মনের অবস্থা কেমন হত!

আমি এই প্রথম অনুভব করলাম, মানুষকে হত্যা করা হয় তাদের মতবাদ ও ধারণার জন্য। আমাদের বাড়িতে সকলেই এখন বিচলিত। কারণ, রাশিয়ানরা গুপ্তচর নিয়োগ করেছে বাড়ি বাড়ি সংবাদ নেবার জন্য, এমন কি আমাদের প্রতিবেশীদেরও বিশ্বাস নেই। মা আমাকে বারে বারে সাবধান করে দিল যেন আমি কখনো কাউকে কিছু না বলি আমাদের কাজের সম্বন্ধে।

সেই সময় থেকে মা ঘন ঘন বাড়ি ছেড়ে যেত। বাবাকে সব সময় বিষণ্ন দেখতাম, এমনটি পূর্বে দেখিনি। আমি যখন জিজ্ঞাসা করতাম বাইরের দোকান থেকে কিছু আনবো কিনা, আমাকে অনুমতি দেয়া হত না। বলা হতো এখন বাইরে যাওয়া বিপজ্জনক। আমি যেন নিজের ইচ্ছায় বাইরে না যাই। কারণ বাইরে বিপদের সম্ভাবনা আছে। আমারও মন তাই বলতো।

* * *

আমাদের বাসায় বাবার টেপ আনা এবং বাজিয়ে শোনার কয়েক সপ্তাহ পর, বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি এক বিকেলে নাসিমা খালার বাসায় গেলাম। তিনি শহরেই বাস করতেন। তিনি নিজে আমাকে নিতে এসেছিলেন এবং ঐ রাতে তার বাসায় রয়ে গেলাম তিনি বারবার বলার কারণে। কিন্তু মা-বাবাকে জানাতে পারিনি যে আমি খালার বাসায় রাত কাটাবো। আমি জানতাম বাসায় ভীষণ উৎকণ্ঠা শুরু হবে। আমার বাবা আমার বাল্যকাল থেকে সব সময়েই বলতেন, দিনে তোমার আত্মীয়-স্বজনের বাসায় থাকতে পার কিন্তু রাতে অবশ্যই নিজের বাসায় ফিরবে। কিন্তু নাসিমা খালা বললেন—আগামীকাল তোমাকে যখন বাসায় দিয়ে আসব, তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলব।

পরদিন সকালে নাসিমা খালা আমাকে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। বাবা আমাকে খালার সামনেই চুমু খেলেন, বুঝলাম না তিনি রাগ করেছেন কিনা। বাবা নাসিমা খালাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথায় ছিলাম, খালা বললেন—আমার কাছেই। খালা চলে যাবার পর বাবা আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন আমি তার কথার অবাধ্য হলাম। তার গলার স্বর শান্ত ছিল।

আমি অস্পষ্ট স্বরে জবাব দিলাম—নাসিমা খালা বলেছিলেন : 'বুঝিয়ে বললে তোমার বাবা কিছু বলবে না।' আমার খুব লজ্জা হল। আমি, পায়ের দিকে চেয়ে রইলাম। বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারিনি।

'তুমি কি বোঝনা যে তুমি একটা দখলকৃত দেশে বাস করছে? এখন শোন, আমি তোমাকে এর পূর্বে একটা চড়ও মারিনি। তোমার এই অবাধ্যতার জন্য আমার কি করা উচিত, বল?'

www.BanglaBook.org

আমি চুপ করে থাকলাম। বাবাকে আমি কখনো এভাবে ক্রুদ্ধ হতে দেখেনি। আমি ছুটে নানীর কাছে পালাব কিনা চিন্তা করলাম, হয়তো নানী আমাকে রক্ষা করতে পারবে।

বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—বল আমার কি করা উচিত ?

কিছু বলার পূর্বেই একটা থাপ্পড় পড়লো আমার গালে। আমি মার খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। সাথে সাথে আর একটা চড় পড়লো অন্য গালে। উভয় গাল আমার লাল হয়ে গেল, কারণ তীব্র জ্বালা অনুভব করলাম।

কাঁদতে কাঁদতে যখন মায়ের খোঁজে রান্নাঘরে গেলাম, হাতের কাজ ফেলে মা আমাকে কোলে টেনে নিলো। তারপর আমাকে ছেড়ে বাবার সাথে তর্ক জুড়ে দিলো। মা বাবাকে বললো যে—আমি বাচ্চা মেয়ে, সে বুঝেছে যে তার ভুল হয়েছে, তবুও তাকে তোমার মারা উচিত হয়নি।

কিন্তু নানী উল্টো বললো। বললো—আমার শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল। বাবা ঠিক কাজই করেছেন। নানী বললো—রাস্তায় বোমা মেরে কেউ আমাকে উড়িয়ে দিলে তো কোন খোঁজ পাওয়া যেতো না। ঠিক হয়েছে শাস্তি দেওয়া। কারণ ভবিষ্যতে মনে থাকবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় অংশ

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—চার

আমার আষ্টম জন্মদিন পালনের পর, আমি শেষমেষ মা কোথায় যায় ও কী কাজ করে তার রহস্য ভেদ করলাম। মাকে কয়েক সপ্তাহ ধরে পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত ও ফ্যাকাসে দেখাতে লাগলো দিন দিন। তারপর একদিন সন্ধ্যায় মা টলতে টলতে বাড়িতে এসে ঘরেই পড়ে যেতে যেতে দেওয়াল ধরে সামলে নিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কার্পেটে পড়েই বেহুঁশ হয়ে গেল।

আমি রান্নাঘরে দৌড়ে কিছু লেমন বা অরেঞ্জ জুসের খোঁজে গেলাম। তারপর ইলেকট্রিক রড দিয়ে পানি গরম করে চিনি দিয়ে কালো চা তৈরি করলাম। এরপর মায়ের পাশে এসে বসলাম। এরই মধ্যে মা জ্ঞান ফিরে পেয়ে পায়ে ম্যাসেজ করতে শুরু করেছে আরাম পাওয়ার জন্য।

পরে যখন সন্ধ্যায় বিছানায় গেল মা, আমি তার পাশে শুলাম। মা আমাকে চুমু দিল, মাথার চুলে বিলি কেটে দিল, তারপর চুলে তেল ঘষতে লাগলো। মায়ের হাতের সোনার আংটির পরশ পেলাম আমার মাথায়। আমি তার দিকে চেয়ে অনেক দিনের পোষা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম—'মা, আজকে কোথায় গিয়েছিলে ? কেন তুমি আমার সাথে বাসায় থাক না ?'

এবার মা আর টালবাহানা করলো না। আমার দিকে দৃঢ় চোখ মেলে চাইলো। মায়ের চোখ বড় বড়, কালো। মা আমাকে এক প্রতিবেশীর কথা মনে করিয়ে দিল, এক মহিলা যে প্রায়ই আসতো অশ্রুভরা চোখে, কারণ তার স্বামী মারতো তাকে। মা বললো—'তুমি জানো যে এখানে এই কাবুলে স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের মাকে, অত্যাচার করে—এখানে মেয়েদের শুধু স্বামীরাই অত্যাচার করেনা, সৈন্যরাও করে। আমি এ অত্যাচারিত মেয়েদের দেখেছি, আমি তাদের ব্যথা অনুভব করেছি, আমি মনে করি, তাদের সাহায্য করা দরকার। তারপর অনেক মেয়ে আছে যারা স্বামীহারা হয়ে, কিম্বা জেলে আবদ্ধ দেখে মরিয়া হয়ে গেছে। তারা কোন অন্যায় করে নি, সরকারের বিরুদ্ধে কিছু প্রচারও করে নি, শুধু চেয়েছে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে।

জিজ্ঞাসা করলাম—আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি ?

মা আমার মাথায় তেল দেয়া বন্ধ করল। আমি মায়ের হাত ধরলাম যাতে মা তার কথা চালিয়ে যেতে পারে। মা বলল : এটা খুবই শক্ত। আমরা তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাজিশিয়ান নই। আমাদের মধ্যে আরো অনেকে আছে যারা দল বেঁধে কাজ করে এদের সাহায্য করে, দেশে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে। এই জন্য আমরা লিখে কাগজ তৈরি করি, হ্যান্ড বিল ছাড়ি। সকলকে জানাই যে এদেশে মানুষের নিজের ভবিষ্যৎ ভাবার অধিকার আছে, এবং তার জন্য আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, অহিংসভাবে, এই বুনো রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে, যারা আমাদের ক্রীতদাস বানাতে চায়।

মায়ের কথা শুনে আমি উদ্দীপ্ত হলাম। ক্বচিৎ মা-বাবা আমাকে সিনেমায় ছবি দেখাতে নিয়ে যেতেন। একবার ব্যারিকোট সিনেমা হলে একটি ছবিতে দেখলাম যে পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের সাথে বন্দুক যুদ্ধে প্রায় জিততো। আমি ভাবতাম সাথে বন্দুক থাকলে সমস্যার সমাধান হয় এবং ফিল্মের মত হিরোইন হতে গেলে, এ দুনিয়ায় আমারও বন্দুকের প্রয়োজন।

আমার মা আমার মাথার দুদিকে ছোট দুটো 'পিগ্‌টেল' করে চুঁটি ঝুলিয়ে দিল এবং লাল রং-এর ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে দিল। এই প্রথম "রাওয়া" (RAWA)-এর কথা জানতে পারলাম—'রাওয়া' হল রেভোলিউশনারি এসোসিয়েশন অব উইমেন অব আফগানিস্তান। মা বললো এই এসোসিয়েশন মাত্র কয়েক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কয়েকজন প্রফেসর, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র মিলে এ সংস্থা গঠন করেন। এটা গোপন সংস্থা এবং রাশিয়ান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সচেতন করছে দেশবাসীদের কাছে প্রচারপত্র বিলি করে।

আমি বললাম—মা, তুমি ধরা পড়লে তো বিপদ। আমার তো ভয় করছে!

মা আমার মাথায় টোকা দিয়ে বললো—পাগলি মেয়ে, ভয় কি ? এ কাজ খুব বিপজ্জনক নয়। আমি তো একা নই, অনেক মহিলা আছে, যারা আমার চেয়ে বেশি কাজ করে। এ অবস্থায় আমি কিভাবে ঘরে বসে থাকতে পারি ? যদি তুমি নির্যাতিত মেয়েদের সাহায্য না কর, তাহলে করবেটা কি ? কেউ করবে না।

এরপর মা আমাকে বিভিন্ন দেশের মেয়েদের গল্প শোনাল, যারা ফ্যাসিজম, রেসিজিম এবং অন্য দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে লড়েছে। এক আফগান মেয়ে মালালাই-এর সম্বন্ধে মা বললো, সে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে যখন তারা আফগানিস্তান আক্রমণ করার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিল। ১৮৮০ সালে মাইওয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ লড়াই হয়, আমাদের সৈন্যরা দেশের পতাকা ধরে এগিয়ে গেল, পতাকাধারী সৈন্যটি মারা পড়ে তখন মালালাই ছুটে গিয়ে পতাকা তুলে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে—

"মাতৃভূমি রক্ষার জন্য আমার প্রিয় ব্যক্তির রক্ত-ফোঁটা দিয়ে আমি আমার মুখে তিল তৈরি করবো।"

যাতে আরো ছিল বাগানের গোলাপও লজ্জা পাবে আমি যদি মাইওয়াও যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফিরি। আমি শপথ করছি, হে প্রিয় বন্ধু আমার তোমার জীবনের বাকি দিনগুলো লজ্জায় কাটবে না। অর্থাৎ সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রাণ নিয়ে ফিরবে না। তার প্রিয় ব্যক্তির জন্য সে-ও জীবন বলি দিয়ে আসবে। এখনো পর্যন্ত তার সেই কবিতা আফগান সৈন্যদের প্রেরণা যোগায় যুদ্ধক্ষেত্র।

মা আরো বললো যে, আমার বাবাও রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত আছে এবং মৌলবাদীদের বিরুদ্ধেও। কিন্তু তিনি 'রাওয়া'-এর সদস্য নন। কারণ, এটা শুধু মহিলাদের এসোসিয়েশন। কিন্তু তিনি অন্য গুপ্ত-সংস্থার একজন অংশীদার। আমাকে তিনি বলেন না কোন পার্টির হয়ে তিনি কাজ করছেন, এবং কি করছেন, স্বভাবত তিনি অল্প কথা বলেন। কিছু জিজ্ঞাসা করলে চুপ করে থাকেন—যদি জেদ করি—বলেন, 'এক বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলাম। বাবা আমাকেও এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি।

একটু রাত হলে মা আমাকে শুতে যাবার জন্য বললো। আর বললো—'আগামীকাল তোর নানীকে তার বিয়ে সমন্ধে জিজ্ঞাস করিস।' আমি ঘুমাতে গেলাম।

* * *

কিন্তু পরদিন সকালে আমার জন্য মায়ের অন্য প্লান ছিল। এই জন্য নানীকে তার বিয়ে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে দেরি হল। মা আমাকে হাম্মামে গোসল করার জন্য সাথে নিল। আমি যখন ছোট ছিলাম মা মাসে একবার কি দুবার, হাম্মামে গরম পানিতে গোসল করতে যেতো। শীতের সময় বাসায় পানি গরমের বন্দোবস্ত নেই।

সাথে কিছু কাপড়চোপড় ব্যাগে পুরে আমরা রওয়ানা হলাম। হাম্মাম হল গণগোসলখানা, মেয়েদের আলাদা হাম্মাম আছে। এখানে এসে কেউ গল্প করে, গোসলের সময় একে অন্যকে গা-ঘষতে সাহায্য করে। এখানে এসে গোসল করাটা আমার পছন্দ না কারণ, নগ্ন অবস্থায় অন্য মেয়েরা আমাকে দেখুক তা আমি চাইনা। অস্বস্তি লাগে।

মা একটি ছোট ঘর ভাড়া করলো আলাদাভাবে। এটা মা পছন্দ করে, কারণ এখানে সাধারণ হাম্মামের চেয়ে পানি গরম থাকে। আমরা নগ্ন হয়ে আমাদের কাপড়-চোপড় প্লাস্টিক ব্যাগে পুরে রাখলাম যাতে শুকনো থাকে, মা আমাকে একটা টুলে বসালো। আমার গায়ে পানি ঢেলে গা ঘষতে লাগলো একটা মোটা কাপড় দিয়ে। আমার শরীর লাল হয়ে জ্বালা করতে শুরু করল—আমি চিৎকার করে মাকে থামতে বললাম। কিন্তু মা আমাকে আমার শরীর থেকে তোলা ময়লা দেখিয়ে বলল : না ঘষলে, এই ময়লা উঠবে কি করে।

বাইরে করিডোরে মা টাওয়েল পরে অপেক্ষামাণ মহিলাদের সাথে কথা বলতে গেল, বোধ হয় অপেক্ষা করতে বলল। গোসল করার পর বাড়ি ফিরে আমি খুব ক্লান্ত বোধ করলাম। আমি শুনতে পেলাম নানী মাকে বলছে—তোমার সাবধান হওয়া উচিত। ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো ও বিপজ্জনক বোধ হচ্ছে। আমি খেয়াল না করেই ঘুমাতে গেলাম এবং তিন ঘণ্টা টানা ঘুমিয়ে রইলাম। আমি বুঝি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না, মহিলারা কেন হাম্মামে গিয়ে কি এমন মজা পায়। অনেক পরে বুঝতে পারলাম হাম্মান রাওয়া, সদস্যদের গোপন মিলনের উপযুক্ত স্থান, এবং কোন মহিলাই স্নানের জন্য আসা ছোট মেয়েদের প্যাস্টিক ব্যাগ খুলে দেখে না।

* * *

ঐদিন বিকালে আমি নানীর সাথে তার বিয়ের কথা বলার সময় পেলাম যখন নানী আমার জন্য চিনি ও ময়দা দিয়ে 'হালুয়া' তৈরি করছিল। হালুয়ার ঘি, চিনি ও ময়দা মিশ্রণে সারা বাড়িটা সুগন্ধে মৌ মৌ করে উঠলো। আমি নানীকে চা তৈরি করতে সাহায্য করলাম। এই ফাঁকে নানী তার বিবাহ সম্বন্ধে—অর্থাৎ কনে ও বর পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে বিয়ের ঘটনা বলে গেল, এবং পরে তার ওপর যে মসিবত নেমে এসেছিল সে কথাও বলতে ভুললো না। নানী বললো—তোমার 'নানার (স্বামী উচ্চারণ করে নি) সাথে কখনো তোমার দেখা হয়নি, কারণ তোমার জন্মের পূর্বেই নানার মৃত্যু হয়েছিল। আমার বাবা কাবুলের এক মসজিদের মোল্লা ছিলেন। তিনি এসে আমাকে বললেন—'তোমাকে এই লোকটিকে বিয়ে করতে হবে।' তখন আমার বয়স মাত্র তের বছর, লোকটিকে আমি পূর্বে কখনো দেখিনি। আমার বাবা আমাকে কখনো বলেন নি, সেই লোকটার সাথে কোথায় দেখা হয়েছিল, সম্ভবত মসজিদেই হবে। মনে হয় আমার বাবা তাকে পছন্দ করেছিলেন। তোমার নানার অনেকের থেকে টাকা-কড়ি বেশি ছিল। তোমার নানার সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলা হয় নি। আমার বিয়ের দিন তাকে প্রথম একঝলক দেখলাম। এমনকি এনগেজমেন্টের দিন পার্টির সময়ও আমাকে দেখতে দেয়া হয়নি।

নানার পরিবারের লোকজন উপহার সামগ্রী ও কেক নানীর বাসায় নিয়ে এসেছিল, কিন্তু নারী-পুরুষদের মিশ্র মেলামেশা সেই উৎসবে হয়নি, তাদের জন্য আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত ছিল। পুরুষদের প্রথমেই খাওয়ার নিয়ম ছিল, তাদের খাওয়ার পর ঝুটা বাসনপত্র ও সবকিছু পরিষ্কার করার পর খাদ্যের কিছু বাঁচলে মেয়েরা খেতে পারতো।

দু'মাস পর নানী নানাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেল এবং সেই প্রথম দেখা। নানীর চেয়ে নানা প্রায় বারো বছরের বড় হবে। বিয়ের পর রাতে বাসর ঘরে নানা নানীর প্রতি বেশ সদয় ব্যবহার করেন। তিনি দেখতে সুপুরুষ এবং সদাশয় ব্যক্তি। এরপর দেখতে দেখতে চার বছরের মধ্যে নানী তিনবার সন্তানের জন্ম দেয়। শেষে নানা প্রথাগতভাবে বেশ স্বার্থপর ও সংরক্ষণশীল হয়ে গেলেন, এবং দুর্ব্যবহার করতে শুরু করলেন। নানী বলল, কালো এবং দামি খাবার পছন্দ করতেন তোমার নানা। প্রত্যেক দিন সকালে ডিমের পোচ ও এক গ্লাস দুধ পান করতেন আর নানী একটু রুটি দিয়ে চা পান করতো সকালের ব্রেকফাস্টে। নানা সন্তানের কথা চিন্তা করতেন না, তারা খেলো কি না খেলো, দেখতেনও না। সন্তানরা কেমনভাবে বেড়ে উঠছে কোনদিন চিন্তা করেননি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নানী যখন বললো যে তোমার নানা তাকে মারতে শুরু করলেন। তখন জিজ্ঞাসা করলাম তার কারণ কি? আমার মনে হল নানী হয়তো কোন দোষ করে থাকবে। কিন্তু নানী বললো : 'না, কোন দোষ নয়, অন্য কারণ ছিল। তোমার নানা হৃদয়হীন ছিল। এক গাদা বন্ধুবান্ধব ঘরে নিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি করতে বলতেন এবং অনেক খাবার, সুস্বাদু খাবার। একবার আমি তাকে বলেছিলাম—আমি খুব ক্লান্ত; আমি তোমার চাকরানী হলেও মানুষ তো ? যখন তখন যেটা সেটা চাইলে, সহসা পাওয়া যায় না, তাছাড়া এক সাথে এতো মানুষের জন্য প্লেট ও বাসনপত্র নেই যে সব একসাথে খাবে, আমি একথা তার বন্ধুদের সামনেই বলি। তারপর সে রেগে তার ভারি বুটজুতো দিয়ে বন্ধুদের সামনেই আমাকে পেটাতে শুরু করে।

: তার বন্ধুরা কিছু বলেনি ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

: না, কিছুই না। স্ত্রীকে মারধোর করাটা তাদের কাছে কোন ব্যাপারই না, সাধারণ জিনিস। তারাও তাদের স্ত্রীকে পেটাতো এবং কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতো না। অনেকে গর্ভবতী স্ত্রীদেরও পেটাই করতে ছাড়াতো না। আমাকে বুট জুতা দিয়ে পেটানোর পর সে আদেশ দিল প্রতিবেশীদের কাছ থেকে প্লেট এনে খাবার দিতে। বিকালে, তার বন্ধুরা চলে গেলে, সে আবার আমাকে মারধোর করলো। চিৎকার করে বললো—'কেন তুমি বন্ধুদের সামনে বললে যে ঘরে প্লেট নেই ?' ঐ রাতে যখন আমি কাপড় খুলেছিলাম, দেখলাম সারা শরীরে লাল লাল দাগ হয়ে গেছে।

: তুমি তোমার মোল্লা বাবাকে কিছু বলোনি ?

: আমি কয়েকবার তার কাছে গিয়ে বলেছি, কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি বলেছেন—মানিয়ে চলতে।

: তোমার দোষ ছিল যে, কেন তুমি তার ঘর করেছো। তুমি তো পালাতে পারতে। কেন তা করোনি ?

: তুমি যত সহজে বললে, অতো সহজ নয়। আমি পালিয়ে গেলে বদনাম হতো। একজন স্বামী তার স্ত্রীর রক্ষক এবং যদি আমি তাকে তালাক দিতাম আমাকে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসতো না। মার খাওয়া সত্ত্বেও আমি তাকে সম্মান করেছি, ভালবেসেছি।

: নানা মরে যাওয়াতে তুমি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছ। আমি বললাম।

: ওকথা বলোনা, বেটি। তার মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। আল্লাহ তাকে নিয়েছে এবং নিশ্চয়ই একটা ভালো স্থানে রেখেছে।

নানী যদিও 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' করতো, কিন্তু আমাকে কোনদিনই তার মত ধর্ম-কর্ম করতে বলেনি। আমাকে সব সময় বলতো আমার জীবনের সব সমস্যা আল্লাহ সমাধান করে দেবে। রমজানের সময় নানী রোজা রাখতো, কিন্তু আমাকে বলতো বাচ্চাদের জন্য রোজা ফরজ নয়। সে দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তো, কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলতো শুধু নামাজ পড়লেই মুসলমান হওয়া যায় না। নানী বলতো গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করা নামাজ পড়ার চেয়ে অধিক পুণ্যের কাজ। সে যাই হোক একমাত্র আল্লাহই জানে তুমি ভালো মুসলিম কিনা। কেউ দাবি করতে পারে না।

আমরা যখনই তার স্বামীর প্রসঙ্গ আলোচনা করতাম নানী বলতো, তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। আমি শুনতাম অন্য বুড়ি মানুষের মুখে যে তাদের স্বামীরাও তাদের পেটাতো, কিন্তু তারা মেনে নিয়েছে, এই বলে যে তাদের সে অধিকার আছে। এটা নিয়তির ব্যাপার, মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু নানী বলতো—'আমাদের প্রজন্মের মেয়েদের অবস্থা ভিন্ন। আমরা যে অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেছি, তোমাদের সেটা সহ্য করা ঠিক হবে না। এটা অমানুষিক। আমি এখন বুঝি যে, সে অবস্থা মেনে নেয়াতে আমি ভুল করেছি। তোমার ভালো শিক্ষা নেয়া, পড়াশোনা করা উচিত। পুরুষের সামনে কথা বলতে লজ্জা করবে না। তোমার মতামত প্রকাশ করবে। তোমার ওপর পুরুষে ক্ষমতা দেখাবে, কর্তৃত্ব করবে, সেটা হতে দিও না। তুমি যাকে স্বামী রূপে গ্রহণ করবে, অবশ্য তাকে বিদ্বান হতে হবে, মূর্খ হলে চলবে না। এবং তাকে শপথ করিয়ে নিও যে, সে মেয়েদের সম্মান দেখাবে, নিকৃষ্ট ভাববে না।

* * *

ঐ সময় থেকে আমার একটাই উচ্চাশা ছিল যে আমি মায়ের বইপত্র পড়াশোনা করে বুঝবো এবং যাতে আমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি তার চেষ্টা করবো। আমার মা-বাবা রাজনীতি আলোচনা করলে আমি বিরক্তবোধ করতাম। এখন আমি তাদের কাছে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাই। বুঝতে চাই। আমার বাবা-মা আমাকে রাশিয়ান কেজিবি ও আফগান গুপ্ত পুলিশ 'খাদ' সম্বন্ধে অবহিত করলেন, যারা হাজার হাজার আফগানকে ধরে নিয়ে অত্যাচার করতো।

আমার বাবা-মা বর্তমান আফগান সরকার সম্বন্ধে জানালেন যে তাদের রাশিয়ানরা প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তারা ওদের তাঁবেদারি করছে। একটা প্রবচনও চালু হয়ে গেল যে, রাশিয়ায় বৃষ্টি হলে আফগান সরকার ছাতা মেলে ধরে। তারা আমাকে এ-ও বললেন যে ভবিষ্যতে আমি দেশের জন্য কিছু করতে পারলে তারা খুশি হবেন।

১৯৮৬ সালে গর্বাচেভ, রাশিয়ার নতুন নেতা, আফগানিস্তান সম্বন্ধে বলছেন যে আফগানিস্তান রাশিয়ার জন্য 'রক্তঝরা ক্ষত', এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি শীঘ্র রাশিয়ান সেনাদের আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করবেন। তিনি আফগানিস্তানের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশের সাথে আর যুদ্ধ চালাবার জন্য অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদের অপচয় করতে চান না। আমার বাবা-মা এই ভাষণে সন্দেহবাদী ছিলেন। তারা মনে করলেন না যে রাশিয়া এতো শীঘ্রই এখান থেকে সেনাবাহিনী তুলে নেবে। তারা এখান থেকে চলে গেলে আফগানিস্তানের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান হবে না। রাশিয়ানরা চলে যাবার পর তাদের পক্ষ থেকে আফগান সরকারকে সাহায্য করার জন্য ক'জন বিশেষজ্ঞ রাখবে। পরে গর্বাচেভ মোহাম্মদ নাজিবুল্লাহকে তিন মাসের জন্য প্রেসিডেন্ট বানালেন আফগানিস্তানে, তার রক্তঝরা ক্ষতের ওপর ভাষণ দেয়ার পর।

আমি মায়ের গোপনীয় কাগজপত্র আমার ব্যাগে ভরে, মায়ের বন্ধুদের মাঝে বিতরণ শুরু করলাম। বাচ্চা মেয়ে হিসেবে আমার ব্যাগ খুলে কোন প্যাট্রোল পুলিশ দেখতো না, চেকও করতো না। যদি তারা সার্চ করে দেখতো, আমার বিরুদ্ধে করার কিছু ছিল না, আমি জানতাম আমার এতে কিছু হবে না। আমি শুধু মায়ের কথা চিন্তা করতাম, হয়তো তার বিপদ ঘটতে পারে। মায়ের গতিবিধি ও কাজের কথা আমি কাউকে—এমনকি আমার সহপাঠীদেরও বলতাম না। আমি শুধু মায়ের বন্ধুদের ছেলেমেয়ের সাথে মিশতাম এবং কথাবার্তা বলতাম। আমি আর মাকে কোনদিনই জিজ্ঞাসা করতাম না কেন সে আমাকে সময় দেয় না। আমি জানতাম যে তার ঘর থেকে বের হওয়াটা আমাকে সময় না দেয়ার থেকে বেশি প্রয়োজন। মা দেশের কাজে নিয়োজিত। কিন্তু আমার প্রতি তার স্নেহ ভালবাসার কমতি ছিল না। আমি তার কাজের জন্য এবং আমাকে উপেক্ষা করার জন্য কোন কিছু মনে করতাম না। আমার চেয়ে তার দেশের কাজ ছিল বেশি জরুরি।

আমি ঐ দিনগুলোকে স্মরণ করলাম যখন মা আমাকে তার কাজ সম্বন্ধে বলেছিল। আমি আমার বাল্যজীবনের শেষে সে সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে শিখলাম। আমি বুঝতাম যে, মা আমাকে চেয়েছিলো তার মত দেশপ্রেমী হতে। এবং মা আমাকে কখনো বলতো না তাকে বিপদের মধ্যে কাজ করতে হয়।

মা কখনো স্বীকার করে নি যে, তার কাজের মধ্যে বিপদের আভাস বিন্দুমাত্র আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—পাঁচ

১৯৮৯ আমার এগারো বছরে বয়সে রাশিয়ানরা শেষমেষ আফগানিস্তান থেকে চলে গেল, আর এটা ঘটলো তিন বছর পর যখন গর্বাচেভ বলেছিল আফগানিস্তান তাদের জন্য 'রক্তঝরা ক্ষত'—'ব্লিডিং উন্দ্র'। রাশিয়ানরা আফগানিস্তান ছেড়ে গেল সর্বমোট নয় বছর দখলে রাখার পর। ছয় লাখ সৈন্য রাখা সত্ত্বেও তারা এদেশে টিকতে পারলো না,—পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও শক্তিমান দেশের মধ্যে একটি হয়েও রাশিয়ানদের জন্য এটা কলঙ্ক স্বরূপ। আফগানিস্তানের প্রায় দশ লক্ষ মানুষ যুদ্ধে হত হয়েছে এবং প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে—উদ্বাস্তু সংখ্যাতত্ত্বে এই সংখ্যা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। আমরা জেনেছিলাম যে এ ক্ষত থেকে আরো রক্ত ঝরবে, কারণ রাশিয়ানরা আফগানিস্তান ত্যাগের পূর্বে সারা দেশে 'মাইন' পুঁতে রেখে গেছে।

রাশিয়ানরা চলে যাওয়ার পর আমাদের শান্তি ছিল না, আনন্দ করারও সময় ছিল না। আমি জানতাম যে আমার স্কুলে পড়াশোনা করার আর সুযোগ নেই। আফগান মৌলবাদী যোদ্ধারা নাজিবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলো তাকে উৎখাতের জন্য, শুরু হল জালালাবাদের ওপর আক্রমণ ও প্রাণহানি। কয়েক মাস পর মৌলবাদী মোল্লারা কাবুলের বিরুদ্ধে আঘাত হানলো; কাবুলে রকেট হামলা এমন গুরুতর হল, যা রাশিয়ানদের সময়েও হয়নি। নানী বলেছিল, বোম্বিং এমন হল যে, ধ্বংসের ওপর বিজয়ীদের উল্লাস করার কিছুই ছিল না—অর্থাৎ শহর শ্মশানের মত হয়েছিল।

১৯৯১ সালের প্রথম বোম্বিং হল আরো বেশি। এক সকালে দেখলাম নানী বাক্সে কাপড়-চোপড় গোছাচ্ছে। আমরা নিচের ঘরে নেমে গেলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি সেই অন্ধকার কুটিরে অবস্থান করেছি। আমরা যে মাটির নিচে সেলার করেছিলাম তার প্রবেশ দ্বারে বাগান ছিল। এটামাত্র একটা গুহার মত কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে ঢুকতে হত নিচে। সেলার থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাইরে বের করে দিয়ে আমরা বাস করার মত করে সেটাকে সাজালাম কার্পেট, কুশন ও তোষক ইত্যাদি দিয়ে, যাতে ঘুমানো যায়। কিন্তু তবু এর তলাটা ভেজা স্যাঁতসেঁতে ছিল। বেশ ঠাণ্ডাও ছিল, আর ছিল অন্ধকার। সেলারকে গরম রাখার জন্য কোন স্টোভ ছিল না। দেয়ালে রং করা সত্ত্বেও চটা উঠে গেল, আর তোষক ভেজা ভেজা হল মাটি স্যাঁতসেঁতে হওয়ার কারণে।

www.BanglaBook.org

বিরক্তিকর ব্যাপার। এই ভেজা অবস্থায় আমার কাশি হল, ড্যাম্পের জন্য। আমি বুঝলাম না, উপরে শোবার বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও এই সেলারে রাত কাটাতে হয় কেন? নানীর হাঁপানী রোগে বাড়লো সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করার জন্য, বাতে ধরলো দিন দিন, যার ব্যথা বাড়তে লাগলো। নানী আর নিচে থাকতে চাইলো না।

গরমের সময় সেলার আরো গরম হল। নিচে ঘুমানো অসম্ভব হয়ে গেল। তাই আমরা ওপরে বাগানের মুখে বিছানা নিয়ে শোবার বন্দোবস্ত করলাম। বড় মশারি টাঙানো হল, মশার কামড়ের ভয়ে। কিন্তু বোম্বিং শুরু হলে আমাদের নিচে নেমে যেতে হত।

নিচে যাবার জন্য নয়টি সিঁড়ি ছিল। আমি বাইরে আসতে পারতাম না। অনেক দিন সূর্যের মুখ দেখিনি। দিন না রাত বুঝতে পারতাম না। ইলেকট্রিক বাতি থাকলেও কারেন্ট চলে যেত, ঘন ঘন লোডশেডিং-এর জন্য। তখন মোমবাতি কাজে লাগতো। মাঝে মাঝে বাইরে আসতে হতো প্রকৃতির ডাকে, কিন্তু সাইরেন বাজলেই ভেতরে ছুটতে হত।

যখন আলো থাকতো আমি পড়াশোনা করতাম। বন্দুক ও ট্যাঙ্ক-সেনাদের ছবি আঁকতাম। যখন খুব অন্ধকার হত, নানীকে বলতাম গল্প বলতে। রান্নাবাড়ার কাজে নানীকে সাহায্য করতাম, মোমবাতির আলোতে আলু ছিলতে বসতাম। সন্ধ্যার সময় বিজলিবাতি থাকলে বিবিসি পার্সিয়ান সার্ভিস শুনতাম কিম্বা আফগানী গান শুনতাম রেডিওতে। আমাদের টেলিভিশন ছিল না।

একদিন শুনলাম আমাদের প্রতিবেশীর সব পরিবার সদস্য, বাবা, মা, সন্তানসহ সকলেই সরাসরি ট্রেঞ্চের উপর পড়ে মারা গেছে। প্রতিবেশীরা বললো, আমাদের রাস্তা থেকে অনেক দূরে ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনার পর আমি নানীকে বললাম—'এই নিচে অন্ধকার ঘরে থেকে কোন লাভ নেই। বোমা পড়লে যখন গর্তের মধ্যেও যায় মানুষ মারতে ওপর আর নিচে থাকা একই সমান। চল ওপরে যাওয়া যাক।'

ভেবেছিলাম নানীএ প্রস্তাবে রাজি হবে, কিন্তু হল না। বললো, এখানে থাকলে ভয় কম। সুতরাং থাকতে হল।

প্রতিবেশীদের পরিবার সদস্যদের মৃত্যুর সংবাদ শুনে আমার আর রাতে ঘুম আসতো না। ক্লান্ত শরীরে সারারাত জেগে থাকতাম। আমি বোকার মত ভাবতাম জাগ্রত অবস্থায় বোমা পড়লে ছুটে পালাতে পারবো আর যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে বোমা পড়লে কাউকে দেখতে পাবো না। কি বোকা ছিলাম আমি!

* * *

১৯৯২, ২৮ এপ্রিল। এই কালো দিনটা আমি কখনো ভুলব না। আমি নানীর সাথে সকালের নাস্তা করছি, তখন শুনলাম মৌলবাদীরা একাট্টা হয়ে কাবুল শহর দখল করেছে। রাশিয়ানরা চলে যাওয়ার পর আনন্দ তো হয়নি, তার বেশি চিন্তার বিষয় হল যখন নানী বললো, এবার দেশ ইবলিসদের হাতে পড়লো। মানুষের আরো দুর্দশা বাড়লো। এই সময় একটা জনপ্রিয় প্রবচন চালু হল "সাতজন গাধার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

(ডাংকি) হাত থেকে আমাদের বাঁচাও, গরু ফিরিয়ে দাও"। মুজাহিদের মধ্যে সাতটা গর্দভ ছিল, এবং গরু ছিল পুতুল সরকার।

পাহাড়ের রাইফেল, রকেটের শব্দ বন্ধ হল, কিন্তু আমি আবার বন্দী হলাম। আমি পূর্বে সেই ট্রেঞ্চে ছিলাম, এখন ঘরের মধ্যে আটক রইলাম। সপ্তাহে দু'বার মাত্র বাইরে যেতে পারতাম দোকানে কিম্বা আমার বন্ধু খোদেজার কাছে, কিন্তু বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারতাম না। আমাকে চেক পয়েন্ট থেকে দূরে থাকতে বলা হত, যখন রাস্তায় বের হতাম। মুজাহিদ সেনাদের জন্তুর মতো চোখ আর লম্বা দাড়ি। প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র তাদের অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতো, শুধু রাস্তার ধুলোর রং একরকম ছিল। রাস্তায় ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় নেই, তারা খেলাধুলা করতে পারে না। হাসতেও পারে না আগের মতো।

যে দোকানে আমাকে রাশিয়ান মেয়ে-সৈনিকটি চকলেট দিতে চেয়েছিল, সেটা ধ্বংস করা হয়েছে। ব্যারিকেট সিনেমা হলের একই অবস্থা। বোমা মেরে সবই ধূলিস্যাৎ করা হয়েছে। মিউজিয়ামটির লুটপাট হয়েছে, সমস্ত মূল্যবান স্ট্যাচুগুলো চুরি হয়ে গেছে।

রাশিয়ানরা যে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছিল এবং যেখানে আমার বাবা-মা লেখাপড়া করেছে, তা পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে, পুস্তক ও নথিপত্র সবই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। লাইব্রেরি ধ্বংস করা হয়েছে, আধুনিক ল্যাবরেটরি লুটপাট করা হয়েছে; কারণ এসব কম্যুনিস্ট রাশিয়ানদের অবদান। এ্যালকোহলের বোতলগুলো স্তূপীকৃত করে তার ওপরে ট্যাংক চালিয়ে গুঁড়ো করে দেয়া হয়।

রাস্তায় বোরখাধারী মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে গেল আগের চেয়ে। মনে হলো যেন, জিন্দা লাশ রাস্তায় চলাফেলা করছে। কাবুলে সুন্দরী মেয়েরা প্রসাধন করে না ও স্কার্ট পরে না। তারা রাস্তায় ভূতের মতো কালো বোরখা পরে বের হয়। এমনকি আমারও পোশাক বদলে গেল। নানী আমার জন্য ম্যাক্সি তৈরি করে দিল। নানী বললো, এসব পোশাক না পরলে মৌলবাদী মোল্লা সৈন্যরা মেয়েদের মারধর করে।

রেডিও ও টেলিভিশন থেকে মেয়েরা উধাও হয়ে গেল। ভাবলাম এবার 'রাওয়া'-এর কাজ নেভিয়ে পড়বে। এদের জন্য কাজ করা বেশ বিপজ্জনক হবে।

আমার জন্মদিনে অনেকগুলো উপহার পেয়েছিলাম, যার মধ্যে একটি ছোট লাল ছুরি ছিল। এটা শুধু খোলা এবং বন্ধ করা হতো। এই উপহারটি দিয়েছিল আমার নানী, একটি কাগজে মুড়ে এবং আমাকে চুমু খেয়ে বলেছিল, বেটি আমি দুঃখিত, এর বেশি কিছু দিতে পারলাম না। ওটা অনেকদিন ধরেই নানীর কাছে ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কখন স্কুলে যাব ? কিন্তু সে অসুস্থ থাকায় কোন জবাব দেয়নি।

আমি দেখতাম, মেয়েরা ইউনিফরম পরে স্কুলে যেত, কিন্তু এখন আর দেখিনা। এর বদলে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় দেখলাম ছেলেরা টুপি পরে মাদ্রাসায় যাচ্ছে। আমাকে নানী বললো, এরা মাদ্রাসায় গিয়ে জোরে জোরে কোরান পড়বে, আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সামনে পিছে দুলবে। এ ছেলেরাই পরে হাফেজ হয় এবং প্রফেট মোহাম্মদ (সা:)-এর জীবনী পড়ে, বিশ্বাস করে ও শরিয়া আইন মুখস্থ করে। মাদ্রাসার এক ছেলের মা নানীর কাছে অভিযোগ করেছিল যে তার ছেলে একদিনেই বদলে গেছে এবং তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে না। নানী বলেছিল, মাদ্রাসার কিছু মোল্লা আছে, যারা এ ছেলেদের সাথে অপরাধমূলক যৌন আচরণ করে। সে বলেছিল, এটা ঘোরতর পাপ। কারণ যেখানে কোরান, হাদিস পড়ানো হয় সেখানে এ ধরনের কর্ম হারাম, গর্হিত। আমি ধারণাই করতে পারিনি যে, কয়েক বছরের মধ্যেই এই 'তালিবান' (মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা) জগদ্বিখ্যাত হয়ে আমাদেরকে প্রস্তর যুগের দিকে ঠেলে দেবে।

পরবর্তী কয়েকমাস আমরা বলতে গেলে ঘরে বন্দি জীবন কাটালাম। আমার বাবা-মা আমাকে নানীর কাছে রেখে পূর্বের মতই জীবনযাপন করছিল। আমি পড়ার চেষ্টা করলেও নানীর কাছ থেকে মুজাহেদীন মৌলবাদীদের পাশবিকতার গল্প শুনে অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করতাম। কোন কারণ ছাড়াই লোকজনকে মেরে রাস্তায় ফেলে রাখা হত অথবা গুম করে দেয়া হত। আমি একটা চেক পয়েন্টের কথা জানতাম, যেখানে হাজরা উপজাতির একজন কমান্ডার মানুষের চোখের মণির একটা ঢিবি তৈরি করেছিল। পশ্তুন উপজাতিদের চোখগুলো থে বাটালি দিয়ে কেটে বের করে আনা হয়েছিল। হায়! আমার নিজস্ব উপজাতি! পশ্তুনরাও একই কাজ করা শুরু করেছিল এবং এটা একটা বর্বর প্রতিযোগিতায় রূপ নিয়েছিল। নানীর কয়েকবছর আগে বলা একটা গল্প আমার মনে পড়লো। পশ্তুন বাদশা হাজারা জনগোষ্ঠীর মাথা দিয়ে একটা টাওয়ার তৈরি করেছিল।

আমি শুনেছিলাম যে, হিজ্ব-ই-ওয়াহ্দাত মুজাহিদরা অনেক নারীকে একত্রিত করে বারিকোট সিনেমা হলে বন্দী করে রেখেছিল। তারা ঐসব নারীদের জোরপূর্বক নগ্ন করে রাখত এবং প্রতিরাতে গণধর্ষণ করত।

আমি একজন কমান্ডারের কথা শুনেছিলাম যে, জালালাবাদ ও কাবুলের প্রধান রাস্তায় অবস্থিত তার নিয়ন্ত্রিত চেকপোস্ট দিয়ে যাতায়াতকারীদেরকে সে প্রহার ও নির্যাতন করতো এবং নারীদের ধর্ষণ করতো। একদা সে একজন বয়োবৃদ্ধকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কাছে এখন কত টাকা আছে? বৃদ্ধ লোকটি উত্তর দিল, তার কাছে এক হাজার রুপি আছে। কমান্ডার বললো টাকাটা আমাকে দাও। বৃদ্ধ লোকটি কাকুতি করে বললো, কিন্তু আমার কাছে অন্য কোন টাকা-পয়সা নেই। আমাকে কাবুলে আমার পরিবারের কাছে যেতে হবে। ওখান থেকে আমাকে কিছু টাকা ফেরত দাও।

কমান্ডার ধমক দিয়ে বললো, তুমি আমার কথা শুনছোনা। তোমার আমাকে চেনা উচিত। সে বৃদ্ধ লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল এবং হাসতে হাসতে চাবুক মারতে শুরু করলো, যা সে প্রায়ই করে থাকে।

এই কমান্ডার সারা আফগানিস্তানে পরিচিতি পেয়েছিল তার একটা 'মানব-কুত্তা'-র জন্য। মানব কুত্তা ছিল একটা বন্য মানুষ, খুব নোংরা লম্বা চুল ও দাড়ি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যা ভর্তি ছিল উকুনে। শোনা যেত, মাসের পর মাস সে গোসল করতো না এবং কমান্ডার তাকে শৃঙ্খলিত করে রাখতো। কমান্ডার নির্দেশ দিলেই হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতো এবং আক্রান্তের গায়ে দাঁত বসিয়ে দিত।

যখন আমি দোকানের টেলিভিশন বা পত্রিকায় এই অশিক্ষিত দুষ্কৃতকারীদের ছবি দেখতাম, তখন মনে হতো তাদের হাত ও মুখে রক্ত লেগে আছে।

আমি শুনেছি যে, জয়-পিপাসু যুদ্ধংদেহী মুজাহেদীনরা মানুষ হত্যা করার একটি নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছে। তারা এর নাম দিয়েছিল 'মৃতদেহের নাচ'। সৈন্যরা সুনিপুণভাবে ধারালো ছোরা ঘোরাতো এবং বন্দীর ঘাড় কেটে দিত। তারপর রক্ত বন্ধ করার জন্য গরম তেল ঢেলে দিয়ে দেহকে মাটিতে ফেলে দিত। তখন দেহটি মৃত্যু পর্যন্ত তড়পাতে থাকতো। মুজাহেদীনরা এর মধ্যে পাশবিক বিনোদন খুঁজে পেত। এটা দেখে তারা এমনই মজা পেত যে দেহটি নিশ্চল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তারাও নাচতে থাকতো।

১৯৯২ সালে একদিন কিছু সৈন্য সন্তান প্রসবার্থে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে গমনকালে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে আটকায়। বন্দুকের মুখে তারা তাকে ট্যাক্সি থেকে নামতে বাধ্য করে। তারা তাকে বলে যে পূর্বে তারা কখনো জরায়ুর বাইরে কোন ভ্রূণ দেখেনি। এবার দেখতে চায়। অতঃপর তারা তাকে ধর্ষণ করে। পেট চিরে দেয়। তার মৃত্যুর বেশ কয়েকদিন পর পর্যন্তও বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া পাকস্থলীসহ তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। আফগান মুজাহেদীনরা অন্ধ লোকদের চোখে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরতো বা ছয় ইঞ্চি পেরেক তাদের মগজে ঢুকিয়ে হত্যা করতো।

এরা আমাদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে রাখতে চাইতো। নিরাপত্তার জন্য আমাদের কোথাও যাবার স্থান ছিল না; কোন আইন, ন্যায়বিচার কিছুই ছিল না। নতুন সরকার এ ধরনের অত্যাচারকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছিল। তাদের মতে, এতে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা হবে। এ সরকার এতো বেশি শাস্তির ব্যবস্থা করলো যা রাশিয়ানরাও করেনি। হাত বা পা কেটে ফেলা, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চাবুক বা পাথর মারা, এইসব ছিল তাদের চালুকৃত শাস্তির বিধানসমূহ। পূর্ববর্তী সরকারের বন্দীকৃত রাজবন্দীদের সেল হতে মুক্ত করা হয়েছিল। সে সেলগুলো আবার ভর্তি হয়ে গেল বর্তমান সরকারের সমালোচনাকারীদের দ্বারা। নতুন বন্দীদের এমন নির্যাতন করা হতো যে, প্রায়শঃই তাদের মৃত্যু ঘটত। সরকার খুনের আসামীদের জনসমক্ষে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করার রীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছিল।

পুনরায় আবার বোমাবর্ষণ শুরু হলো। ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে এক মুজাহেদীন গোষ্ঠী কাবুলে বৃষ্টির মতো শেল নিক্ষেপ করায় প্রায় দুই হাজার নিরীহ লোক প্রাণ হারায়।

আমি নানীকে বললাম এসব মুজাহেদীনরা নিশ্চয়ই কাবুল চিড়িয়াখানা থেকে বের হয়ে এসেছে। নানী বললো, 'না—এদের জন্তুর সাথে তুলনা করো না। জন্তুরা নিষ্পাপ। তারা এসব হীন পাপীদের মতো পাপ কাজ কখনো করে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—ছয়

বাবার সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে। বাবা বাঁকা হয়ে আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার গালে চুমো দিয়েছিলেন। আমি আমার গালে তার কয়েকদিন আগে ছাঁটানো দাড়ির খোঁচা অনুভব করেছিলাম। অতঃপর তিনি কোট ও জুতা পরে পরে দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন।

প্রথমে আমাকে বলা হয়েছিল যে, তিনি কাজে গেছেন এবং কয়েকদিন নাও ফিরতে পারেন। কয়েকদিন পরও যখন তিনি বাড়ি ফিরলেন না, তখন মনে হলো তিনি বোধহয় কয়েক সপ্তাহ পর ফিরবেন। কিন্তু কিছুদিন পর আমার মা ও নানীর চোখের পানি দেখে আমি অনুমান করলাম এগুলো সবই ছিল মিথ্যা। আমি বহুবার ভেবেছি বাবা দেরি করেই ফিরুক, কারণ তখনো আমি তার দেয়া বাড়ির কাজ শেষ করিনি। কিন্তু তখন অপেক্ষাটা অনেক দীর্ঘ মনে হচ্ছিল এবং বাবার অনুপস্থিতি কামনা করার জন্য নিজেকে অপরাধী লাগছিল।

মা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়াতো এবং গোপনে বাবার জন্য কান্নাকাটি করতো। কিন্তু আমি জানতাম, সে বাবার জন্য সর্বদাই কাঁদছে। আমি নানীর সাথে ঘুমানো বাদ দিয়ে মার সাথে ঘুমানো শুরু করলাম। শেষ রাতের দিকে আমি ঘুমিয়ে গেছি নিশ্চিত হয়ে সে শরীর কাঁপিয়ে ফুলে ফুলে কান্না শুরু করতো। আমি ঘুমানোর ভান করে পড়ে থাকতাম, আমি চাইতাম না যে, সে জানুক আমি লুকিয়ে তার কান্না দেখছি। আমি আর তার গায়ে সুগন্ধির গন্ধ পেতাম না। সে ওটা ব্যবহার করা বন্ধ করেছিল।

বেশ কিছুদিন যাবৎ আমরা আর আগের মত একসাথে খেতে বসতাম না। মাঝে মাঝে মা বা নানী আমাকে খাওয়ানোর কথা ভুলে যেত এবং আমি নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে খেয়ে নিতাম। তারা দুজন নিজেদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। তারা একটা ব্যাপারে একমত ছিল যে, বাবার ব্যাপারে তারা উভয়েই আমাকে এড়িয়ে চলতো। আমাদের বাসায় কেউ বেড়াতে আসতো না। সম্ভবত এই কারণে তারা আমাকে রক্ষা করতে চাইতো। কোন আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে দেখা করতে আসতো না। আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হতো বাবার কি হয়েছে। তাকে কি বন্দী করা হয়েছে ? তিনি কি আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে গেছেন ? তিনি কি অসুস্থ অবস্থায় কোন হাসপাতালে আছেন ? তিনি কি মরে গেছেন ? আমার মনে

www.BanglaBook.org

হলো আমি বুঝতে পারছি তার কি হয়েছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম না। আমি বুঝতে পারলাম যাই হোক আমার এ ব্যাপারে আলোচনা করা ঠিক হবে না। আমাকে কোনকিছু না বলার তাদের এই সিদ্ধান্তকে আমি শ্রদ্ধা করতাম।

আমরা কেউই বাবার পড়ার ঘরে প্রবেশ করতাম না, বইগুলো সেল্‌ফেই থাকতো, দিনের পর দিন বইয়ের পাতা খোলা হতো না। আমি জানতাম আর কখনো আমার মাথা বাবার করস্পর্শ পাবে না বা ঘুড়ি ওড়াতে সাহায্য করতেও তিনি আর আসবেন না।

নানীর স্বামীর মৃত্যুর পর সে যে অর্থ পেয়েছিল আমরা তা দিয়েই চলছিলাম। মা যতোক্ষণ বাসায় থাকতো ততোক্ষণ আমি নানীর রুমে না গিয়ে মায়ের সাথেই থাকতাম, সচরাচর যদিও আমি নানীর রুমে সময় কাটাতাম। কারণ, আমি মাকে বোঝাতে চাইতাম যে, সে একা নয়, আমি সাথে আছি। মায়ের আমার সাথে শিশুসুলভ খেলাধুলা করার ধৈর্য ছিল না। তার নিজের কাজ চালিয়ে যেতে হতো। কিন্তু সে আমাকে তার সাথে রাখা শুরু করলো। কিছু কমিটি মিটিং-এ আমি তার সাথে ছিলাম। কিন্তু এক মিটিং-এ আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে শোনা কথা বারবার বলায় সে আর আমাকে সাথে নেয়নি।

* * *

বাবার অন্তর্ধানের কিছুদিন পর মাও অন্তর্হিত হয়, আমি তখন কাবুলে ছিলাম না। আমি জালালাবাদের কাছে এক ছোট শহরে শায়মা নামের আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। শায়মা ও তার পরিবারের সবাই আমার আনন্দের ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু আমার বারবার মায়ের কথা মনে পড়ত। আমি রাতের বেলায় তার কথা চিন্তা করে ভয় পেতাম ও জেগে থাকতাম। আমি কল্পনায় তাকে অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখতাম ও তার সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতাম। আমার আরো মনে পড়লো, বাবা কখনো আমার দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে কাটানো পছন্দ করতেন না। শায়মা ও তার বাবা-মা আমাকে আরো কয়েকদিন থেকে যেতে বললো, কিন্তু চারদিন পরই আমি কাবুলে বাসায় মায়ের কাছে ফিরে আসার জন্য উতলা হয়ে পড়লাম।

কিন্তু যখন আমি বাসায় ফিরলাম, আমাদের বাসা আমার কাছে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম মনে হলো।

নানী তখন বিছানায় শুয়ে ছিল। তাকে অসুস্থ দেখাচ্ছিল। মাথা ব্যথা করলে সে যেমন মাথার চারপাশে ঘিরে স্কার্ফ বাঁধে তেমন স্কার্ফ বেঁধে শুয়েছিল। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম, সেগুলো লাল হয়েছিল। সে কাঁদছিল।

সে আমাকে কোনকিছু জিজ্ঞাসা করার সময় দিল না। আমাকে ইশারায় কাছে ডাকলো। আমার দিকে কাত হয়ে আমার গালে হাত রাখলো। তার হাতদুটো আগুনের মত গরম ছিল। তার জ্বর হয়েছিল। সে আমাকে টেনে খাটের কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিল এবং আমার চোখে, মাথার ওপর ও হাতে চুমো দিল। অতঃপর সে আমাকে বুকে টেনে নিল ও গভীরভাবে আলিঙ্গন করে রাখলো।

তার বুকে আমার মাথা ডুবে গেল। পুনরায় তাকে কাঁদতে কাঁদতে বলতে শুনলাম, 'বেটি, এখন তোর কি হবে।'

তার বুক হাত মাথা উঠিয়ে উদ্বিগ্নতার সাথে চিৎকার করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে, আমাকে বল কি হয়েছে?'

কিন্তু এর উত্তরে সে আরো জোরে জোরে কেঁদে উঠলো। অতঃপর সে বললো, 'তোর মা, তোর মা'। আমি পালিয়ে নিজ রুমে চলে আসলাম, একা থাকার জন্য।

আমি বাড়ি ফিরে আসার পরেরদিন আমি যখন নানীকে জিজ্ঞেস করলাম যে মা কোথায় গেছে, সে কোন উত্তর দেয়নি। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এ অবস্থায় চলতে থাকলো। এরপর আমি হয়তো তাকে আর দুই কি তিনবার মার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি অবশ্য তার কাছে উত্তর পাবার আশা করতাম না।

আমি নিজ রুমে বন্দী হয়ে থাকলাম। বাড়িতে বেড়াতে আসা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানালাম। তোদের দুঃখ প্রকাশ ও সমবেদনা জানানোর প্রথাগত রীতির মুখোমুখি হতে আমার মোটেই ইচ্ছে করেনি।

আমি হয় বিছানায় ঠেস মেরে কুঁজো হয়ে শুয়ে থাকতাম নয় রোবটের মতো রুমের মধ্যে ঘুরে বেড়াতাম। আমি মায়ের টেবিলে পারফিউমের শিশিগুলো দেখতাম, এবং মনে করতাম আর কখনোই মার গা থেকে এদের সুবাস পাব না। স্বর্ণের এনগেজমেন্ট আংটি পরা হাতে সে আর কখনোই আমার মাথায় তেল মেখে দেবে না।

আমার নিজেকে সর্বহারা মনে হলো। আমি তখনো বাবা-মার স্মিত হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখতাম, কল্পনায়। কোমলতা ও ভালোবাসা নিয়ে তারা আমার দিকে পূর্বের মতো তাকিয়ে থাকতো। আমার ইচ্ছে করতো অনেক অনেক সময় ধরে তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। বাবা-মার স্মৃতি, তাদের সাথে কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা, বাবার আমার বাড়ির কাজ নিয়ে বসা, সবই আমার কাছে ধীরে ধীরে স্মৃতি হিসেবে বাসা বাঁধলো, এগুলো সিনেমার গল্পের মতো মনে হতো।

আমি বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লেখা শুরু করলাম, কিন্তু কয়েক লাইন লেখার পরই আমি তা বাতিল করতাম ও পাতা ছিঁড়ে ফেলতাম। গান শোনার জন্য ক্যাসেট চালালেও আমি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তা বন্ধ করে দিতাম।

আমার মনে হলো আমি বাবা-মাকে আমার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতাম। আমার মাথায় আত্মহত্যার চিন্তা আসলো। আমি অনেক মায়ের

www.BanglaBook.org

গল্প শুনেছিলাম, যারা পরিবার হারানোর পর বা ধর্ষিত হবার পর আত্মহত্যা করেছিল। আমার মনে হয়েছিল, বর্তমান পরিস্থিতি হতে নিষ্কৃতি পেতে আত্মহত্যা সবচেয়ে সহজ পথ। এতে করে যুদ্ধ, মুজাহেদীন, হত্যাযজ্ঞ, সবকিছুই এড়ানো যাবে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর এ ধরনের চিন্তা করার জন্য আমি নিজেই লজ্জিত হলাম। এ পৃথিবী ছেড়ে যাবার মতো বয়স আমার কখনো হয়নি, আমার অনেক কিছু করার আছে। আমার পিতামাতা অন্তর্হিত হয়েছে। আত্মহত্যা দুর্বলতার প্রতীক। আমার চিন্তাভাবনা তাদের শিক্ষার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আমি সবকিছু ছুড়ে ফেলে দিলাম/ঝেড়ে ফেললাম।

আমি শুধু RAWA হতে আগত মায়ের বন্ধুদের সাথে দেখা করতাম। তারা আমার সাথে টুকটাক আলোচনা করতো এবং আমি তাতে শান্তি পেতাম। তারা আমার ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করত 'আমরা দুঃখিত'—এ জাতীয় ফাঁপা বুলি আওড়াতো। তারা আমাকে বলতো যে, যদিও আমি আমার মাকে হারিয়েছি, তারা আমাকে মায়ের মতই সাহায্য-সহযোগিতা করে যাবে। তারা আমার বোঝার জন্য বলতো, আমার সাথে ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আছে কিন্তু অনেক মেয়েই সবাইকেই হারিয়েছে। এমনকি তাদের অনেকের পিতামাতার লাশ কবর দেবার লোকও অবশিষ্ট ছিল না। তারা আমাকে অন্যান্যদের দুর্দশার কথা মনে করতে বলতো যাতে আমি পিতামাতা হারানোর শোককে শক্তিকে রূপান্তরিত করতে পারি। এজন্য তাদের এ ধরনের প্রেসারের জন্য আমি তাদের শ্রদ্ধা করতাম। তারা নানীকে দেখাশোনা করতো এবং আমাদের জন্য নিয়মিত খাবারের ব্যবস্থা করতো।

আমার বাবা-মার মৃত্যুর দীর্ঘদিন পর আমি জানতে পারি যে, মৌলবাদী মুজাহেদীন যুদ্ধবাজদের নির্দেশে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। এভাবে আরো হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আমি কি জানি বা কখন তাদের মৃত্যু হয়েছে এ সম্পর্কে আমি কি জানি তা আমি বলতে পারতাম না। কারণ তা আমার জন্য খুবই বিপদজ্জনক ছিল। তাদের মৃতদেহ আমাদের কাছে ফেরত দেয়া হয়নি। তাদের মৃত্যুর জন্য কোন শেষকৃত্যানুষ্ঠানও হয়নি। নানী বলেছিল, যুদ্ধবাজরা আমাদের নিকট হতে শুধু দুটি জীবনই ছিনিয়ে নেয়নি, দুটি কবরও ছিনিয়ে নিয়েছিল যেখানে গিয়ে আমরা তাদের জন্য বিলাপ করতে পারতাম। আজ পর্যন্তও আমি কোন কবরস্থানে গিয়ে পিতামাতার কথা স্মরণ করে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারিনা।

তাদের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার কদিন পরেই এক রাতে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে, শুধু আমার পিতামাতা নয় অন্যায়ভাবে মুজাহেদীনরা যত লোককে হত্যা করেছে তাদের সকলের হত্যার বদলা নেব। এ দুর্ভাগারা জানতইনা যে কি অপরাধে তাদের হত্যা করা হচ্ছে। কলানানিকভ রাইফেল নিয়ে তাদের হত্যার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বদলা নেবার ইচ্ছা আমার ছিল না বরং মা যে পথে কাজ করত তাই আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হলো।

* * *

খাদিজা আমাদের বাড়িতে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কিছু শুনেছো ?' এর চেয়ে খারাপ কিছু আমি আর ভাবতে পারি না। তার পরনে একটি স্কার্ফ ছিল আর চোখে ছিল ভয়।

১৯৯২ সালে মুজাহেদীনরা কাবুলের দখল নিয়ে নেবার কয়েক মাস পরের এক বসন্তকালের ঘটনা। স্কার্ফ না খুলেই সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আমাকে টেনে নিয়ে আমার শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, আমার ঘরময় পায়চারি করতে করতে বলে গেল, ধীরে ধীরে তার পুরো কথা আমার কাছে স্পাই হয়ে উঠল। বন্দুকধারী সহকারীদের নিয়ে এক মুজাহেদীন কমান্ডার গতকাল মধ্য রাতে নাহিদ নামের আঠার বছরের এক বালিকাদের বাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে। সে কাবুলের পূর্বে আমাদের চেয়ে ধনী এলাকা মাইক্রোরায়নে এক ফ্ল্যাটবাড়িতে বাস করতো। তার বাবা ছিল দোকানদার। তারা সম্ভবত তাদের নিয়োগকৃত গুপ্তচর হিসেবে কাজ করা এক বৃদ্ধা ভিক্ষুকের নিকট হতে নাহিদের খবর জেনেছিল।

তারা দাবি করেছিল যে, নাহিদের বাবা তাকে যেকোন একজন সৈন্যের নিকট বিয়ে দিতে সম্মত আছে কিনা। কিন্তু তার পিতা তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সে তাদের অবিলম্বে তার বাড়ি ত্যাগ করতে বলে। মধ্যরাতে দরজা ভেঙে বাড়িতে প্রবেশ করায় সে তাদের শাসায়। ঐ সৈন্যের পিতামাতাকে তার নিকট পাঠাতে বলে, যদি নাহিদ রাজি থাকে তাহলে ঐ সৈন্যের নিকট তার বিয়ে দেবার কথাও বলে।

কিন্তু তার কথামতো সৈন্যরা চলে না গিয়ে নাহিদকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু দুর্ভাগা নাহিদ পাঁচতলার ব্যালকনি থেকে নিজেকে হাওয়ায় নিক্ষেপ করার সময়টুকু পেয়ে গিয়েছিল ও ব্যবহার করেছিল।

খাদিজা কথা শেষ করে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। তুমি বুঝতে পারছো ? তারা নাহিদকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল ও নাহিদ উপায়ান্তর না দেখে আত্মহত্যা করে।" আমি লক্ষ করলাম সে 'ধর্ষণ' শব্দটি ব্যবহারের দুঃসাহস দেখালো না।

'তুমি জানো এর অর্থ কি ?' সে চালিয়ে গেল, 'আমাদের নিয়মিত বোরখা পরতে হবে। আমরা আর আগের মত বাইরে বেরোতে পারবো না। এটা খুবই বিপজ্জনক। এমনকি নিজেদের বাড়িতেও আমরা আর নিরাপদ নই। যেকোন সময় মুজাহেদীনরা কলাশনিকভের আঘাতে আমাদের দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করবে এবং আমাদের উঠিয়ে নিয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি তার মুখে এসব বর্ণনা শুনে এতই মুষড়ে পড়েছিলাম যে, 'তুমি আমাকে এসব বলছ কেন ? আমি কি করতে পারি।' বলা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর খুঁজে পাইনি।

'আমি কার কাছে এসব বয়ান করছি ? তোমার কি মনে হয় আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে এসব বলব ?' সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় ঘুরে দাঁড়াল। অতপর সে শক্তভাবে আমাকে আলিঙ্গন করলো ও 'আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে।' বলে চলে গেল।

আমি নানীর খোঁজে গেলাম ও তাকে রান্নাঘরে ভাত রান্না করতে দেখলাম। খাদিজার কাছে শোনা ঘটনা তার নিকট বয়ান করলাম। তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লো ও দ্রুত আল্লাহর নাম জপতে লাগলো। আমি এত ব্যাগ্রভাবে তাকে পূর্বে কখনো প্রার্থনা করতে শুনিনি। তার প্রার্থনা শেষ হলে সে আমাকে বললো, 'তার মানে হলো, আমরা কেয়ামতের কাছাকাছি এসে দাড়িয়েছি।'

আমি এ ধরনের শব্দ পূর্বে কখনো না শোনায় আশ্চার্যান্বিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেয়ামত কি ?'

সে বললো, 'এটা হলো সেই দিন যেদিন সবাইকে আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তুমি জীবনে কি ভালো আর কি মন্দ কাজ করেছো তা আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে। অতঃপর তিনি বিবেচনা করবেন তুমি বেহেশ্‌ত নাকি দোজখবাসী হবে। বেহেশ্‌তে দুধের নহর হয়ে যাবে, প্রচুর সুস্বাদু ফলমূলের গাছ থাকবে এবং তুমি যা ইচ্ছা তাই খেতে বা পান করতে পারবে। এমনকি তোমাকে এসব চাইতেও হবে না। তুমি যা চাও তা চিন্তা করলেই তা তোমার সামনে এসে হাজির হবে।'

এবং দোযখে কি হয় ?—আমার প্রশ্নে সে বললো—'সেখানে আগুন আর আগুন এবং দু'ধরনের কষ্ট : হয় তুমি পুড়ে খুব দ্রুত মৃত্যুবরণ করবে, নয়তো দীর্ঘ সময় ধরে তুমি অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকবে। দুষ্ট ব্যক্তিদেরকে এখানে কাঁটার ওপর আসন গ্রহণে বাধ্য করা হবে। সামান্য সেঁকা রুটি খেতে দেয়া হবে, কিন্তু পানি পান করতে দেয়া হবে না।'

'নাহিদ আত্মহত্যা করেছে, যা একটা পাপ হিসেবে বিবেচিত, কিন্তু সে এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল সতীত্বের ওপর হুমকি চলে আসায়। তাই মহান আল্লাহপাক তাকে মাফ করবে ইনশাল্লাহ্।' নানী আমাকে বললো।

সে আমাকে বললো যে বেহেশতে যেতে হলে আমাকে সৎ ও দয়ালু হতে হবে, দরিদ্রদের সাহায্য করতে হবে, এবং বড়দের সম্মান করতে হবে। কিন্তু আমার নিকট কখনোই বোধগম্য হতো না যে নানী যখনই নতুন কোন শোকের কথা শুনতো তখনই কেন শুধু বলতো, এগুলো আমাদের পাপের শাস্তি। আমি অনুভব করতাম আমি ভুল করেছি বা আমার প্রতিবেশীরা ভুল করেছে বা আমার পরিবার হয়তো কোন ভুল করেছে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ভুলটা কি তা আমি জানতাম

www.BanglaBook.org

না। আমি আমার বন্ধু খাদিজাসহ সবাইকে এ প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করতাম কিন্তু কারও কাছেই এর সন্তোষজনক কোন উত্তর ছিল না।

নাহিদের আত্মহত্যার পরদিন মায়ের 'রাওয়া'-এর কয়েকজন বন্ধু আমাকে নাহিদের মৃতদেহ দেখাতে নিয়ে যায়। নাহিদের বাবা তার লাশ তার মৃত্যুর পরপরই বিছানায় ঢেকে রেখেছিল। সে চেয়েছিল বন্ধুদের সাহায্যে নাহিদের মৃতদেহ মূল রাস্তায় নিয়ে গিয়ে জনগণের সামনে তুলে ধরতে মুজাহেদীনরা কেমন নির্যাতক তা সবাইকে জানাতে। কিন্তু কিছু সৈন্য তাকে তা করতে বাধা দেয়। আমরা যখন গিয়ে পৌছলাম, তখন তার মৃতদেহ ঘিরে ভিড় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা সরে গিয়ে আমাকে মৃতদেহের কাছে যাবার রাস্তা তৈরি করে দিল। আমি দেখলাম তাকে সাদা কাপড়ে মুড়ে রাখা হয়েছে। তার মুখাবয়ব ডিম্বাকৃতির ও চিবুক ছিল উঁচু। তার গাত্রবর্ণ ছিল হলুদ। রক্তের কোন নিশানা ছিল না। কেউ একজন তার মাথা ও চিবুক পেঁচিয়ে বেঁধে দিয়েছিল যাতে মুখ হা হয়ে না থাকে। আমি তাকে স্পর্শ করলাম না বা চুমো খেলাম না কিন্তু নিশ্বাসের সাথে সাথে তার সাথে কথা বললাম। আমি তার নিকট প্রতিজ্ঞা করলাম, তার মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থা করবো। এটা কোনো ফাঁকা প্রতিজ্ঞা ছিল না, আমি জানতাম যে, তার নিকট দেয়া আমার প্রতিজ্ঞা আমি অবশ্যই পূরণ করবো।

এমনকি রাশিয়ানরাও আমাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ করেনি। আমি শুনলাম যে, এক ব্যক্তি মুজাহেদীনদের তার কন্যা অপহরণের উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে ঢুকতে দেখে নিজেই নিজের কন্যাকে হত্যা করে। আমি ভেবে শিউরে উঠলাম, এসব ভয়ানক দৃশ্য—মুজাহেদীনরা যদি আমাকে তুলে নিয়ে যেতে রাতের বেলা আমাদের বাড়িতে হানা দেয়।

* * *

কাবুলের নারীদের ওপর মুজাহেদীনদের নির্যাতনের খড়গ এবং হত্যা নিপীড়নের এসব খবর নানীকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। এক মুসলিম ভাই আরেক মুসলিম ভাইয়ের খুলিতে পেরেক বসিয়ে তাকে হত্যা করতে পারে এ ধরনের খবর তাকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলেছিল। নাহিদের মৃত্যু এক্ষেত্রে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত কাজ করল।

আমি শৈশব থেকে যে নানীকে দেখে আসছিলাম সে আর তেমন থাকলো না। আমি প্রায়শই তাকে কাঁদতে শুনতাম। এবং যখনই টিস্যু দিয়ে চোঁখ মুছিয়ে দিতে যেতাম মনে হতো তার বলিরেখা বেড়ে যাচ্ছে।

দিনদিন তার ওজন কমতে থাকলো। পাখির মত সামান্য আহার করতো, দিনে মাত্র একগ্লাস দুধ পান করতো। আমি তাকে বলতাম তাকে অবশ্যই আরো বেশি খাদ্য গ্রহণ করতে হবে নইলে তার যেসব ওষুধ সেবন করতো তা তার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। 'আমি এখন কিছুই চাইনা। পরে। আমি পরে খাদ্য গ্রহণ করবো।' সে উত্তর দিত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি তাকে আশ্বস্ত করতে চাইতাম। 'কেঁদোনা, তুমি কাঁদছো কেন ? তুমিতো আমাকে আরো বিষণ্ন করে তুলছো।'—আমি বলতাম।

কিছুক্ষণ পর সে কান্না থামিয়ে বলতো, 'তুই বেঁচে থাকলেই আমি খুশি। এটাই আমার এখনকার একমাত্র চাওয়া।'

হাড়ের ব্যথায় ছটফট করতে করতে সে উঠে দাঁড়ালো এবং রান্নাঘরের দিকে গেল। এখানে সে নিজেকে কিছুক্ষণ ব্যস্ত রাখলো। সে যখন আমার নিকট ফিরে আসলো, তখন তার হাতে ধরা কড়াইয়ের বাদামী বীজগুলো হতে খুশবুমিশ্রিত ধোঁয়া উড়ছিলো, সে সম্ভবত এতক্ষণ ধরে এটাই রান্না করছিল। এটার খুশবু আমাকে তা গ্রহণে উতলা করে তুললো। নানী সকল অপশক্তির হাত থেকে আমাদের মুক্ত রাখার জন্য প্রার্থনা করলো। 'তার জীবন রক্ষা কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তার যত্ন নাও।' এই বলে তার প্রার্থনা শেষ করতে শুনলাম।

দীর্ঘদিন যাবৎ যে কোরান শরীফ অপঠিত অবস্থায় তার টেবিলে পড়ে থাকতে দেখতাম তা ইদানীং সর্বদাই খোলা অবস্থায় কার্পেটের উপর থাকে এবং নানী সকাল হতে রাত পর্যন্ত প্রার্থনা করে ও কোরান পাঠ করে। তার ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে সে আমাকে বলেছিল, 'হ্যাঁ আমি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি, যদিও কোনকিছু অর্জন করতে হলে নিজের যোগ্যতায়ই তা অর্জন করতে হয়।'

কিন্তু রাতের বেলায় আমি তাকে নিজের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে শুনতাম : 'হায়, মহাবিশ্বের পালনকর্তা, আমি একজন মুসলমান, আফগানিস্তান মুসলমানদের রাষ্ট্র এবং এখন এ দুষ্কৃতকারীরা আমাদের হত্যা করতে এসেছে। আল্লাহ্ আমরা তোমার নিকট কি এমন পাপ করেছি যে তুমি এসব অত্যাচার সহ্য করছ ? আল্লাহ আমাদের দয়া কর, আমাদের সাহায্য কর।'

তখন থেকে আমি নানীর এই বিশ্বাসে নিজেকে স্থাপন করলাম। যখন আমাদের একজন আত্মীয় প্রতিবেশী মারা গেল : 'জন্ম মৃত্যু আল্লাহর হাতে। কোন কারণে হয়তো আল্লাহ তার এই বান্দাকে নিজের কাছে নিয়ে নিয়েছিল। তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।' কিন্তু এখন আবার যখন নানী নিজেই তার আল্লাহর প্রশ্নবিদ্ধ করেন, আমি আর বুঝতে পারলাম না কি বিশ্বাস করতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তৃতীয় অংশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—সাত

কোন রকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই আমাকে নির্বাসনে যেতে হয়েছিল। ১৯৯২ সালে আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। আমাকে না জানিয়েই নানী 'রাওয়া' থেকে আগত মায়ের বন্ধুদের সাথে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পরিকল্পনা করে, কাবুলে আমাদের বিপদ ও আমার শিক্ষার জরুরত অনুভব করে সিদ্ধান্ত হয়ে দেশান্তরে যাবার। বাবা ও মায়ের দিকের আত্মীয়রা যদিও আমার দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিল তথাপি আমি নানীর সাথে থাকার কথা সবাইকে জানিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম নানী যা চাইছে তাই হবে।

নানী আমাদের আফগানিস্তান ত্যাগ করাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিল, কারণ বিশেষ করে নাহিদের মৃত্যুর পর হতে সে আশংকা করত কোন মুজাহিদ হয়তো আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে জোরপূর্বক আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। সে এটাও বুঝতে পারছিল যে, আমার যথাযথ যত্ন নেবার সামর্থ্য সে হারাচ্ছে।

নানী তার পরিকল্পনা নিয়ে আমার সাথে কথা বলেনি। সে আমাকে তার সামনে মেঝেতে বসিয়ে রেখেছিল এবং বলেছিল আমার কি কি করতে হবে। আমরা আগামীকাল সকালে কাবুল ত্যাগ করব, সে বললো এবং আফগান সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এক শহরে আশ্রয় নেব, যেখানে তুমি তোমার শিক্ষা শুরু করতে পারবে।

কাবুল ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তার সারা জীবন কেটেছে এখানে। সন্তানরাও এখানেই থাকতো, যদিও তাদের সাথে তার কদাচিৎ দেখা হতো। এটা যদি শুধু আমার ব্যাপার হতো, সবকিছু সত্ত্বেও আমি কাবুলে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিতাম।—সে বললো 'কিন্তু আমাকে তোমার নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে।' 'রাওয়া' তাকে আফগানিস্তান ত্যাগের একটা সুযোগ দিয়েছিল এবং সে বুঝতে পেরেছিল এ সুযোগটা অবশ্যই নেয়া উচিত।

আমি তার সাথে দ্বিমত পোষণ করিনি। আমি বোধগতভাবেই জানতাম যে, সে আমার জন্য যে সিদ্ধান্ত নেবে তাই ঠিক। আমি শুধু তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে কি ধরনের স্কুলে পড়াশোনা করতে হবে?'

'আমি জানি না, তবে এটা তোমার জন্য ভালো হবে। আমরা পাকিস্তানে এক নতুন জীবন শুরু করবো।'—তিনি উত্তর দিলেন। 'এবং কেউ যদি তোমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করে আগামীকাল তুমি কি করবে ? তাহলে উত্তর দিও আমরা আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছি।'

ঘরের মধ্যে চলাফেরার সময় নানী বরাবরই খুব ধীর, কিন্তু সেদিন বিপজ্জনক গতিতে সে চলতে শুরু করেছিল। সে কার্পেটগুলো গুটিয়ে রাখলো, জিনিসপত্র সব কাগজে মুড়ে রাখলো, যাতে সেগুলো ময়লা হয়ে না যায়।

আমি অনেক জিনিস সঙ্গে নিতে চাইলাম—আমার বইপত্র, খেলনাপত্র, আমার রুমের যা কিছু পছন্দ করতাম সবই। কিন্তু নানী বললো আমাদের খুব তাড়া এবং যত কম সম্ভব জিনিস সঙ্গে নিতে হবে। সে আমার জন্য দুই ব্যাগ ভরলো, যার অধিকাংশই ছিলো কাপড়চোপড়, শীত ও গ্রীষ্মের জন্য। কারণ আমরা জানতাম না কত দীর্ঘ পথ কত সময় ধরে আমাদের পাড়ি দিতে হবে। কাপড়চোপড় ছাড়া শুধু আমার প্রিয় পুতুল 'মাজ্‌দা' ও কিছু কবিতার বই নানী সঙ্গে নিতে দিলেন। আমাকে বাবার কয়েক বছর পূর্বে দেয়া বড় লোমশ ভালুকটা বাসায় ফেলে যেতে হলো।

সেই রাতে আমি নানীর রুমে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকলাম এবং ভাবলাম এরপর আবার কবে আমি এ ঘরে রাত কাটাবো। আমি সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এক দেশে যাচ্ছিলাম, সেখানে কাউকে চিনিনা, এমনকি সেখানকার ভাষাও জানি না। দেশ ছেড়ে যেতে আমারও খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু আমার একমাত্র বিপদাপদের সঙ্গী নানী সাথে থাকায় সবকিছু মোকাবিলা করার সাহস পেলাম। নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করলেই যদি আমি মায়ের কাজ করার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি, সেক্ষেত্রে দেশ ছাড়তে আমার কোন সমস্যা নেই। বারবার আমি নানীকে এই বলে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম যে, আমি খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে চাই। কিন্তু সবসময় তার উত্তর ছিল তথৈবচ, 'প্রথমে তোমার শিক্ষা শেষ কর। তারপর কাজ নিয়ে ভাববে।' আমার মাথায় নানা প্রশ্ন ও সন্দেহ ঘুরঘুর করতো এবং রাতে মাত্র তিনঘণ্টা ঘুমালাম।

খুব ভোরে আজানের শব্দে আমরা ঘুম হতে উঠলাম। নামাজ শেষ করে নানী তার কোরান শরীফটা যত্ন করে কাপড়ে মুড়ে নিজের ব্যাগে রেখে দিল। ভ্রমণকালের জন্য সে কিছু বিস্কুট ও পানি নিল।

আমি শুধু আমার বান্ধবী খাদিজার নিকট হতে বিদায় নিয়েছিলাম। আমি তাকে কোন উপহার দেইনি, সেরকম সময়ও আমার পাইনি। আমরা কোথায় যাচ্ছি তা তাকে বলেছিলাম। 'তুমি ও তোমার পরিবারেরও উচিত অন্য কোথাও চলে যাওয়া।' আমি বললাম, 'কারও জন্যই এখন আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।'

'আমার পিতামাতা মাঝে মাঝেই কাবুল ত্যাগ করার আলোচনা করেন।'—সে উত্তর দিল—'কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনা আমরা কোথায় শেষ করব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সকাল নয়টায় 'রাওয়া'-র এক মহিলা আমাদের দরজার কড়া নাড়লো। সে এক বড় স্কার্ফ দ্বারা নিজেকে আবৃত করে এসেছিল। শুধু চোখ ছাড়া সমস্ত মুখমণ্ডল কাপড়ে ঢাকা ছিল।

তাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার মনে হলো, ময়লা হলুদ বোরখা পরে মা আমাকে কিভাবে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

সে নানীকে বললো, 'রাস্তার মাথায় তোমাদের জন্য একটি গাড়ি অপেক্ষা করছে। 'ড্রাইভার ভালো মানুষ, সে আমাদের হয়ে এ ধরনের অনেক কাজ করেছে, তুমি তাকে বিশ্বাস করতে পার।'

তারা যখন বাইরে দাড়িয়েছিল, নানী বিভিন্ন রুমে রুমে ঘুরে, দরজা জানালা পরীক্ষা করল, আমার রুম, বাবার পড়ার রুম, বাবা-মার শোবার ঘর সব পরীক্ষা করল। নানী প্রায় কেঁদে দিল, আমি বুঝতে পারলাম না তাকে কিভাবে সান্ত্বনা দিতে পারি। আমি শুধু প্রত্যেক কক্ষের দিকে শেষবারের মতো একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমরা উভয়েই চুপচাপ ছিলাম, মুখে রা ছিল না।

প্রত্যেক হাতে বিশাল ব্যাগ নিয়ে আমি নানীর পেছন পেছন বাড়ি হতে বের হলাম। রাস্তা পার হয়ে আমার অতি সন্তর্পনে গাড়িতে আরোহণ করলাম। আমার শহরের চারপাশ ঘেরা পাহাড়-পর্বতকে আমি বিদায় জানালাম, তারাই ছিল আমার প্রকৃত বন্ধু। এ বিচ্ছেদ বেশিদিনের হবে না। আমি কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরে আসব।

* * *

বিশাল প্রতীকের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। এটা ছিল 'Country School for Girls' স্কুলটা ছিল একতলা, বিশাল সাদা বিল্ডিং, সবুজ, নীল রংও ছিল। আমি ছিলাম কিশোরী এবং এটাই ছিল আমার স্কুলে প্রথম দিন।

নানী ও আমি ভ্রমণের পর ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দুদিন দুরাত্রি আমাদের ভ্রমণ করতে হয়েছিল। আফগান সীমান্ত দিয়ে আমরা ভ্রমণ করেছিলাম, বেশ কয়েকটি চেকপোস্ট পার হয়ে পাকিস্তানের পেশোয়ারে পৌছতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল। যেখান হতে আমরা ট্রেনে করে কোয়েটা পৌছাই। আমরা জানতাম যে, কোয়েটা স্টেশনে আরেকজন ড্রাইভার আমাদের নিতে আসবে। আমরা সীমান্ত পার হবার পরই প্রথম নানী বললো যে আমাকে কোয়েটার এক স্কুলে দিনরাত সর্বদা থাকতে হবে এবং সে শহরের অন্য কোথাও থাকার জায়গা করে নেবে। আমি কেঁদে এর বিরোধিতা করলাম, কিন্তু কোন ফল হলো না। বাড়ি ছাড়ার আগে সে যদি আমাকে বলতো, আমাদের আলাদা থাকতে হবে, তাহলে আমি কিছুতেই কাবুল ত্যাগের পক্ষে রায় দিতাম না।

গাড়ি দেখে স্কুলের সদর দরজা খুলে গেলো এবং আমাদের গাড়ি স্কুলের আঙ্গিনায় প্রবেশ করলো। একদল শিক্ষক-শিক্ষিকা আমাদের অভিনন্দন জানাতে এলো এবং নীল সাদা রঙের ইউনিফর্ম পরা মেয়েরা আমাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ

www.BanglaBook.org

করে আমাদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। আমার উদ্‌গত কান্নাকে জোর করে থামালাম, কারণ সমবয়সী বাচ্চাদের সামনে কান্নাকাটি করলে তা আমার জন্য লজ্জার ব্যাপার হবে। 'নানী কোথায় যাচ্ছো ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'আমি তোমার সাথে যাবো। নানী আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে চাই না।'

একজন সুন্দরী লম্বা শিক্ষিকা নানীর কাছে গিয়ে তার হাতে চুমো দিলো। অনেক পাকিস্তানি মেয়ের মতো তার পরনে ছিলো সালওয়ার কামিজ আজানুলম্বিত। একটু পরেই বুঝতে পারলাম যে, এখানকার সমস্ত শিক্ষকই আফগান। তারা পাকিস্তানি পোশাক পরেছে যাতে তাদেরকে আলাদাভাবে অন্যদের চোখে না পড়ে।

নানী শিক্ষিকার মাথায় আদর করে চুমো দিলো। এটা হলো বৃদ্ধা রমণীদের স্নেহের নমুনা।

শিক্ষিকা আমাকে বললেন—তার নাম হামিদা। তিনি আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—ভয় পেয়োনা, আশা করি তোমার এখানে থাকতে ভালোই লাগবে। তুমি এখানেই থাকবে এবং অতি শীঘ্রই তোমার সাথে তোমার নানীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবো।

আমি নানীকে শুক্রবারে, ছুটির দিনে আসতে বলেছিলাম। নানী আসবে বলে কথা দিয়েছিলো।

হামিদা বেশ নম্রভাবে নানীর কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিলেন, জোর করেননি। আমি আশা করিনি স্কুলে কোন শিক্ষক আমার প্রতি এতটুকু স্নেহশীল হবেন। আমি সর্বদা শুনতাম যে, এরা খুব কঠিন প্রকৃতির। নিষেধ করা সত্ত্বেও হামিদা আমাকে কয়েকটি বালিকার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমার পড়াশোনায় তাদের সাহায্য করতে বললেন। কিন্তু তাদের সাথে কথা বলতে বা তাদের নাম মনে রাখতে আমার কোন স্পৃহা ছিলো না।

অন্য বালিকাদের সাথে আমি সেদিন সকালে স্কুলে যাইনি। আমাকে দেয়া কিছু বইয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি জেদ করেছিলাম যে, আমাকেও নানীকে একটি ক্লাসরুমে বসে গল্প করতে দিতে হবে। আমার ইচ্ছা পূরণ হলো। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর আমি কেঁদেকেটে বললাম, 'ঠিক আছে, নানী, তুমি আমাকে এখানে রেখে যেতে পারো।'

আমরা যেভাবে সীমবীজ, সিদ্ধ ডিম ও ভাত সহকারে দুপুরের খাবার খেলাম তা আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছিলো, কারণ আমি শুধু নানীর সাথেই খেতে অভ্যস্ত ছিলাম। এখানে সবমেয়েরা একসাথে কার্পেটে বসে আহার করছিলো, শিক্ষিকারাও আমাদের সাথেই বসে একই খাবার খেলেন। কোন তারতম্য ছিলো না।

দুপুরের খাবার শেষে কিছু মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি তাদের সাথে খেলতে যাবো কিনা। বললাম : আজকে নয়। আমি আঙিনায় খোলামেলা ও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিরিবিলি দেখে একটা জায়গা বেছে নিয়ে একটি বড় পাথরের ওপর বসে থাকলাম। খেলাধুলারত মেয়েদের থেকে যতদূরে সম্ভব আমি একা একা সময় কাটালাম।

সেদিন বিকেলে হামিদা আমাকে তার কক্ষে ডেকে বললেন : আমি আশা করি তুমি এখানে আনন্দে থাকবে। আমি জানি যে, এটাই তোমার প্রথম স্কুলের অভিজ্ঞতা। কাজেই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে তোমার একটু সময় লাগতে পারে। কিন্তু এ স্কুলটা যেসব নিয়মনীতিতে চলে তার কিছু কিছু তোমাকে জানানোর তাগিদ অনুভব করছি, এই বলে তিনি আবার আরম্ভ করলেন : 'দেখ, এই স্কুলের সব মেয়েরাই আফগানিস্তানের কোন না কোন অঞ্চলের। এখানে হাজারো উপজাতীয়, পাশাপাশি আমাদের পশ্তুন উপজাতির মেয়েরাও আছে। আর অন্যান্য এমন উপজাতির মেয়েরা আছে যেসব উপজাতির নাম আমি আগে শুনিনি।'

এরপর হামিদা বললেন, 'তুমি কখনোই কাউকে জিজ্ঞাসা করবেনা যে তারা কোন উপজাতির। কোন মেয়েকে উপহাস করবে না, কারণ এরা তোমার মতো নয়। অনেকেই ফারসি ভাষায় কথা বলতে পারে না। অনেকে এমন উচ্চারণে কথা বলে যা তোমার কাছে অদ্ভুত ও হাস্যকর লাগতে পারে। অনেকের চেহারাও তোমার চেয়ে আলাদা। এসব ভিন্নতাকে তোমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে। তারা কোথা থেকে এসেছে এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। কখনোই তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার, মারামারি বা চুলোচুলি করোনা। তাদের সকলের সাথে বন্ধু বোনের মতো আচরণ করো—বুঝলে।' আমি চুপ করে শুনলাম, মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে এলাম। নানী আমাকে স্কুলে দিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছিলো। সে আমাকে বলেছিলে—'রাওনা' আমার স্কুলের পড়াশোনার যাবতীয় খরচ চালাবে এবং স্কুলের পড়া শেষ হলে আমি একজন ভিন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হবো। তখন এখানে আর সময় নষ্ট করা যাবে না।

এখানে ক্লাস বলতে ছিলো শুধু কয়েকঘণ্টা শিক্ষিকার সামনে চেয়ারে বসে কাটানো, বাড়ির কাজ করা ও ভালো নাম্বার পাওয়া। এসব পুরোপুরি আমার ওপর নির্ভর করতো। শিক্ষিকার উপদেশের অপেক্ষা না করে আমার নিজের ভালোর জন্য আমাকে পড়াশোনা করতে হতো। শিক্ষিকাদের আমি শুধু বন্ধু হিসেবেই নয়, মা হিসেবেও ভাবতাম।

আর একবার হামিদা বলেছিলেন, 'তুমি যদি কখনো বাড়ির কথা ভেবে মন খারাপ করো, অন্য মেয়েদের সামনে প্রকাশ করবে না, বলবেনা তোমার মনের কথা। স্কুলের সমস্ত মেয়েরই আফগানিস্তানে পরিবার-পরিজন আছে, তাদের অনেকেরই মাসের পর মাস; এমনকি বছরও হয়ে গেছে যাদের পরিবারের সাথে দেখা হয়নি। তুমি যদি মন খারাপ করো তাহলে তাদের মনের ওপর প্রভাব পড়বে। তুমি যদি এসব নিয়মের ব্যতিক্রম করো, একটির প্রতিও অশ্রদ্ধা করো,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে সেক্ষেত্রে শক্ত হতে হবে। আমরা এখানে মেয়েদের মারধর করা পছন্দ করিনা কিন্তু যদি গুরুতর কিছু হয়, আমাদের তার ব্যবস্থাও করতে হয়।'

কথা শেষ করে হামিদা বললো—'এ ব্যাপারে তোমার আর কি কোন প্রশ্ন আছে?'

আমি বললাম, 'না আমার বলার কিছু নেই।' কারণ, আমার তার সাথে কথা বলতে খুব লজ্জা ও দ্বিধা হচ্ছিল।

সেদিন রাতে শুতে যাবার আগে আমাকে হাত, পা ধুয়ে চুল পরিপাটি করে নিতে বলা হলো। তারপর ডরমিটরিতে গেলাম। আমাদের ডরমিটরি লম্বা ও চিপা—

এখানে স্কুলের ষাটজন মেয়ের শোবার ব্যবস্থা আছে। ট্রেনের কামরার মতো নিচে ও ওপরে শোবার বাংক। আমার বিছানা ছিলো এক কোণে, উপরে, আমার পছন্দ হয়েছিলো। কেননা আমি একা থাকতে পছন্দ করি।

রাত এগারোটায় সমস্ত বাতি নিভে গেলো, কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না। আমার বারবার নানীর কথা, কাবুলে আমাদের বাড়ির কথা ও স্কুল সম্পর্কে হামিদার কথাগুলো মনে হতে লাগলো। আমি স্বেচ্ছায়ই বাড়ি ত্যাগ করেছিলাম সত্যি কিন্তু আমাকে জোর করে আমার নানীর কাছ থেকে আলাদা করা হলো। আমি বিছানায় সম্পূর্ণ একা শুয়েছিলাম, এমনকি মাজ্‌দাও আমার সাথে ছিলো না। আমি মাজ্‌দাকে নানীর কাছে রেখে এসেছিলাম; পাছে স্কুলের বালিকারা তাকে বিরক্ত করে।

আমি কম্বলে মাথা গুঁজে নীরবে কাঁদার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার নিচের বিছানায় মাজেদা টের পেয়ে গেলো। সে উপরে উঠে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেই আমার দেহ শক্ত হয়ে গেলো।

: আমি ফিস্ ফিস্ করে বললাম, 'আমাকে বিরক্ত করো না।'

: সে টানাটানি না করে জিজ্ঞেস করলো—'তুমি কি কাঁদছো?'

: আমি কম্বলের নিচে মুখ লুকিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে মিথ্যে বললাম, 'না'।

: সে আমার উত্তর উপেক্ষা করে বললো—'নিশ্চয়ই তুমি কাঁদছো, কেনো?'

: আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম।

কান্না থামালেও আমি লেপের নিচে লুকিয়ে ছিলাম। সে তখন পশ্চিম আফগানিস্তানে ফেলে আসা তার তিন বোন ও বাবা মায়ের কথা আমাকে শোনাতে শুরু করলো। বলল : বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে সে তাদের কোন খবর পাচ্ছে না। আমি আমার মানসিক দুর্বলতার জন্য লজ্জিত হলাম। আমার তখন হামিদার কথাগুলো মনে পড়লো। এখানকার প্রায় সমস্ত মেয়েরই আফগানিস্তানে তাদের পরিবার পরিজন ফেলে এসেছে এবং প্রায়ই তারা বাড়ির কথা মনে করে মন খারাপ করে। আমার তো নানী আছে, ভিন্ন জায়গা হলেও একই শহরে বাস করছে।

www.BanglaBook.org

সাজেদা আমাকে জিজ্ঞেস কলো ? 'তুমি কি তোমার বাড়িতে ফিরে যেতে চাও ?'

আমি কম্বল সরিয়ে চোখ দুটো বের করে বললাম : 'না'।

: তাহলে আর কেঁদো না। কাল আমরা একসাথে বসে অনেক গল্প করবো। এখানকার লেখাপড়া প্রথমদিকে তোমার কাছে কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা সবাই তোমাকে সাহায্য করবো। আশা করি, আমাদের মতো অল্পদিনের মধ্যেই তুমিও এখানে মানিয়ে নিতে পারবে। এখানে থাকতে পেরে আমরা ভাগ্যবান।'—এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে সাজেদা তার বাংকে ফিরে গেল।

সাজেদার এহেন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ সত্ত্বেও সেদিন রাতে আমার ভালো ঘুম হলো না। আমি রাতে একজন শিক্ষিকাকে ডরমিটরিতে প্রবেশ করতে দেখলাম, এবং আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলাম, এতরাতে তিনি এখানে কি করছেন। আমি চাদরের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম তার গতিবিধি, আমি ঘুমের ভান ধরে পড়ে রইলাম যাতে তিনি আমাকে কোন প্রশ্ন করতে না পারেন, কয়েকঘণ্টা পরে আর একজন শিক্ষিকা এলেন, এতে বুঝতে পারলাম তিনজন শিক্ষিকা তিন শিফ্‌টে সারারাত ডরমিটরির তদারকি করেন, কোন ছাত্রীর কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা বা আঙিনায় বা রাস্তায় অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটছে কিনা।

শেষ রাতের দিকে আমি ঘুমিয়ে গেলেও আজানের শব্দে খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙলো। কয়েকজন মেয়ে এসময় জেগে কার্পেটের ওপর নামাজ পড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। আমি ছোট মেয়েদের কখনো এত নিষ্ঠার সাথে নামাজ পড়তে দেখিনি। তারা আমার নানীর মতই নামাজের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান।

তবে বেশিরভাগ মেয়েই গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছিল। তাদের কাউকে কাউকে আবার ঘুমে থেকে তুলতে ধাক্কা দিতে বা চোখে মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপ্টা দিতে হত। সকালে গোসলের জন্যও বাথরুমের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হত। এটাই ছিল ঝকমারি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—আট

আমি ছোটদের চেয়ে বড়দের সাথে বেশি মিশতাম বলে স্কুলে প্রথম দিনগুলো আমার ভালো কাটেনি। কিন্তু প্রতিদিনের রুটিন খুব আঁটসাঁট হলেও আমার ওপর খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি। আমি স্বভাবতই আইনকানুন বা কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা পছন্দ করতাম না। কিন্তু স্কুলের আইনকানুন মেনে চলতাম ও অন্যান্যরা যা করত রোবটের মতো তা করে যেতাম।

আমি স্কুলের ইউনিফর্ম পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম। এটা পরলে আমাকে একজন স্কুলছাত্রী মনে হতো। আমি ভোরে উঠে এটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতাম, পরে যত্নের সাথে পরতাম। এটা ছিল হালকা নীল, কলার ও কাঁধের দিকে সাদা। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই দিনে অনেকবার কাপড় বদল করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম। সকালে স্কুলে ইউনিফর্ম পরে ক্লাসে যেতাম, দুপুরে খাবার আগে নিজের পোশাক পরতে হত। তারপর বাড়ির কাজ করে আবার পোশাক বদল করতে হত। শরীরচর্চার জন্য পোশাক আলাদা। রাতের খাবার আগে আরেকবার পোশাক বদল করতে হত, তখন পরতাম নিজের পোশাক।

প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে হামিদা আমার ওপর সমন জারি করলেন। তিনি বললেন : 'তোমার নিজের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমরা তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাই।'

'তুমি কি স্কুলেই থাকতে চাও, না তোমার নানীর সাথে থাকতে চাও ?'

আমি জানতাম না এর উত্তর কি দেয়া উচিত। আমার বারবার বলতে ইচ্ছে করছিলো, আমি এখান থেকে চলে গিয়ে নানীর সাথে থাকতে চাই। এটা বলতে পারলেই আমি গর্বিত ও স্বস্তি বোধ করতাম। আমি মাত্র কিছুদিন হলো নানীর থেকে দূরে আছি। অন্যান্য মেয়েরা মাসের পর মাস তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, অনেকে বছরেরও বেশি।

বললাম : আমি এখানেই থাকবো।

হামিদা হেসে বললেন : জানতাম তুমি এখানেই থাকবে।

আমি ধীরে ধীরে সাত থেকে ষোল বছর বয়সী মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব পাতানো শুরু করলাম। প্রায়ই খেয়াল করতাম একই ক্লাসের মেয়েদের বয়সের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিস্তর ব্যবধান এবং কম বয়সের মেয়েরা বেশি বয়সী সহপাঠীকে তাচ্ছিল্য করতো। 'আমাদের চেয়ে তোমার বয়স অনেক বেশি'—এই বলে ছোট বড় সহপাঠীদের লজ্জা দিতো ও হাসাহাসি করতা। ইতোমধ্যেই মেয়েরা টের পেয়েছিলো—আমি টিকটিকি ভয় পাই। যখনই তারা স্কুলের আঙিনায় কোন টিকটিকি দেখতো সেটা ধরে নিয়ে আমার দিকে ছুড়ে দিতো। আমি ভয়ে পালিয়ে যেতাম। তারা আমাকে এভাবে উত্ত্যক্ত করত।

এখানকার ছাত্রীদের আচরণ ও উচ্চারণের মিল ছিল না, কারণ তারা বিভিন্ন গোত্রের মেয়ে। তাদের মধ্যে একজন ছিলো পার্বত্য নূরীস্তান-এর বাসিন্দা, এ অঞ্চল ছিল আফগানিস্তানের সবচেয়ে অনুন্নত অঞ্চল। সে যখন প্রথম এল তখন স্কুলের সব নিয়মকানুন মেনে চাইতো না, প্রায়ই শিক্ষিকাদের সাথে তর্ক করতো। একদিন সে একটি মেয়েকে ডেকে বললো, তার কাছে এমন একটি জিনিস আছে, যা পরলে তার কান খুব সুন্দর দেখাবে। এই বলে সে তার কানে একটি ছুঁচালো পাথর এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো যে, তাকে 'রাওনা' পরিচালিত মালালাই হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিলো চিকিৎসার জন্য।

কোন কোন দিন হয়তো মাথা ভর্তি উকুন নিয়ে নতুন মেয়ে আমাদের এখানে আসতো, আর হঠাৎ স্কুল বন্ধ করে দিয়ে শিক্ষিকারা আমাদের রোদে দাঁড় করিয়ে রেখে সবার মাথায় উকুন খোঁজাতেন। আমাকে নানী সর্বদা উকুনের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলতো, উকুন যে কত বিরক্তিকর তা আমি তার কাছ থেকে জেনেছিলাম। আমার মাথায় অবশ্য কখনো উকুন বাসা বাঁধতে পারেনি। আমি রোদে বসা অবস্থা থেকে পালিয়ে যেতে চাইলেও শিক্ষিকারা যেতে দিতেন না। অন্যান্যদের মত আমার চুলও পরীক্ষা করতেন। শিক্ষিকারা যখন আমার চুলে আঙ্গুল চালিয়ে উকুন খুঁজতেন তখন লজ্জায় আমার মুখ চোখ লাল হয়ে যেত।

আমার চাইতে এক বছরের বড় মায়মা কুন্দুজ-এর এক গ্রাম্য পরিবার থেকে এসেছিল। তার অনেক লম্বা চুল ছিল, সে সর্বদা মাথায় তেল দিত। এটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগতো। প্রথম থেকেই সে আমাকে বাড়ির কাজ করতে সাহায্য করতো। পশ্তু ক্লাসের বাড়ির কাজ করতেই মূলত সে আমাকে বেশি সাহায্য করতো, সে আমার চাইতে আরো সুন্দরভাবে পশ্তু ভাষায় কথা বলতো পারতো। তার সাথে আমার অন্তরঙ্গতা হলো। তার পরিবার তাকে গ্রামে থাকতে বললেও একজন 'রাওনা' সদস্যের আহবানে সে এই স্কুলে চলে আসে। এজন্য আমি তার প্রশংসা করতাম। তার গল্প শুনে আমার নিজেকে খুব ছোট মনে হতো, কারণ তার মতো আমাকে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

স্কুলে পরে প্রথম শুক্রবার, হাদিমা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি স্কুল ত্যাগ করতে চাই কিনা, আমি 'না' বলেছিলাম। তার পরেরদিন আমি নানীর সাথে দেখা করতে যাই। আমাকে একজন ড্রাইভার তার কাছে নিয়ে গিয়েছিলো, স্কুল হতে নানীর বাসা আধঘণ্টার পথ। তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি, আমার তখন নিজেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিরাপদ মনে হলো। পূর্বের মতো এখনো তার গায়ে উষ্ণ ট্যালকম পাউডারের সুবাস পেলাম। আমি মাজদার সাথেও ভাব করলাম, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, কারণ মনে হলো সে আমার সঙ্গ পছন্দ করছেনা।

নানী আমার পছন্দমতো বেশি তেল দিয়ে ভেড়ার মাংস ও ভাত রান্না করেছিল। তা খেতে খেতে আমি খেয়াল করলাম, কাবুলে থাকাকালীন সময়ের চাইতেও নানী বিষণ্ন মুখে বসে আছে। মনে হলো একদিনে তার মাথার চুল আগের চাইতে পেকে গেছে। কপালের দুপাশে ভাঁজ বেড়ে গেছে, বয়সও বেড়েছে মনে হলো।

নানীর পুরানো কথা এত বেশি মনে পড়ে তা বলার ভাষা খুঁজে পেলাম না। যখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, স্কুলে কেমন কাটছে, আমি উত্তরে বললাম, 'ভালই'। তার কাছে অভিযোগ করার চাইতে আমি বরং তাকে খুশি করতে চাইলাম।

সে বললো, তার জীবনও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ইদানীং নিজেকে অনেক বুড়ো বুড়ো লাগে। সে বললো বর্তমানে সে একজন 'রাওয়া' সদস্যের সাথে এখানে থাকছে, এ বাড়ি আমাদের কাবুলের বাড়ির চাইতে ছোট, মাত্র দুটি কামরা।

আমি তাকে হাসাতে চাইলাম। 'নানী তুমি তো আমাকে বোঝা মনে কর, তুমি আমাকে স্কুলে রেখেছো, কারণ, তুমি আসলে আমাকে ছাড়াই থাকতে চাও।' আমি কৌতুক করলাম।

সে আমার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বলল : 'হ্যাঁ, ঠিক কথা, তুই সত্যিই একটা ওজনদার বোঝা। এবার স্কুলে ফিরে যা, নইলে তোর শিক্ষকরা আবার বকাঝকা করবে।'

নানীর সাথে আমার দেখাসাক্ষাৎ ধীরে ধীরে কমতে লাগলো। কিন্তু যখন যেতাম, আমাকে ভাল রান্না করে খাওয়াতো, কারণ সে জানতো স্কুলে কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে একবারের বেশি আমাদের মাংস ও ফলমূল খাওয়ানোর সামর্থ্য রাখে না। তার জন্য আমি সর্বদা সামান্য হলেও উপহার নিয়ে যেতাম কিন্তু তবুও সে অভিযোগ করতো—আমি নাকি তাকে আগের মতো আর ভালোবাসি না।

আমি নানীকে বললাম, আমি পড়াশোনা করে সকলের চেয়ে ভালো করতে চাই। কাবুলে পড়াশোনা না করে যে সময় নষ্ট করেছি, এখন তা পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি। এতে সে খুশি হল, বললে, 'তোর সুখই আমার সুখ'। আমার মনে হলো, কাবুল ছেড়ে আসার পরই সে বুঝতে পেরেছিল আমরা আর কাবুলের মতো অন্তরঙ্গ থাকবো না।

আমার সবচেয়ে প্রিয় সাবজেক্ট ছিল ইতিহাস। নানী আমাকে যেসব রাজা-বাদশাদের গল্প করতো, তাদের সম্পর্কে আরো বেশি জানার আগ্রহ ছিল আমার। আমি কাবুলে যেসব বই পড়েছি তা থেকে শিখেছিলাম, আল্লাহর পরেই খলিফার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। প্রত্যেক আফগানকে আগে আল্লাহকে মানতে হয়, তারপরই বাদশাকে। কিন্তু আমি স্কুলে শিখলাম; এটা ভুল। রাজা-বাদশারা কোন দ্বিতীয় প্রভু নয়, একজন মানুষ। সে যদি আমাদের দেশের ক্ষেত্রে কোন ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমাদের দায়িত্ব হলো তার বিরোধিতা করা। আমি এটা বুঝতে পেরে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, তাহলে বাদশারা বিশাল অট্টালিকায় বাস করবে, কোন অধিকারে ? তারা তো সাধারণ মানুষের মতই সাধারণ ঘরবাড়িতে বসবাস করতে পারে।

প্রথমদিকে পার্সিয়ান ক্লাসে বসে আমার মনে হতো আমি বাবার কোলে বসে আছি। বাবা যেমন একটি শব্দ বলে আমাকে সে সম্বন্ধে লিখতে বলতো, শিক্ষকও তেমনি বোর্ডে শব্দ লিখে আমাদের বাক্য তৈরি করে দিতেন। স্কুল, রাশিয়ান, পুতুল নাচ, স্বাধীনতা এসব শব্দ দিয়ে আমাদের বাক্য তৈরি করতে হতো। আমি তাড়াতাড়ি এগুলোর বাক্য তৈরি করতে পারতাম। এজন্য বাবার কাছে ঋণী।

ইংরেজি আমার কাছে কঠিন মনে হতো। এটা আমার সিলেবাসের মধ্যে ভিন্নরকম ছিল। শিক্ষকরা বলতেন, এ ভাষা আমাদের বিভিন্ন দেশের লোকজনের কাছে আফগানিস্তানের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে, ও পার্সিয়ান ভাষার বই অনুবাদে সাহায্য করবে। অংক, রান্না বান্না ও সেলাই ইত্যাদি আমার পছন্দ ছিল না। অংক পরীক্ষার সময় সায়মা আমাকে উত্তর বলে দিত কারণ, আমার অসহায় দৃষ্টি আমার প্রতি তার করুণার উদ্রেক করতো। শিক্ষকরা মাঝে সাঝে বুঝতে পারলেও আমি এত পিছনে বসতাম ও অন্যান্য বিষয়ে এত ভালো ছিলাম যে, তারা কিছু বলতেন না। অংকতে আমি সবসময় কম নম্বর পেতাম। সেলাই পরীক্ষার কাজ আমি বন্ধুদের দিয়ে করাতাম ও শিক্ষককে নিজের কাজ বলে চালিয়ে দিতাম।

আমার ভুলো মন আমাকে ভোগাতো। স্কুলের রুটিন আমার মনে থাকতো না। আমার বন্ধুরা সেখানে একমাস পূর্বেই পরীক্ষার রুটিন লিখে রাখতো, সেখানে আমি একদিন এক পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখি ভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা। আমি ভেবেছিলাম পার্সিয়ান পরীক্ষা, কিন্তু প্রশ্ন পেয়ে দেখি অংক; তাই সেবার কোন সাহায্য না পাওয়ায় শুধু নাম লিখে খালি খাতা জমা দিয়েছিলাম। যখন আমি অন্যান্যদের একথা বলি, তারা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। তারা বললো : 'তুমিই একমাত্র ছাত্রী যে আজ কি পরীক্ষা হবে জানতে না'। আমি লজ্জা পেতাম।

আমাদের ওপর কোন ধর্মীয় বিশ্বাস বা চর্চা চাপিয়ে দেয়া হয়নি। শিক্ষকরা আমাদের শিখিয়েছিলেন, ধর্ম একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। যদি আমরা বিশ্বাস করি ও চর্চা করি তাতে তাদের হস্তক্ষেপের কোন প্রশ্ন নেই। এক্ষেত্রে আমরা স্বাধীন ছিলাম।

শিশুর জন্ম আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছিল। জীববিজ্ঞান ক্লাসে আমাদের মানবদেহ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষকরা আমাদের সকল কৌতূহলের জবাব দিতেন ও শিখিয়েছিলেন কিভাবে গর্ভনিরোধ করা যায়। তারা বলতো, যেসব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরিদ্র পরিবারে অধিক শিশু; সেখানে পিতামাতা বা শিশু কারোরই অবস্থা ভালো থাকে না। পিতামাতার তখনই অধিক সন্তান নেবার অধিকার থাকে, যখন তারা সন্তানদের খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করতে পারে।

আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিল নারীরা অবশ্যই পুরুষের যৌনদাসী নয়। পুরুষের মত নারীরও শারীরিক আনন্দ লাভের অধিকার আছে। কোন নারীর ওপর যৌন নির্যাতন তাকে সারাজীবনের জন্য শীতল করে দিতে পারে। এই প্রথম আমি এসব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনায় অংশগ্রহণ করলাম। এই প্রথম যৌনপুলক বা অরগ্যাজম শব্দের সাথে পরিচিত হলাম।

আমার বান্ধবীদের ইচ্ছা প্রেম করে বিয়ে করবে। আমি পরিবার থেকে শিখেছিলাম, বিয়ের ক্ষেত্রে আমার ওপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হবে না। নিজের পছন্দমতো, জীবনসঙ্গী বেছে নেবার অধিকার আমার থাকবে। আমি কখনই বিয়ের কথা চিন্তা করতাম না। বেশিরভাগ আফগান নারী ভাবতো : তারা বাড়িতেই বেড়ে উঠবে, প্রচলিত ছিল যে, নারীশিশু পিতার গৃহে অস্থায়ী অতিথি। সে তার স্বামীরগৃহে স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধবে ও সন্তান পালন করবে। এটা আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হতো। ঘরে বন্দী হয়ে থাকাটা আমি কখনোই সহ্য করব না। আমি কখনই স্বামীর অধীনে থেকে সংসার করতে পারবো না।

বিয়ের পূর্বে যৌন সম্পর্কেও আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। পাশ্চাত্যে এ ধরনের সম্পর্ক স্বাভাবিক হলেও আমাদের এখানে নয়। আমরা এটা পছন্দও করি না। আমি বিয়ের পূর্বে কোন পুরুষকে চুমো খাইনি। মানসিক সম্পর্ক না হলে কোন পুরুষের সাথে বিকেলে বেড়াতেও যাইনি। আমি আশা করতাম, পিতামাতার মত একটা সংসার হবে : তাদের বিয়ে হয়েছিল, তারা একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—নয়

আমি কোনদিন ক্লাসে না গেলে বা সময় নষ্ট করলে হামিদা খুব হতাশ হতেন। হামিদার বয়স ত্রিশ এবং অবিবাহিতা। তার ভাই রাশিয়ানদের সাথে যুদ্ধে মারা যান। হামিদা আমার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। একদিন সকালে হঠাৎ সকল ক্লাস বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রীদের মাঠে দাঁড় করানো হলো। হামিদা আমাদের বিভিন্ন সারিতে দাঁড় করিয়ে বললেন : দেখ, শিক্ষকদের রুম থেকে কিছু টাকা হারিয়েছে। এ ঘটনা আগেও ঘটেছে। কিন্তু এবার এর বিহিত দরকার। আমি জানি কে এ কাজ করেছে। তবে আমি চাই অপরাধী নিজেই তার দোষ স্বীকার করুক। সে না আসা পর্যন্ত আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো।

সবাই নিস্তব্ধ। কারোর মুখে কথা নেই। কে টাকাটা চুরি করতে পারে সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। আমি এটাও বুঝতে পারছিলাম না, হামিদা যদি জেনেই থাকেন কে টাকা চুরি করেছে, তাহলে তিনি কেন সরাসরি ধরছেন না, স্বেচ্ছায় স্বীকার করতে বলছেন। কিছুক্ষণ পর হামিদা, মাঠের প্রান্তে একটি গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন। দুহাত বাড়িয়ে গাছের একটা ডাল ধরলেন। তারপর বললেন : 'ঠিক আছে, অপরাধী যদি দোষ স্বীকার না করে তাহলে একজনের জন্য সব ছাত্রীর শাস্তি হবে। সায়মা ও আমি বোবার মত দৃষ্টি বিনিময় করলাম। মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য শিক্ষকরাও আশ্চর্য হয়ে একে অপরের দিকে তাকালেন। কেউ আশা করেননি হামিদা এধরনের সিদ্ধান্ত নেবেন।

হামিদা একে একে প্রত্যেক মেয়েকে ডেকে বেত্রাঘাত করলেন। আমার নাম ডাকা হলে আমি দ্বিধাহীনভাবে এগিয়ে গেলাম। এবং হামিদার সামনে দাঁড়াতেই তিনি আমাকেও মারলেন। ব্যথা পেলাম, কিন্তু নিরপরাধ মেয়েদের এভাবে শাস্তি দেবার কারণে হামিদার ওপর আমার রাগ হলো। কারণ—অপরাধ করেছে একজন কিন্তু কোন বিচারে তিনি সবাইকে পেটালেন আমার বোধগম্য হলো না। কিছুদিন পর আবার মেয়েদের মাঠে জড়ো করানো হলো। আমি চিন্তিত হলাম, আবার কোন অপরাধে আমাদের শাস্তি দেয়া হবে। এখানে আমাদের সাথে হামিদাকেও দেখলাম। ঘটনা হলো—চুরির অপরাধে হামিদা আমাদের সকলকে পাইকারি শাস্তি দেয়ায় তার বিরুদ্ধে ছাত্রীরা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাই এ ব্যবস্থা করে এবং হামিদার এ আচরণের জন্য কৈফিয়ত দিতে বলে। হামিদা দাঁড়িয়ে তার ভুল স্বীকার করলে এবং আমাদের সকলের কাছে ক্ষমা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাইলেন। আমি বড়দের কখনো এভাবে ক্ষমা চাইতে দেখিনি। দাদী বা মা কখনো কিছুর জন্য আমার নিকট ক্ষমা চায়নি।

পরে হামিদা আমাকে বলেছিলেন ভুলের জন্য ছোটদের নিকট ক্ষমা চাওয়াতে লজ্জা নেই। এভাবেই গণতন্ত্র কাজ করে। সবাইকে নিজস্ব চিন্তার কথা বলতে দেয়া উচিত। অভিযোগ শোনার জন্য মাসে একবার মিটিং হতো। কিন্তু আমি কখনোই কোন অভিযোগ করিনি। এর জন্য অনেকেই আমার সমালোচনা করেছে। মেয়েরা আমাকে বলতো : 'তুমি যদি মনে কর কর্তৃপক্ষ কোন ভুল করেছে, তবে তোমার অবশ্যই তার সমালোচনা করা উচিত।' কিন্তু আমি চুপ করে থাকতাম।

আমাদের যেসব চলচ্চিত্র দেখানো হতো, তাতে কিছু প্রতিরোধের দৃশ্য থাকতো। আমি অনেকবার 'স্পার্টাকাস' দেখেছি। ইহুদী লেখিকা হিসেবে জেন ফন্ডা অভিনীত 'জুলিয়া' ছবিটিও আমার ভালো লাগত। আরেকটি পছন্দের ছবি ছিল রিচার্ড বার্টন অভিনীতি 'দ্য ফিফ্‌থ অফেনসিভ'। এখানে রিচার্ড বার্টন মার্শাল টিটোর ভূমিকায় অভিনয় করেন। যুগোশ্লাভিয়ায় তার যুদ্ধ আমার মাতৃভূমির সাথে মিলিয়ে ফেলতাম। প্রেমিক-প্রেমিকাদের চুম্বনদৃশ্য এসব ছবিতে সেন্সর করা হতো। স্কুল গেটে সর্বদা একজন গার্ড থাকতো, কিন্তু তার কাছে কখনো বন্দুক দেখিনি, তবে বান্ধবীদের কাছে শুনেছি, তাকে শুটিং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তার কাজ ছিলো সকলের গতি লক্ষ করা এবং অচেনা মানুষদের চিহ্নিত করা।

'রাওয়ার' টাকায় স্কুল চলতো। আফগানিস্তান বা পৃথিবীর অন্যসব অঞ্চল থেকে যারা এখানে অর্থ দান করতো তাদের ধন্যবাদ। বাকি অর্থ আসতো পাকিস্তানে অবস্থানকারী মাইলা আফগান উদ্বাস্তুদের প্রস্তুতকৃত কার্পেট ও হস্তশিল্প পণ্য বিক্রয় থেকে। আমি ছোটবেলায় মায়ের যে আদর্শ দেখেছি, এ স্কুল সেই আদর্শেই কাজ করতো। 'রাওয়া'-ই এখানকার শিক্ষকদের নিয়োগ দিত, ছোট মেয়েদের বেছে আনতো এবং কোন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হবে নির্ধারণ করতো। এখানে আমাদের যা শেখানো হতো, তা পাকিস্তানে অবস্থানকারী আফগান মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে। তাই আমাদের জন্য দিন-রাত কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আমাদের কাউকেই বাইরে একা যেতে দিতো না। আমি নানীকে দেখতে গেলে, আমার সাথে 'রাওয়া'-এর একজন ড্রাইভার যেতো, গেটের বাইরে যাবার পূর্বেই আমাকে গাড়িতে উঠতে হতো।

আমরা স্কুলের পক্ষ থেকেই আউটিং-এ যেতাম তবে খুব কমই। আমরা কোয়েটার এক পার্কের জেহেল নামক লেকে গিয়েছিলাম, এখানে কার্পেটে বসে সবাই আলু ও সেদ্ধ মাংস লাঞ্চ করেছিলাম, সেখানে 'রাওয়া'র পুরুষ সদস্যরা আমাদের সর্বদা চোখে চোখে রেখেছিলো। তাদের অধিকাংশই আমার সদস্যদের নিকট আত্মীয়।

আমরা বাইরে সময় কাটাতে পারতাম না, কারণ শারীরিক কসরত ও ব্যাডমিন্টন ছাড়াও আমাদের দুঘন্টার খেলাধুলা করতে হত বিকেলে। শিক্ষকরা আমাদের যথাসম্ভব খোলামেলা স্থানে থাকতে দিতেন। বেশি রোদ পড়লে, আমরা মাঠ থেকে কার্পেট গুটিয়ে বাড়ির কাজ করতাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা রাওয়া'র মালালাই হাসপাতালে কিছুদিন কাজ করে নানা রোগের নাম জানতে পারি। অনেকেই ফিরে এসে অসুস্থ হওয়ার ভান করলে শিক্ষকরা ধরে ফেলে। মালালাই কোন সাধারণ হাসপাতাল ছিল না। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রাওয়া'র পোস্টার ছিল। এখানে কর্মরত নার্স রোগীদের তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করতো ও অশিক্ষিতদের লেখাপড়া শিখতে উৎসাহ দিত যাতে তারা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

আফগানিস্তান রাশিয়ানের দখলে থাকার সময়ে পাকিস্তান সেখানে একটা ইসলামী তাঁবেদারি রাষ্ট্রের উত্থান চেয়েছিল যা মধ্য এশিয়ার ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর সাথে তার যোগাযোগের রাস্তা তৈরি হয় এবং মধ্য এশিয়ায় বিদ্রোহী মোজাহেদীনরাও পাকিস্তানের সাহায্যে পুষ্ট হতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে মোজাদেহীন দলগুলো দেশব্যাপী ও উদ্ধাস্তু শিবিরে প্রচুর মাদ্রাসা ও ইসলামী মৌলবাদী স্কুল স্থাপন করেছিল। এই সব মৌলবাদী মাদ্রাসার ছাত্ররা রাওয়া-কে শুধু স্তব্ধ করার জন্য নয়, এদের মূল উপড়ে দিতে চেয়েছিল। এইসব আফগানী মৌলবাদীতে ভরা ছিল কোয়েটা, পেশোয়ারসহ অধিকাংশ এলাকা, ফলে আমাদের নিশ্চিন্তে কোথাও যাবার সুযোগ ছিল না।

তা সত্ত্বেও, কাবুলের চেয়ে এ স্কুলে স্বাধীনতা ছিল বেশি, কাবুলে আমাকে কি পরিমাণ ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল তা আমি ভুলতে পারতাম না। একা থাকতে ইচ্ছা হলে মাঠের এক কোণে গিয়ে এসে থাকতাম। ইতিহাস ও ভূগোলের পড়াশোনার চাপ বেশি থাকায় ঘরের কাজ বেশি করতে পারতাম না।

শিক্ষকরা রাশিয়ান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগানদের সংগ্রামের কথা পড়াতেন এবং সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা বলতেন, আর আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠতো ছেলেবেলার কথা। একদিন এক ছাত্রী টিচারকে বললো : বর্তমান আমাদের দেশেতো বিদেশীরা রাজত্ব করছে, কেন আমরা এদেশকে ভালোবাসবো ? আমাদের কি পাকিস্তানকে ভালোবাসা উচিত নয়, যেখানে আমরা বাস করছি ?

আমার মধ্যে কখনো এ ধরনের চিন্তা হয়নি। আমার দেশ আফগানিস্তান এবং সে দেশই প্রিয়। সেখানে কিছু না থাকলেও তাকে উদ্ধার করে গড়ে তোলা দরকার। এসব কথা অনেকসময় মাঠে বসে বসে চিন্তা করতাম। আমি আমার জবরদখলের দেশের কথা ভাবতাম, কখনোই পাকিস্তানকে ভালোবাসতে পারিনি। আমার কখনোই মনে হয়নি, আমার মাতৃভূমিকে পাকিস্তান উদ্ধার করে দেবে।

* * *

ক্লাসের মধ্যে 'রাওয়া' বিষয়ক ক্লাসই আমার সবচেয়ে ভালোলাগত। যখন আমি সুরাইয়ার কাছ থেকে এই সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম তখন আমার বয়স ছিল পনের, তিনি আমাদের রাজনীতি পড়াতেন। তিনি অন্য শিক্ষকদের চেয়ে বয়স্ক ও মায়ের মতো স্নেহশীলা ছিলেন। আমি তার সম্পর্কে সামান্যই জানতাম। স্কুলের বয়স্ক ছাত্রীরা তার রাওয়া'র গোপন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকার ব্যাপারে কানাকানি করতো। আমরা তাকে অবশ্য একজন সাহসী মাইলা হিসেবে জানতাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুরাইয়ার নিকট থেকে আমি গণতন্ত্রের অর্থ শিখেছিলাম, মানবাধিকার ও নারীবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন সংগঠনের কাজ চালাতে পুরুষদের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে, তাই এই সংগঠনকে সেই আদলে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে পুরুষরা নারীদের সহযোগী।

সুরাইয়া আমাদের সাহিত্য পড়তে বলতেন। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস পড়তে বলতেন। নাজিজম্ ও ফ্যাসিজম্ সম্পর্কে জানতে বলতেন। তিনি নিজেকে কখনো আমাদের শিক্ষক ভাবতেন না বরং বলতেন—তোমাদের নিকট থেকেও আমার অনেক শেখার আছে। আমরা তাকে 'আপা' ডাকতাম।

একদিন আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'গণতন্ত্র ফিরে আসতে কত সময় লাগবে ?' তিনি ধৈর্য সহকারে শুনে বললেন, 'এর কোন সময় বাঁধা নেই।' আফগান নারীদের আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি—এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে মা যা বলতো, সুরাইয়ার উত্তর ছিল তারই প্রতিধ্বনি। তিনি কখনো আমার হাল্কা প্রশ্নে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতেন না, ও আমার লেখা খুঁটিয়ে দেখতে লাল কলম ব্যবহার করতেন না, কালো বা নীল কালির কলম ব্যবহার করতেন। বলতেন—আমি তোমাদের মালিক নই।

আমি এ স্কুলে আসার কিছুদিন পর, আমার এক দূর সম্পর্কের কাজিন, আমাকে দেখতে এলো। সে কানাডায় থাকে। রাওয়া-তে আমার সাথে দেখা করলো। সে তার নতুন জীবনের কথা শোনালো ও আমাকে সেখানে গিয়ে পড়াশোনা করার প্রস্তাব দিলো। সে বললো ইংরেজি শিখে নিয়ে তুমি সেখানে যে কোন বিষয় পড়তে পারো। সে প্রতিরোধ বা গুপ্তবৃত্তি সমর্থন করেনি। আফগানিস্তানকে পরিবর্তন করতে রাওয়া'র প্রচেষ্টাকে অর্থহীন মনে করতো।

আমি আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাজার হাজার অবহেলিত নারীর কথা ভাবতাম যারা আমার চেয়ে হয়তো অনেক বেশি মেধাবী হয়েও এ ধরনের সুযোগ পায় না। আমি নানী বা আমার ক্লাসের বান্ধবীদের ছেড়ে যাবার কথা কল্পনাও করতে পারতাম না।

আমার কাজিন দুঃখ পেয়েছিলো, যখন আমি বললাম, যেখানে আছি সেখানেই থাকতে চাই। দেশ ছেড়ে বিদেশ থাকার ইচ্ছা আমার নেই। যখন আমি তাকে একথা বলেছিলাম, আমি বিশ্বাস করি দেশকে ভালোবাসতে হলে, দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকতে হবে। সে তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিল, তুমি এখনও নিতান্ত ছেলে মানুষ, এসব চিন্তা করা তোমার সাজে না। এসব কে শেখালো তোমাকে ?

আমি তাকে কাপুরুষ বলে অপমান করতে চাইনি। শুধু মুচকি হেসেছিলাম তার কথা শুনে।

* * *

সুরাইয়া আমাদের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দিলে আমরা হেসেছিলাম। সুরাইয়া বললেন : তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এখানে নিরাপত্তার অভাব আছে আর আমাদের শত্রুর অভাব নেই। এটা তোমরাও জানো। সুরাইয়া আমার প্রকৃত নাম নয়, কিন্তু দয়া করে আমাকে তোমরা এ নামেই ডাকবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসব প্রস্তাবে আমরা কৌতুকবোধ করতাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম নাম পরিবর্তনে হয়তো আমার পরিচয় আড়াল করা যাবে, বিপদ থেকে বাঁচতে পারবো। বারো বছরের বেশি বয়সী ছাত্রীদের নাম হিসেবে ছদ্মনাম ব্যবহার করতে বলা হতো। এতে আমাদের দায়িত্ববোধ এলো। ভাবলাম, আমরা এখন আর ছোট নই, আমাদের নতুন নাম হয়েছে এর দায়িত্ব বেড়েছে। সুরাইয়া আমাকে একটা নতুন নাম দিলেন, সেটা আমি একটা ছোট কাগজে লিখে রাখলাম। এ নামে বেশ কয়েকবার ডাকার পর আমি বুঝতে পারি, ব্ল্যাকবোর্ডে যাবার জন্য আমাকেই ডাকা হচ্ছে। আমাদের অনেকেই এই নতুন নাম নিয়ে সমস্যায় পড়লো এবং সারা ক্লাসে হাসাহাসি শুরু হল। অনেকদিন পর আমার 'জোয়া' নামটি পছন্দ হলো। একজন রাশিয়ান সাংবাদিক আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন, আমি তার সাথে বেশ কিছুক্ষণ ছিলাম, কারণ সে আফগানিস্তানে নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করেছিলো। আমি আশা করেছিলাম, কাবুলে আমাকে চকোলেট দেওয়া সেই রাশিয়ান সৈনিকের মত সবুজ চোখ ও ব্লন্ড চুলের অধিকারী মহিলা সৈনিক; কিন্তু সে ছিলো বাদামী চুলের। সে আফগানিস্তানের নারী নিয়ে কাজে বেশ উৎসাহী ছিল, তাই আমি আফগানিস্তানে আগ্রাসনকারী রাশিয়ানদের মতো তাকে দেখতাম না, শত্রু ভাবতাম না।

আমি তার সাথে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে হোটেল থেকে ফিরলে সে আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। আমাকে স্নেহচুম্বন ছিল কপালে আর ফিরে যাবার সময় বারবার পেছনে তাকিয়েছিল। ফিরে এসে বললো : কিছু মনে করো না, তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন করার ছিল। আমি হেসে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম : বলুন। রাশিয়ান সাংবাদিকার চোখে পানি দেখলাম। বললো : আমার একটা কন্যা ছিল, সে ক্যান্সারে মারা গেছে। তারও নাম ছিলো জোয়া। আমি তাকে খুবই মিস্ করি। আমি তোমাকে এই নামটি স্থায়ী করতে অনুরোধ করবো। এটা হলে, তার চেয়ে আনন্দের আমার কাছে আর কিছু থাকবে না।

আমি তার অনুরোধে সাড়া দিলাম। আমি বললাম, আমি এ নামটি গ্রহণে রাজি আছি। আমি আফগানিস্তানে আগ্রাসনকারী রাশিয়ানদের কথা ভুল চিন্তা করেছি, একটা দেশের সরকার ও জনগণের মনোভাব বিশাল পার্থক্য আছে। কয়েক সপ্তাহ পর, আমি জানতে পারলাম রাশিয়ান বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী একজন নারীর নামও জোয়া ছিল। রাশিয়ান জার স্ট্যালিনকে খুঁজছিল, তার ঠিকানা জোয়া জানতো। তাই রাশিয়ান জার-এর পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে ঠিকানা বলার জন্য নির্যাতন করলে সে বলেছিল—'স্ট্যালিন আমার বুকের ভিতর,' পুলিশ অফিসার বলেছিল—ঠিক আছে সে ওখানে থাকলে আমরা তাকে সেখানেই হত্যা করব। এই বলে জোয়ার বুক লক্ষ্য করে গুলি করে দিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—দশ

স্কুলে কয়েক বছর কাটিয়ে আমি ও সায়মা আমাদের কিছু বান্ধবীকে নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে সভায় মিলিত হলাম। আমার বয়স তখন ১৬ বছর। আমি আমার দেশের দিন দিন দুরাবস্থা দেখে বেশি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম।

শিক্ষকদের নিকট থেকে ধার করা একটা রেডিওতে আমরা বিবিসি পার্সিয়ান সার্ভিসের খবর শুনতাম এবং আমার ও আমার মত অন্য মেয়েদের যারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তাদের জীবনে সংশয়ে বেড়ে যাচ্ছিল। মুজাহেদীনরা ক্ষমতায় কাবুল দখলের জন্য বিরামহীনভাবে শেল নিক্ষেপ করছিল। ১৯৯৪ সাল থেকে কাবুলে খাদ্য সরবরাহে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল। তাই কাবুলের অনেক মানুষের অনাহারে মরণাপন্ন অবস্থা হয়েছিল।

আফগানিস্তানে আবার নতুন যুদ্ধবাজদের আবির্ভাব হল। মুজাহেদীনদের দুটো পাল্টা দল পূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে অনেকে মোল্লা ওমরের সাথে যোগ দিয়ে নতুন বাহিনী গড়ে তুলল। এরা দক্ষিণ আফগানিস্তানের কান্দাহার শহর ও এর আশপাশের যুদ্ধবাজদের তাড়িয়ে নভেম্বরে কান্দাহার দখল করে নেয়।

এভাবেই 'তালিবান'দের জন্ম ও উত্থান। তারা হাজারে হাজারে মোহাম্মদী নীতির অনুসারী হিসেবে আল্লাহর শুকরিয়া করতো। কান্দাহারের পবিত্র মসজিদে নিয়ন্ত্রণের কাজ করতো আর এভাবেই কান্দাহার ধীরে ধীরে আফগানিস্তানের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মীয় স্থান হিসেবে আবির্ভূত হলো।

কিন্তু তাদর সফলতা কোন স্বর্গীয় আলামত বয়ে আনেনি। মোল্লা ওমর বাহিনী শুধু মোজাহেদীনদের মধ্যকার মৌলবাদী শক্তিরই আখড়া ছিল না। বরং হাজার হাজার মাদ্রাসা ও ইসলামী স্কুলের ছাত্ররাও এতে যোগ দিয়েছিল। এরা এসেছিল আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের উদ্বাস্তু শিবিরগুলো থেকে। মোজাহেদীন সরকারের ওপর সমর্থন প্রত্যাহার করে তালিবানদের সমর্থন করতে তাদের পাকিস্তান সরকারকেও ধন্যবাদ দেয়া উচিত। পাকিস্তান অবশ্য সমর্থন করেছিলো এই ভেবে যে এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে তারা শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই কারণে পাকিস্তান তালিবানদের সবচেয়ে বেশি অস্ত্র যোগান দিয়েছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিসেম্বরের যে রাতে আমরা সভা করার সিদ্ধান্ত নিলাম, সে রাতে বিবিসি পার্সিয়ান খবর দিলো আফগানিস্তানের ক্যান্সার হিসেবে তালিবানরা আরো কটি প্রদেশ দখল করে নিয়েছে। রেডিও বন্ধ করে আমরা পড়ার ঘরে সভা শুরু করলাম। হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে আমরা কার্পেটের ওপর গাদাগাদি হয়ে বসলাম, যাতে গায়ের গরমে উষ্ণ থাকা যায়।

সায়মা প্রশ্ন করলো : আমার কত বছর স্কুলে বসে বসে শুধু পরিকল্পনাই করবে ? আমরা যদি এখানে এভাবে থাকি, আমাদের বয়স থেমে থাকবে না। এখন পর্যন্ত আমরা নিজেদের 'রাওয়া'-র জন্য কি করলাম ?

: এই জীবনে আমরা কি করতে পারি বলে তুমি মনে কর ? 'আমরা সবেমাত্র টিনেজার'—একজন বললো।

: ভুল—আমি বললাম। আমাদের করার অনেক কিছুই আছে। কেউ এটা ভাবলে ভুল করবে যে, ক্লাসের পেছনের সারিতে বসে আমরা কিছুই করছিনা।

আমরা অনেক রাত পর্যন্ত কথা বললাম। রাওয়া'র প্রকাশনায় লেখালেখির বয়স আমাদের হয়েছে। এবং পাকিস্তানের রাওয়ার কার্যক্রমও আমরা অবদান রাখা শুরু করতে পারি। আমাদের অনেকের হাত থেকে উত্তেজনায় কম্বলের ওপর চা পড়ে গেল। সভা শেষে আমি বললাম : 'এখানকার সকলে ব্যাপারটা পছন্দ করুক আর না করুক—কাল আমি ও সায়মা সবার কাছে এটা খোলাসাভাবে আলোচনা করব।'

সোরায়াকে খুঁজে পেলাম। আমরা তাকে বললাম যে স্কুলে আমাদের সময়টা ভালো কেটেছে, কিন্তু এখন আমরা মনে করি যে 'রাওনা'-এর জন্য আমাদের কিছু করার সময় এসেছে। আমাদের এই আবেদনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন না, শুধু বললেন তোমরা যা করতে চাচ্ছো সে সম্বন্ধে খুউব ভালভাবে চিন্তা করে মনস্থির কর। তারপর আমার কাছে এসো।

আমি আর সময় ক্ষেপণ করতে চাইলাম না। বললাম—সিস্টার এ ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট চিন্তা করে মনস্থির করেছি। আমরা আগামীকাল থেকেই কাজ শুরু করতে চাই।

কয়েকদিন পর সোরায়া আমদের ডেকে পাঠালেন এবং জানালেন যে 'রাওয়া' আমাদের অনুরোধ বিবেচনা করে আমাদের একটি নিরাপদ ভবনে যাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে। 'রাওয়া'-এর এ ধরনের কয়েকটি নিরাপদ ভবন কোয়েটা ও পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে আছে। এই সব ভবনে রাওয়া'র তরুণ সমর্থককে থাকার ও কাজ করার বন্দোবস্ত করা হয়। সোরায়া অবশ্য বললেন যে ঐ নিরাপদ ভবনে পৌঁছেই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার মা-বাবার মৃত্যুর পর আমি যে শপথ করেছিলাম তার পরিপূর্ণ করার সুযোগ এলো অনেক বছর অপেক্ষা করার পর। আমার জীবনে এই প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পেলাম। আফগানিস্তান ত্যাগ ও রাওয়া-এর স্কুলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমার জন্য অন্য লোকে নিয়েছিল, কিন্তু এখন এই স্কুল পরিত্যাগ করে স্বাধীনভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত আমিই নিলাম।

আমি কালবিলম্ব না করে নানীর কাছে ছুটে গেলাম। সে বললো—বেটি তোর জীবন বিশেষ ধাতুতে গড়া। আমি তোকে তোর বাবা-মার মতো দেখতে চাই।

* * *

আমরা মেয়েরা মিলে রাওয়া নিরাপদ ভবন পরিচালনা করি, এজন্য আমাদের গর্ব হয়। আমাদের দৈনন্দিন বাজেট আছে এবং কে কোন কাজের দায়িত্ব নেবে তারও চার্চ করা আছে। আমাদের মধ্যে কেউ ভালো রাঁধুনি নেই, তাই যেভাবে রান্না হয় আমরা তা-ই খাই। কাজের মধ্যে একটি কাজ ছিল পাহারা দেয়া, তাই আমরা রাতে দু'ঘণ্টা অন্তর সিফ্‌ট করে ডিউটি বেঁটে নিলাম ভবন পাহারার জন্য। ভবনে একটি বন্দুক ছিল, ভাবি নি কোন দিন এটা কাজে লাগবে।

আমি কোন দিন ইউনিফর্ম পরিনি, নানীর দেয়া কাপড়-চোপড় পরতাম। রাওয়া'র স্কুল থেকে টিচার এসে আমাদের ইতিহাস, রাজনীতি ও ইংরেজি শিক্ষা দিতেন। শুধু প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পড়ানোর জন্য সিলেবাস তৈরি করা ছিল—সংক্ষিপ্ত কোর্সের মত। এক বছরের মধ্যেই আমাদের তিনটি বিষয়ে মোটামুটি শিক্ষা শেষ হয়ে গেল এবং সেই সাথে আমাদের স্কুলজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

এই ক্লাস ছাড়া আমার অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা করার বাধা ছিল না। তাই এর মধ্যে আমি বারটোল্ড ব্রেটের লেখাগুলোর পার্সিয়ান অনুবাদ শেষ করে ফেললাম। তারপর ধীরে ধীরে মার্টিন লুথারের ইংরেজি বক্তৃতাগুলো পড়ে নিলাম। দিনের পর দিন আমি আব্রাহাম লিংকনের ভাষ্য আমার বন্ধুদের কাছে বলেছি। লিংকন বলেছেন—'তুমি কিছু সময়ের জন্য সব মানুষকে বোকা বানাতে পার এবং কয়েকজনকে সব সময়ের জন্য। কিন্তু সব মানুষকে সব সময়েই বোকা বানাতে পারো না।'—এ কথা আমি ব্রেটের লেখায় পেয়েছিলাম।

আমি প্রথমেই যা করলাম, তা হল আফগানিস্তানের কিছু ঘটনার প্রবন্ধ লিখে 'পয়আম-ই-জান' (নারীদের কথা) রাওয়া'র মেগাজিনে প্রকাশ করা। এই মেগাজিন প্রায় এক যুগ পূর্বে এই সংস্থা শুরু করেছিল। আমি আমার বক্তব্যের প্রত্যেক শব্দের দলিল হাতে রেখে প্রবন্ধ লিখতে শিখলাম। কয়েক বছর ধরে লেখার পর আমি বুঝলাম যে বক্তব্য যত জটিল হবে, প্রবন্ধ ততই হৃদয়গ্রাহী হবে। আমি যখন কোন কবিতা পড়তাম, তখন মনে হত যে কথাগুলো আমার বোধগম্য নয়, সেগুলোই সুন্দর। তাই আমাকে ডিকশনারী দেখতে হত। কিন্তু সোরায়া সেই সব বাক্য শিখিয়ে ছিলেন যেগুলো যথাসম্ভব সহজ ও বোধগম্য। তার কারণ ছিল, কেননা, আফগানরা লেখাপড়ায় তত অগ্রগামী নয়। তিনি আরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলেছিলেন যে রাজনীতির গভীরে যাওয়া আমাদের উচিত নয়, এ বিষয় সম্ভ্রান্ত ঝানু রাজনীতিবিদদের—যারা যা বলে তা করে না। গরিব, অজ্ঞ ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের সম্বন্ধে যত্নবান হতে বলেছিলেন এবং তাদেরও যে ভবিষ্যৎ আছে সেকথা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তুলতে বলেছিলেন। শিক্ষক হিসেবে সবজান্তা হয়ে গরিবদের কোন কিছু শিক্ষা দিতে বারণ করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন—একজন নিরক্ষর অজ্ঞ কৃষকও তোমাকে কিছু শেখাতে পারে, একথা কখনো ভুলো না।

নিরাপদ ভবনে তিনমাস কাল বাস করার পর সোরায়া আমাদের জন্য একগুচ্ছ ক্লিপ করা কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলেন। এটা ছিল 'রাওয়া'—সদস্যদের অভিজ্ঞতার খতিয়ান—তাদের জীবনী ও কর্মকাণ্ডের সংকলন। এই ম্যানুয়েলটি আমাদের মন দিয়ে পাঠ করে জ্ঞান সঞ্চয় করতে উপদেশ দেন।

ম্যানুয়েলটি আমি যখন পড়ার সুযোগ পেলাম, মুগ্ধ হলাম। কতকস্থানে আমার চোখ আটকে গেল। তাই আমি সাইমা ও অন্যান্যদের কাছে জোরে জোরে পড়ে শুনিয়েছিলাম। শুধু তা-ই নয়, রাতে কম্বলের নিচে, অন্যদের বিরক্ত না করে টর্চবাতি জ্বালিয়ে পড়েছি। বিধৃত ঘটনাগুলো হাতের লেখা এবং এ পুস্তিকা যে বহুলোকে পড়েছে তার চিহ্ন পরিস্ফুট।

এক সদস্য বিবরণ দিচ্ছেন—কেমন করে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে কাবুলের জেলে আটক হলেন। জেলে থাকাকালীন অবস্থায় তাকে বলা হয়েছিল যে কর্তৃপক্ষ তার ভাইকে হত্যা করেছে। রাওয়া-এর তথ্য ফাঁস করার জন্য তাকে কয়েকদিন লাগাতার দিনে রাতে জেরা করা হয়েছিল—ঘুমাতে দেয়নি। যখনই তিনি চোখ বন্ধ করেছেন অমনি গার্ডদের ব্যাটন তার পিঠে পড়েছে। তবুও তিনি সংস্থার কোন সংবাদ ফাঁস করে দেন নি। পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

অন্য একজন সদস্যকে স্কুলে গ্রেপ্তার করা হয়। স্কুলটি কাবুলের মধ্যে অন্যতম এবং তখনো রাশিয়ানরা আফগানিস্তান দখলে রেখেছে। তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন এবং রাওয়া'র কিছু প্রচারপত্র সহযোগীদের মধ্যে বিলিয়েছিলেন। আফগান সিক্রেট সার্ভিস খাদ (KHAD)-এর লোকেরা সহযোগী শিক্ষকদের বাসা তল্লাশের সময় কিছু ডকুমেন্ট পেয়েছিল, তাই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'খাদ'—হল রাশিয়ার কে-জি-বি-র অনুপ্রাণিত একটি গুপ্ত সংস্থা। ডকুমেন্টগুলো পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে ছিল যারা রাশিয়ার তাঁবেদারে সরকার চালাতো। এদেরকে দেশদ্রোহী বলা হয়েছিল।

পুলিশ ঐ কলিগটিকে ছেড়ে দেয় যখন সে 'রাওয়া'-এর বিরুদ্ধে বলে এবং ঐ সদস্যের নাম বলে দেয়। ফলে সেই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাকে তিনমাসের শিশুসহ জেলে আবদ্ধ করা হয়। যদিও তিনি কোন নিষিদ্ধ সংস্থার সদস্য নন বলে অস্বীকার করেন, তবুও তাকে একবছর জেলে আটকে রাখা হয়। আজ তার সেই শিশুকন্যা তরুণী এবং রাওয়া-এর সক্রিয় সদস্য। আমি সর্বদা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার সাথে ঠাট্টা মস্করা করে বলি, যে তিনমাস বয়সে জেল খেটেছে সে মারাত্মক ক্রিমিনাল। সে হাসে।

ম্যানুয়েলটিকে 'খাদ'-দের নানা ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতনের কাহিনী বিধৃত। কেমন করে বন্দীদের বাঁধা হত এবং সারাদিন রৌদ্রতাপে ফেলে রাখা হত, হাতের নখ উপড়ে ফেলা হত, তাদের যৌনাঙ্গে ইলেক্ট্রিক শক দেয়া হত ইত্যাদি।

এসব কাহিনী পড়ে নির্যাতিত ব্যক্তিদের জন্য আমার মন ব্যথায় ভরে যেত—আর এরাই ছিল আমাদের সংস্থার একনিষ্ঠ সদস্য। আমি যখন সোরায়ার সাথে এ সম্বন্ধে আলোচনা করি, তিনি বলেন যে তাদের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে তা চিন্তা করা যায় না। এতে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি যে, আমি কখনো আমাদের বন্ধুদের বিপদে ফেলবো না, বিট্রে করবো না। আমি একথা চিন্তাই করতে পারি না যে আমার কারণে আমার এক বন্ধুর মৃত্যু ঘটবে।

সোরায়া-ই আমাকে মীনার জীবনী বিস্তৃতভাবে বিবৃত করেন। মীনা ছিলেন কবি এবং রাওয়া-এর প্রতিষ্ঠাতা। আমি স্কুলের দ্বারপ্রান্তে তার ছবি দেখেছি। ১৯৭৭ সালে যখন তিনি মাত্র বিশ বছর বয়সে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন তখন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইসলামী আইনের ছাত্রী ছিলেন। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য সমযোগ্যতা ইকোয়ালিটি। এর পরেই রাশিয়ান দেশ আগ্রাসন এবং 'রাওয়া' আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। সেই থেকে রাওয়া-এর সংগ্রাম শুরু, কিন্তু অহিংসভাবে। রাওয়া কোন নির্দিষ্ট পার্টির জন্য আন্দোলন করেনি, করেছে স্বাধীন গণতান্ত্রিক আফগানিস্তানের জন্য।

মীনা তার লেখায় আফগানিস্তানের নারীদের বলেছেন 'ঘুমন্ত সিংহ—যখন জাগবে অসমশক্তি সহকারে জাগবে।' তার একটি কবিতায় নাম ছিল 'কখনো ফিরবো না' :

"আমি সেই নারী, জাগ্রত নারী,
আমি জেগেছি, আমার ভস্মীভূত
সন্তানদের ভস্ম থেকে ঝঞ্ঝারূপে,
আমি উঠেছি আমার ভাইদের রক্তনদী থেকে,
আমার জাতির ক্রোধ আমাকে দিয়েছে শক্তি।
আমার দগ্ধ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামগুলো
শত্রুর বিরুদ্ধে এনে দিয়েছে ঘৃণা।
হে আমার সঙ্গীরা, আমাকে আর দুর্বল ও অসমর্থ ভেবো না।
আমার কণ্ঠস্বর মিশে গেছে
হাজারো জাগ্রত নারীর কণ্ঠস্বরের সাথে।
আমার দৃঢ় মুষ্ঠি মিশে গেছে
হাজারো সহযোগীর উদ্ধত মুষ্টির সাথে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাসত্বের শৃংখল ভেঙে দিতে, নির্যাতন স্তব্ধ করে দিতে।
আমিই সেই নারী যে জেগেছে,
এবং দেখেছে তার পথ, যে পথ থেকে সে আর ফিরবে না।"

যদিও তিনি কোয়েটার তার নির্বাসনে দিনযাপন করেছিলেন, তবুও জানতেন যে তিনি বিপদমুক্ত নন। এই নির্বাসিত জীবনের মাঝেও তিনি কোয়েটায় মালালাই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তার জীবনে কয়েকবার হুমকি এলে তিনি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন, কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ না সে কথা শুনেছে, না দিয়েছে নিরাপত্তা।

কোয়েটায়, তার নিজের বাসায় অবস্থানকালে খাদ-এর এক এজেন্ট তাকে গলায় সরু দড়ি জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে, তখন তার বয়স মাত্র তিরিশ। সোরায়া আমাকে জানান যে মীনার হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত সন্দেহজনক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিল গুলবুদ্দিন হিকমতিয়ার। যুদ্ধবাজ হিকমতিয়ার রাশিয়ানরা চলে যাবার পর পর্বতের অন্তরাল থেকে কাবুলের লোকজনদের ওপর তিন বছর ধরে গোলাগুলি বর্ষণ করেছে। রাজধানী শহরের ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য সে দায়ী। মীনার জীবনচরিত এখনো আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

সোরায়া বলেছিলেন—তুমি তো জানো বিপদের কথা, সে বিপদের সম্মুখীন হতে তুমি কি প্রস্তুত ? যদি এই বিপদের পথ বেছে নাও, তাহলে হয়ত জীবনে অর্থ ও ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে না, বরং গ্রেপ্তার হয়ে নির্যাতিত হওয়ার আশংকা আছে। কথা আদায়ের জন্য তোমার জীবন সংশয়ও হতে পারে। মনে রেখো, যদি এস্থান পরিত্যাগ করতে চাও, দরজা খোলা আছে; হয়ত একসময় আসতে পারে যখন তুমি খুব ক্লান্ত বোধ করবে এবং খুব শঙ্কিতও হবে। সে সময়ও তুমি সংস্থা ছেড়ে যেতে পারো, কিন্তু রাওয়া-এর গোপন কথা তোমার অন্তরেই রাখবে, ফাঁস করবে না।

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করেই আমি জবাব দিয়েছিলাম—আমি জানি, আপনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং আমিও তদ্রূপ করতে চাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—এগারো

নিরাপত্তা ভবনে বাস ও কাজ করে আমি আস্তে আস্তে রাওয়া-এর একজন সদস্যরূপে পরিগণিত হলাম—অর্থাৎ আমাকে সকলেই সদস্যরূপে গ্রহণ করলো। এই সংস্থা সদস্য গ্রহণের জন্য কোন অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী নয়, তাই একদিন শুধু আমার হাতে একটা সদস্যপত্র ধরিয়ে দেয়া হল। এরপরেই সোরায়া আমাদের বললেন যে মুজাদেহীন যুদ্ধবাজরা রাওয়া-এর কয়েকজন সদস্যদের নাম মৃত্যু-লিস্টে লিখে রেখেছে। পাকিস্তানে অবস্থিত আমাদের হেড কোয়ার্টার বেশ কয়েকটি হুমকির ফোন কল পেয়েছিল। কয়েকজন মহিলা এই সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য এলে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়, কেননা ঐসব মহিলাকে সন্দেহ করা হয়েছিল গুপ্তচর বলে—যাদের যুদ্ধবাজরা পাঠিয়েছিল।

আমরা তরুণী যারা ছিলাম তারা অনভিজ্ঞ, তাই ভুল হত। নিরাপদ ভবনে ফেরার পর একরাতে আমাদের মধ্যে একজন তার ঘুমন্ত বন্ধুর বিছানার তলে একটা টিকটিকি রেখে দেয়, পরে তাকে জাগিয়ে তোলে। মেয়েটি বিছানার নিচে জ্যান্ত টিকটিকি দেখে চিৎকার করে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে। সোরায়া এতে আমাদের সাবধান করে বলেন—এ ধরনের মেয়েলী খেলা আমাদের জীবনে বিপদ ডেকে আনতে পারে। কারণ এই চিৎকারে পড়শীদের কৌতুক জাগতে পারে এবং তারা আমাদের কাজকর্ম ও গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখতেও পারে।

আমাদের এই ভবন গরিব গ্রাম্য অঞ্চলে এবং এখানকার লোকজন বন্ধুবৎসল, কৌতূহলী নয়—যেমন শহর এলাকার লোকজনেরা হয়ে থাকে। একদিন আমরা ভবনে প্রবেশ করার সাথে সাথে এক কুৎসিত বৃদ্ধারমণী আমাদের দেখতে আসে। বৃদ্ধা মহিলা দেখে আমি তাকে রাস্তায় দাঁড় না করিয়ে ভেতরে নিয়ে আসি। ভেতরে এসেই বৃদ্ধা হাজার প্রশ্ন শুরু করে দেয়—কেন আমরা এখানে, কি করি ইত্যাদি। আমি তাকে বলি যে আমরা সবাই বোন। বুড়ির চোখ তীক্ষ্ণ ছিল। সে বলে—কিন্তু তোমরা তো দেখতে একরকম না। সে ঠিকই ধরেছিল, কারণ আমরা বিভিন্ন গোত্র থেকে এখানে জড়ো হয়েছি। তারপর বুড়ি আরো প্রশ্ন করে খুঁটিনাটি জানতে চায়। যেমন—তোমার বাবা-মা কোথায়? নিশ্চয়ই তুমি নিজের ইচ্ছায় এখানে বাস করছো না ইত্যাদি।

এইভাবে বুড়ি আমাকে এক জটিল অবস্থায় ফেলে দেয়। আমি বলি—আমাদের বাবা-মা আলাদা হয়েছে, বাবা আমেরিকায়, তাই আমাদের মা-রা

www.BanglaBook.org

এখানে ভাইদের সাথে বসবাস করার জন্য পাঠিয়েছে। আমার কথায় বুড়ির বিশ্বাস হলো না। পরে সে চলে যায়।

কয়েক সপ্তাহ পর একদল পুলিশ প্যাট্রোল আমাদের ভবনে এসে হাজির। মহা বিপদ। সম্ভবত সেই কুৎসিত বুড়ি কিছু বলে থাকবে। পুলিশ এল এমন সময় যখন আমরা রাওয়া'র কিছু গান রেকর্ড করছিলাম আমাদের সমর্থকদের কাছে বিলি করার জন্য। গান রেকর্ড করার পর আমরা হাসাহাসি করছিলাম। পুলিশ একসঙ্গে এতো তরুণী মেয়ে দেখে বিস্মিত হল। তারপর যখন কিছু যুবক—যারা আমাদের সাথে যন্ত্রসঙ্গীত বাজায়—এসে পৌঁছালো, তারা এই ভবনে রাত্রি বাস করে আলাদাভাবে। এসময় আমরা ছেলেমেয়ে মিলে হাসি-ঠাট্টা করছিলাম, এমন সময় তিনজন পুলিশ অফিসার এসে হাজির। গায়ে ময়লা ইউনিফরম, হাতে অস্ত্র। তখন বেশ রাত হয়েছে। আমরা ছেলেমেয়েরা আলাদা ঘরে কার্পেটে শুয়ে আছি। পুলিশ এসে হৈ চৈ শুরু করে দিল। আমরা বিছানা ছেড়ে বাইরে এলাম। পুলিশ ভেতরে ঢুকে কার্পেটে ইত্যাদি তুলে তল্লাশি শুরু করলো। তারা অনেক তরুণ-তরুণী এই ভবনে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। ভাবলো আমরা মেয়েরা বেশ্যা, আর ছেলেরা সব খদ্দের। তারা ভয় দেখালো, থানায় যেতে হবে, তারপর কোর্টে। শেষে আমরা আমাদের সংস্থার পুরানো বয়স্ক সদস্যদের ডেকে আনলাম। তারা আমাদের মা বলে পরিচয় দিলেন। কিন্তু এতে পুলিশদের ঠাণ্ডা করা গেল না। পরিশেষে কিন্তু অর্থ ঘুষ দিয়ে ফয়সালা করা হয়।

পুলিশরা ছিল ঘুষখোর তাই প্রায় কিছু একটা বাহানা করে আসতো আর টাকা নিত। এমন কি ৫০ টাকাও নিতে বাধতো না; বলতো চা-নাস্তার জন্য কিছু দেন। কিন্তু তবুও তারা রাওয়া-এর অন্যান্য নিরাপদ ভবন খুঁজে পেতে চেষ্টা করতো এবং সংস্থার সদস্যদের খোঁজে ঘোরাফেরা করতো। সন্দেহ বশে কাউকে ধরলে তাদের আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করতো। আমাদের মেয়েদেরও ধরতে পারলে গারদে আটকে দিত—সে স্থান মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়।

সময় সময় আমি বোকার মত কিছু ভুল করে বসতাম যা আমার ও আমার বন্ধুদের বিপদে ফেলতে পারতো। কোয়েটা আমাদের জন্য নিরাপদ শহর ছিল না। কোন সদস্য রাস্তায় একা নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পেত না। তাই মাঝে মাঝে সাথে দেহরক্ষী নিয়ে বের হতে হতো। এসব ভুলের জন্য আমি মাফ চেয়ে নিজেকে শুধরে নিতাম; কিন্তু আমার ভুলভ্রান্তির জন্য কোন দিন শাস্তি পাই নি।

একবার সোরায়া ভীষণ ক্ষেপে যান—এমনভাবে ক্ষেপে যেতে দেখিনি। আমরা কিছু নানরুটি খেয়ে কিছু টুকরো ফেলে দিয়েছিলাম বাসি বলে। আমরা সব সময় তাজা গরম নান এনে প্রতিদিন খেতাম আর রুটির শক্ত টুকরোগুলো প্লাস্টিক ব্যাগে পুরে রান্না ঘরের সামনে ফেলে রাখতাম অন্যান্য ময়লার সাথে। এধরনের একটি টুকরো রুটির ব্যাগ সোরায়ার চোখে পড়ে। এতে তিনি মারাত্মকভাবে ক্ষেপে ওঠেন। চিৎকার করে বলেন—তোমাদের লজ্জা পাওয়া

www.BanglaBook.org

উচিত; আমাদের চারদিকে অসংখ্য গরিব মানুষেরা খাওয়ার জন্য সামান্য রুটি পায় না, আর তোমরা রুটি ছিঁড়ে ফেলে দাও। কোন রাজা-বাদশা'র মেয়ে তোমরা ? এটা শুধু খাদ্যের অপচয় নয়, দরিদ্র লোকজনের প্রতি অপমানজনক আচরণ। এসব রুটির টুকরো গরিবদের দিলেই পারতে। তোমাদের কোন ধারণা নেই, কোথা থেকে টাকা পয়সা আসে তোমাদের পেছনে খরচ করার জন্য—আকাশ থেকে পড়ে না। তিনি আরও বললেন—তোমরা জানো এসব অর্থ আসে সদস্যদের ঘাম ঝরানো কাজের মধ্য দিয়ে, এবং যারা সমর্থক তাদের সাহায্য থেকে। এ অর্থ অপচয়ের জন্য নয়।

আমাদের লজ্জা হল বক্তব্য শুনে। পরবর্তী তিনদিনের জন্য সোরায়া আমাদের তাজা গরম রুটি কিনতে বারণ করলেন, আমরা আরও লজ্জা পেলাম যখন তিনি আমাদের সাথে সেই বাসি ও ফেলে দেয়া রুটির টুকরোগুলো অন্যান্য খাদ্যের সাথে খেতে বসে গেলেন। তার দেখাদেখি আমাদেরও সেই ফেলে দেয়া রুটি খেতে হল। বাসি রুটির গায়ে হলুদ হয়ে যাওয়া অংশগুলো ছেঁটে পানিতে ডুবিয়ে খেতে হল, অন্যগুলো সেঁকে নিতে হল তারপর চায়ে ভিজিয়ে খেলাম।

এখনো আমার মুখে সেই বাসি, ফাংগাস পড়া রুটির স্বাদ লেগে আছে।

* * *

আমাদের নিরাপত্তা ভবনে প্রবেশ করার আগে আমরা দেখতাম কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে কিনা, কিংবা দূর থেকে দৃষ্টি রাখছে কিনা। এসব আমাদের শেখানো হয়েছিল। যদি এ ধরনের কিছু সন্দেহ হত তাহলে সে অবস্থাকে এড়িয়ে নিরাপদে ভবনে পৌছার কৌশলও আমরা শিখেছিলাম। আমরা দ্রুত রাস্তা পরিবর্তন করতাম কিংবা কোন ভবন বা দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে অনুসরণকারীদের এড়িয়ে যেতাম। আমরা জানতাম যে আমাদের টেলিফোন কল ট্যাপ করা হয়, তাই পারতপক্ষে টেলিফোনে কথাবার্তা পরিহার করে চলতাম।

একদিন বিকেলে যখন ড্রাইভার আমাকে একটি হোটেল থেকে নিরাপদ ভবনে নিয়ে আসছিল, আমি বুঝতে পারলাম আমার গাড়িটি কেউ অনুসরণ করছে। আমি একা বিদেশী সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিয়ে তখন হোটেল থেকে ফিরছিলাম। আমার মনে হল কোন আই এস আই সদস্য—অর্থাৎ পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্ট সার্ভিসের লোক। পুলিশের মতো আই এস আই-এর সদস্যরাও আমাদের গতিবিধি লক্ষ করে রাওয়া'র নিরাপত্তা ভবনের সন্ধান নেবার চেষ্টা করতো। ঐ আই এস আই গুপ্তচর আমাদের বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে হোটেলে কথাবার্তা বলতে দেখেছিল এবং মনে করেছিল সম্ভবত আমি রাওয়া'র সদস্য।

আমি ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। গুপ্তচরটিও থামলো, তবে বেশি দূরে নয়। আমি গাড়ি থেকে বের হয়ে সেই গাড়ির কাছে গেলাম এবং তাদের খোলা জানালায় মুখ রেখে জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনাদের জন্য কিছু করতে পারি কি ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাড়ির মধ্যে বসা দুজন লোক কোনকথা না বলে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইলো আমার মুখের দিকে।

আমি বললাম—'দেখুন, আপনারা নিশ্চয় জানেন আমি রাওয়া'র একজন। যদি আপনারা আমাদের সাথে আলাপ করতে চান, টেলিফোনে সময় ঠিক করে নেবেন। আমি কোন গোপন আড্ডায় যাচ্ছি না, বাজারে যাচ্ছি। আমাকে অনুসরণ করে আপনারা রাওয়া'র কোন নিরাপদ ভবন বা কোন সদস্যকে ধরতে পারতেন না। তাই দয়া করে আমাকে অনুসরণ করবেন না।'

এরপর আমি আমার কার্ড বের করে তাদের নাকের সামনে ধরলাম। কার্ডে আমার আসল নাম ও ঠিকানা ছিল না, কিন্তু তারা সেদিকে না লক্ষ করে মৃদু হাসলো।

তাদের মধ্যে একজন শেষে জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা তোমাদের অফিস গোপন রাখো কেন, আর নকল নাম কার্ডে ব্যবহার কর কেন?

বললাম : কারণ, আমাদের সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মীনাকে এই পাকিস্তানে হত্যা করা হয় এবং পাকিস্তান সরকার আফগান মৌলবাদীদের সমর্থন করে।

আমার জবাব শুনে স্বীকার করলো যে তারা আই এস আই-এর লোক। এই বলে গাড়ি হাঁকিয়ে প্রস্থান করলো।

* * *

আমাকে আরও কাজ দেয়া হল। আমি সঙ্গে কিছু সদস্য নিয়ে একদিন শুক্রবারে শহরের বড় বাজারে আমাদের মেগাজিন 'নারীদের বাণী' (Women's Message) বিতরণ করতে গেলাম। আমাদের এক পুরুষ সমর্থক নজর রেখেছিল আমরা পুলিশ কিংবা আফগান মৌলবাদীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি কিনা। বোরখা পরে আমি বাজারে অন্ধকার মোড়গুলোতে আফগানদের খুঁজছিলাম। এদের গায়ের রং পাকিস্তানির চেয়ে একটু বিবর্ণ ফ্যাকাসে। কোন আফগানকে পাকিস্তানে দেখতে পেলে আমি আমার দেশের জন্য দুর্বল হয়ে পড়ি—'হোমসিক' হয়ে যাই।

একজনকে দেখলাম সম্মুখে কিছু পেঁয়াজ নিয়ে একটা অপরিষ্কার স্থানে বসে আছে বিক্রি করার জন্য। তার সাথে কথা শুরু করলাম। সে আমাকে বললো যে তার দেশ কাবুলে এবং পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। কাবুলে যুদ্ধের ডামাডোলে সবকিছু খুইয়ে সে বাধ্য হয়ে পাকিস্তানে এসেছে। সে আমাদের মেগাজিন কিনতে চাইল এবং বললো তার সন্তানদের পড়ে শোনাবে। কিন্তু মেগাজিন কেনার জন্য তার কাছে বিশ টাকা নেই।

সে আমাকে বললো—কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমার পেঁয়াজ বিক্রি হলে এর মূল্য শোধ করে দেবো। আমি তাকে বিনামূল্যে একটি মেগাজিন দিলাম।

* * *

১৯৯৬-র সেপ্টেম্বর মাসে ইসলাম ধর্মবাদীরা আমার শহর কাবুল দখল করে বসল। তারা কান্দাহার থেকে এসেছিলো। রকেট বর্ষণ করে মুজাহিদীনদের মতই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারা কাবুল দখল করে নিল। মোল্লা ওমর স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে প্রফেটের জোব্বা পরে তার অনুসারীদের কাছে ইসলাম-ধর্মধারী ব্যক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলো। এরাই তালিবান—মাদ্রাসার পড়ুয়া ছাত্ররা ইসলাম ধর্ম রক্ষায় জান কবুল করেছে।

তালিবানদের প্রথম কর্ম ছিল আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও 'খাদ' সিক্রেট সার্ভিসের সর্বময় কর্তা নাজিবুল্লাহকে টেনে বের করা। নাজিবুল্লাহ তখন প্রেসিডেন্ট ভবনের কথিত জাতিসংঘের কম্পাউন্ডে গা ঢাকা দিয়েছিল। ভরা রাতে তালিবানরা সেখান থেকে নাজিবুল্লাকে টেনে বের করে প্রথমে তার অঙ্গ ছেদ করে পরে গুলি করে মারলো। নাজিবুল্লাহকে হত্যা করে তার দেহ আরিয়ানা স্কোয়ারে প্রদর্শনী স্বরূপ ঝুলিয়ে রাখলো। নাজিবুল্লাহর ভাইকেও অনুরূপভাবে হত্যা করে ঝুলানো হল। এরপর মৃতদেহের মুখে ও নাকের মধ্যে ব্যাংক নোট গুঁজে দিল, কিছু নোট গোঁড়ালিতে বেঁধে চরমভাবে মৃতদেহ ও মানুষের অপমান করলো।

তারপর দিনের পর দিন ডিক্রি ও অধ্যাদেশ প্রকাশ করে পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করে কঠোরভাবে আল্লাহর আইনের নামে অত্যাচার শুরু করলো। মেয়েদের ঘরের বাইরে এলে তাবি বোরখা পরার আদেশ দেয়া হল। বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ হল। বাইরে বের হতে হলে সাথে 'মাহরাম'—অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া বের হওয়া বন্ধ হল। মেয়েদের কর্মজীবন নিষিদ্ধ হল—অর্থাৎ অফিসে-আদালতে, দোকানে-বাজারে, কোনখানেই কাজ করতে পারবে না। রমজান মাসে কোন নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েদের রাস্তায় বিচরণ নিষিদ্ধ হল।

অসুস্থ মেয়েদের কেবলমাত্র মেয়ে ডাক্তার পরীক্ষা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে, নচেৎ নয়। মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল, কারণ, তালিবানদের মতে, স্কুল হল নরকের দ্বার, এবং বেশ্যাবৃত্তির প্রথম ধাপ। মেয়েদের হাসতে বারণ, এমনকি জোরে কথা বলাও চলবে না, কারণ নারী কণ্ঠ পুরুষের যৌনেচ্ছা উদ্রেক করে। জুতার উঁচু হিল পরে হাঁটা নিষিদ্ধ হল কারণ মেয়েদের পায়ের শব্দে পুরুষরা উত্তেজিত হবে। প্রসাধন করা ও নখে রং দেয়া বন্ধ হল। যেসব মেয়ে এই সব নির্দেশ অমান্য করবে তাদের প্রহার করা হবে, চাবুক মারা হবে কিংবা পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

আফগানিস্তানে সমস্ত 'হামাম' বন্ধ করে দেয়া হল—যেখানে মেয়েরা মাঝে মাঝে গণগোছল করত। পুরুষদের দাড়ি রাখতে নির্দেশ দেয়া হল। গান-বাজনা, টেলিভিশন নিষিদ্ধ হল, তেমনি নিষিদ্ধ হল খেলাধুলা ও ঘুড়ি ওড়ানো।

আমার মনে হয় এসব একদল মূর্খ ও অজ্ঞ ক্রিমিনাল আতঙ্কবাজদের কর্ম—যারা নিজেদের নাম পর্যন্ত লিখতে পারে না।

আমরা শীঘ্রই জানতে পারলাম যে তালিবানরা 'রাওয়া' সদস্যদের নাম মৃত্যু তালিকায় উঠিয়েছে—ধরলেই মেরে ফেলবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আমি পড়লাম তালিবান নেতারা আমাদের বিধর্মী, সি আই এ এজেন্ট, বেশ্যা বলে

www.BanglaBook.org

অভিহিত করেছে, কারণ আমরা বাইরে বের হই এবং সাথে পুরুষ নিয়ে ঘুমাই। তাই যেখানে রাওয়া-সদস্য ধরা হবে, কোন বিচার ছাড়াই সাথে সাথে হত্যা করা হবে—কারণ এই নির্লজ্জ, বেহায়া মহিলাদের পৃথিবীর বুক থেকে নাম নিশানা মিটিয়ে দিতে হবে। মুজাহিদীনদের আমলে আমরা বেসরকারীদের ব্ল্যাক লিস্টে ছিলাম, তালিবান আমলে সে লিস্ট সরকারীভাবে গৃহীত হল।

আমরা বুঝলাম যে পাকিস্তান সরকার কর্তৃপক্ষ থেকে আমরা কোন আশ্রয়ের আশা করতে পারি না। প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো তালিবান সরকারকে স্বাগত জানিয়ে তাদের কাবুল বিজয়কে মহান কর্ম বলে অভিহিত করলেন এবং স্টেটমেন্ট ঝাড়লেন এই বলে যে তালিবানরা যদি আফগানিস্তানকে সুসংহত করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, পাকিস্তান সরকারের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।

আফগানিস্তানের অবস্থা যতই সঙ্গীন হতে চললো, 'রাওয়া'-তে আমার কর্মতৎপরতা বেড়ে গেল এবং আমার অবস্থানও মজবুত হল। আমার জীবনে বিশেষ একটা মাইলফলক, যা আমার নানীর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামাবাদে আমার বন্ধু মরিয়মের বিয়ের সময় তার আত্মবিসর্জনের আমি প্রশংসা করি। সরাসরি নিজের কাজ শেষ করে সে বিয়ে পিঁড়িতে বসে। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর সে তার নতুন শাশুড়ি ও আমাদের নিয়ে সাধারণভাবে ভাত ও মুরগির গোস্ত খেতে বসে। মাত্র খেতে আরম্ভ করেছে। এমনি সময় 'রাওয়া' থেকে টেলিফোন এলো, তাকে অন্য একটি শহরে যেতে হবে। তিনঘণ্টার যাত্রা।

কোন বাক্য ব্যয় না করে মরিয়ম তার স্বামীকে 'গুড বাই' জানিয়ে চলে গেল। বলে গেল দুদিনের মধ্যেই ফিরবে। তার স্বামীর কোন অভিযোগ ছিল না, তার শাশুড়ি নির্বাক, কিন্তু চোখে-মুখে একটা বিরক্তি। মরিয়াম চলে গেলে, আমরা আবার খেতে বসলাম। এবার তার শাশুড়ি হতাশা ব্যক্ত না করে থাকতে পারলো না।

একটু ঠাণ্ডা হাসি হেসে বললো—'আশ্চর্য ব্যাপার। সদ্য বিবাহিত নববধূ সন্ধ্যায় স্বামী ছেড়ে চলে গেল, বাসরও হল না। কেমন তরো কথা ? আমার মনে হয় রাওয়া-এর কিছু বিশেষ ট্রাডিশন আছে যা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমে নেই। এই ট্রাডিশনগুলো অবাক করা ট্রাডিশন। কোন দর্শন থেকে এর উদ্ভব আমি ভাবতে পারি না।'

আমি আমার 'রাওয়া'—বন্ধুদের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলাম। ভদ্রমহিলার কথা শুনে আমাদের হাসি পেলেও হাসতে পারলাম না। ভদ্রতায় বাধলো।

কয়েক গ্রাস ভাত গিলে মরিয়মের শাশুড়ি আবার বললো—'এই সন্ধ্যা ও রাত্রির তোমাদের কাছে হয়তো কোন মূল্য নেই, কিন্তু আমার কাছে এর গুরুত্ব অনেক।'

আবার আমরা চুপ করে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কিন্তু ভদ্র মহিলার আমাদের প্রতিক্রিয়া শোনাবেই, তাই আবার বলে উঠলো : এই সংস্থার সভ্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হওয়ায় দোষ নেই, ভাল কথা। কিন্তু আমি কখনো চিন্তাই করতে পারি না যে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার অর্থ এই নয় যে কোন নববধূ বিয়ের রাতেই স্বামীকে ছেড়ে কর্তব্য পালনে বাধ্য হবে স্বামীর সম্মতি না নিয়ে।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম : আপনার এভাবে অভিযোগ উত্থাপন করা ঠিক নয়। আপনাদের শ্রদ্ধা করি সত্যি। কিন্তু মরিয়মের একটা কর্তব্য আছে, যা তাকে পালন করতে হবে। সে এ স্থান ত্যাগ করে কোনখানে আনন্দ-উৎসব বা আত্ম-বিনোদন ভোগ করতে যায়নি, কর্তব্যে গেছে। এর সমালোচনা না করে, আপনার গর্ববোধ করা উচিত।

মরিয়মের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে আমি যেন নিজের কথাই বলে ফেললাম। কারণ, আমিও হয়ত এ অবস্থায় পড়লে, মরিয়মের মতই করতাম। বলতে কি, আমার নিজের ব্যক্তিগত কোন জীবন নেই এবং তার জন্য দুঃখও নেই। আমি আমার মধ্যে এমন কোন বিশেষ বস্তু দেখি না,যার জন্য কোন পুরুষ আমার পানে অন্য চোখ নিয়ে তাকাবে। আমি স্বপ্নেও ভাবি না কোন পুরুষ আমার দিকে দৃষ্টি দিক বা আমার প্রেমে পড়ুক। আজ অবধি আমার জীবনে প্রেম-ভালোবাসা ঠাঁই পায়নি এবং কোনদিনই কোন পুরুষের সাথে সঙ্গম-সুখ অনুভব করি নি। আমার কাছে এই আনন্দের কোন গুরুত্ব নেই, অর্থও নেই, স্থানও নেই; চিন্তাও নেই। আমি শুধু চিন্তা করি আমার দেশে কখন শান্তি ফিরে আসবে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, পুরুষ মানুষ নারীদের সম্মান দিতে শিখবে, হয়তো তখন আমি বিয়ের কথা চিন্তা করবো। যে আমার জীবন সাথী হবে সে আমাকে সম্মান দেবে, ভালবাসবে—আমার কাজে-কর্মে সমর্থন জোগাবে। আমার এই চিন্তাধারায় বাবা-ই আমার 'মডেল', কারণ বাবা আমার মাকে ও তার কর্মকাণ্ডকে সম্মান করতেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চতুর্থ অংশ

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—বারো

আমি দোকান ও দোকানদারদের পছন্দ করি না, কিন্তু সবচেয়ে ঘৃণা করি এক ধরনের পোশাক যাকে 'বোরখা' বলে, কিন্তু সেই বোরখা-ই আমাকে কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমি বাজারে এসেছিলাম বোরখা কিনতে। দোকানদাররা অতি আধুনিক মডেলের বোরখা দেখালো, মনে হল এসব পরলে ভূতের মতো দেখাবে। সাধারণ সবুজ রং-এর আমার মাপের সস্তা দামের পলিস্টারের বোরখা কিনে আমার সার্ট ও পাজামার উপর চাপিয়ে দেখে নিলাম।

বোরখা পরে দু'পা হেঁটেই, দোকানদারকে বললাম : আমি তো কিছুই দেখি না, মনে হচ্ছে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবো। রাস্তা চলবো কিভাবে ? একটুখানি গায়ে বোরখা চাপিয়ে ভারি বোধ হয় এবং জুন মাসে কয়েক মিনিট গায়ে রাখতেই ঘেমে উঠলাম।

দোকানদার বললো : চিন্তা করবেন না, অভ্যস্ত হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে, কোন সমস্যা হবে না। মানুষ অভ্যাসের দাস।

বোরখা খুলে ফেললাম। দোকানদারের হাতে দিয়ে বললাম—প্যাক করে দাও। দাম দিলাম পাঁচশো টাকা। দোকানদার বোরখাটি ভালমত ভাঁজ করে প্যাক করে দিল।

দোকান থেকে বের হয়ে এলাম তাড়াতাড়ি।

আমার গায়ের রক্ত গরম হয়ে গেল। যে বস্তু আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি সেটা আমার হাতে এবং এর জন্য দোকানদারকে অর্থও দিয়েছি। যদি পারতাম, তাহলে ঐ বোরখার দোকানটাই জ্বালিয়ে দিতাম পেট্রোল দিয়ে। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ এদেশ ও সরকার নারীদের বন্দী করে ঢেকে রাখতে চায়, রাস্তায় ভূতের মিছিল দেখতে চায়।

আমার কোন ইচ্ছা নেই এই ঘৃণ্য বস্তুটি গায়ে চাপিয়ে অভ্যস্ত হই দোকানদারের সুপারেশ মত। তবে দরকার হলে সংস্থার কাজে এ বস্তু আমাকে ব্যবহার করতে হবে, অভ্যস্ত হবার সুযোগ তখন পাওয়া যাবে।

১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস। গ্রীষ্মকাল। 'রাওয়া'-তে আমার প্রায় তিন বছর হল। এখন রাওয়া কর্তৃপক্ষ আমাকে আমাদের মাতৃভূমিতে এক মিশনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঠাচ্ছে। আফগানিস্তানের কিছু 'রাওয়া' সদস্য পাকিস্তানে রাওয়া কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের কিছু সমস্যা আলোচনার জন্য প্রতিনিধি পাঠাতে বলেছে। তাই এ কাজের দায়িত্ব আমাকেই দেয়া হল। তাদের যা সমস্যা তা চিঠিতে ব্যক্ত করা বিপজ্জনক তাই এই অনুরোধ।

আমাকে আরও বলা হল আফগানিস্তান থেকে কিছু সদস্য মহিলা পাকিস্তানে নিয়ে আসতে যাতে তারা পাকিস্তানে আসন্ন এক প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিতে পারে। অন্ততপক্ষে দু'হাজার মহিলা কাবুল থেকে পাকিস্তানে নিয়ে আসার ধারণা দিয়ে আমাকে পাঠানো হচ্ছে। বলা হল এসব মহিলাকে তালিবানদের অগোচরে পাকিস্তানে আনতে হবে, আবার ফেরতও পাঠাতে হবে কাবুলে। তাদের কাজ শুধু মিছিলে অংশ নেয়া।

'রাওয়া'-র আমার বন্ধু আবিদা আমার সঙ্গী হবে। সদস্য হিসেবে আবিদা আমার সিনিয়র এবং এর পূর্বে সে কাবুলে গিয়েছিলো। একজন মধ্যবয়সী পুরুষ, জাবেদও আমাদের সাথে 'মাহরাম' (ঘনিষ্ঠ আত্মীয়) হিসেবে যাবে। জাবেদ আমাদের সংস্থার সমর্থক। আফগানিস্তানে যাবার জন্যে জাবেদ কয়েক সপ্তাহ ধরে দাড়ি রাখছে। বর্ডার পর্যন্ত একজন ড্রাইভার আমাদের পৌছে দিবে। যাত্রীদল ছাড়া, এই মিশন সম্বন্ধে সংস্থার মাত্র ছ'জন জানে, আর কেউ নয়।

আমার ব্যাগে বোরখা পুরতে ঘৃণা বোধ করলাম, কিন্তু উপায় নেই, করতে হল। তালিবানদের শাসনকালের বর্ষপূর্তি উৎসবে আমাদের যাত্রা। তাই আমি মহিল হিসেবে সম্পূর্ণভাবে 'হেজাব'-আবৃত; তালিবানদের নির্দেশ পালন করে পাক্কা মুসলিম রমণী হয়ে যাবো—এতে কাবুলের তালিবান সরকারকে সম্মান দেখানোও হবে।

তালিবান সরকার শুধু মুসলিম মেয়েদের বোরখাবৃত করে ছাড়ে নি, হিন্দু রমণীদেরও হলুদ রং-এর বোরখা পরার ডিক্রি জারি করেছে। আফগানিস্তানে হলুদ রংটা রোগীদের বোঝায় এবং ঘৃণ্য রং। তালিবানদের মতে হিন্দুরা মাইনরিটি ও বিধর্মী, কাফের। তাই হিন্দু রমণীদের হলুদ রং-এর বোরখা ব্যবহার করতে বলা হল, যেমন—জার্মানীতে নাজি সরকার ইহুদীদের হলুদ তারকা ব্যবহার করতে বলেছিল।

আমার কাবুল যাত্রা ও সেখানে অবস্থান যে আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক হবে, আশা করি নি।

* * *

কাবুল শ্মশান-সদৃশ্য , কবরস্থান, গ্রেভইয়ার্ড। যে নদী থেকে এই শহরের নাম ছিল পিঙ্গল বর্ণ ও শীতল, সেখানে যত বর্জ্য বস্তু পতিত হচ্ছে তার বক্ষে। শহর কেন্দ্রে যখন আমাদের মিনিবাস একটি দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো, আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। সন্ধ্যা নেমে অন্ধকার হয়ে এসেছে। এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভবনগুলো অধিকাংশই গোলাগুলি বিধ্বস্ত, ভাঙা কবরের মতো দেখাচ্ছে। আমার সম্মুখে এই ধ্বংসস্তূপ সত্ত্বেও—আবিদা যখন আমার কানে কানে জানাল—এই-ই আমাদের প্রিয়তম নগরী—আমি মাথা দুলিয়ে শুধু সম্মতি জানালাম।

মিনিবাস থেকে নামার সাথে সাথেই ভিখারীর দল আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। আমি একসঙ্গে এতো ভিখারী কখনো দেখিনি; অন্তত ২৪/২৫ জন হবে। তাদের মধ্যে দশ বছরের একটি ছেলেকে দেখলাম যার ডান হাতের অর্ধেক নেই। অনুমান করলাম হয়ত 'মাইন' উঠাতে গিয়ে হাতের অর্ধেক হারিয়েছে। আফগানিস্তানের যেখানে সেখানে মাইন পোঁতা—রাশিয়ানদের আগ্রাসনের নিদর্শন। সেই নুলো ছেলেটি আমার দিকে বাঁ হাত বাড়িয়ে একটি গান গাইলো আলু আর মাংস সম্বন্ধে। সে গাইল, যা সে খেয়েছে তা শুকনো, শক্ত বাসি রুটি, কখনো তাজা আলু বা মাংসের স্বাদ সে পায়নি—তার রং-ও দেখেনি। সুরেলা সঙ্গীত। কিন্তু আমার কাছে তাকে দেয়ার মত কোন পয়সা ছিল না।

ভিখারীদের ছাড়িয়ে দু'পা এগুতেই এক মহিলা আমাদের গতিরোধ করলো। যেভাবে মহিলা আমাদের থামালো এবং তার চোখের চাহনি ও ভঙ্গিমা দেখে মনে হল সে বৃদ্ধ রমণী। কিন্তু শিঘ্রই বুঝতে পারলাম যে সে তালিবান ধর্মীয় পুলিশের 'ইনফরমার'—এবং পে-রোল ভুক্ত। বেতনভোগী। তালিবান ধর্মীয় পুলিশের একটা অদ্ভুত নাম আছে—যেমন 'আমর বিল মাআরুফ ওয়াল নাহি আল-মুনকার'—অর্থাৎ পুণ্য অর্জন ও পাপরোধ বিভাগ। ডিপার্টমেন্ট ফর দি প্রমোশন অব ভারচু এন্ড দি প্রিভেশন অব ভাইস। আরবে 'মুতওয়া' বা ইরানের 'পাসদার'-এর মত ছোট নাম নয়।

পাকিস্তান ত্যাগ করার পূর্বে আমাকে এই ধরনের মহিলা হতে সাবধানে থাকতে বলা হয়েছিল। কারণ, এই মহিলারা তালিবান পুলিশকে সব সংবাদ যোগায় রাস্তায়, লোকদের কড়াভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। তালিবান ধর্মীয় পুলিশ বৃদ্ধ রমণীদের এই কাজে নিযুক্ত করেছে এই জন্যেই যে এদের পক্ষে বোরখাবৃত মহিলাদের তল্লাশি নিতে কোন বাধা হবে না—বোরখার অন্তরালে কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য আছে কি না, এরা শনাক্ত করতে পারে।

বৃদ্ধ মহিলা আদেশের সুরে বললো—'ব্যাগ খোল, বল কি আছে?'

আমি ভয় পেলাম, মুখে কথা জোগালো না। আমি তালিবানদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে শুধু 'রাওয়া'-এর প্রকাশিত ইস্তেহারের কথা চিন্তা করলাম না, আমার পেটের নিচে বাঁধা যেসব গোপন পত্রাদি আছে তার জন্যও চিন্তিত হলাম। এই বুড়ি যদি কোন নিষিদ্ধ ডকুমেন্ট দেখতে পায়, আমাদের কাবুল মিশন এখানেই খতম-তারাবি পড়বে।

বুড়ি নিরক্ষর পড়ে কিছুই বুঝবে না, কিন্তু প্রকাশিত প্রবন্ধের সাথে যেসব ছবি মুদ্রিত তা থেকেই বুঝে নেবে এগুলো নিষিদ্ধ দ্রব্য, আর তৎক্ষণাৎ পুলিশকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানাবে। এরপর তালিবান জেলখানার কুঠরিতে কি অবস্থা হবে সে চিন্তা করতে পারলাম না।

আমি শুনলাম আবিদা বুড়ির সাথে খোশগল্প জুড়ে দিয়ে তাকে মজিয়ে রেখেছে। সে পশতু ভাষা বলছে। আবিদা বললো—আম্মাজান, আমরা মাত্র পৌঁছলাম লম্বা জার্নি করে। আমরা সরল অবুঝ বালিকা বয়সী, এই লম্বা যাত্রা করে শরীর চুর চুর হয়ে গেছে, আর আমার এই বন্ধু অসুস্থ হয়ে গেছে। আমাদের কাছে কাপড়-চোপড় ছাড়া এমন কিছু বিশেষ বস্তু দেখাবার নেই।'

আবিদাকে ধন্যবাদ। বুড়ি আর তেমন কিছু উচ্চবাচ্য সরল না; আর আমরা আস্তে আস্তে কেটে পড়লাম যদিও আমার ইচ্ছা হচ্ছিল একটা লম্বা দৌড় দিই। আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমাদের নিরাপদ ভবনে পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের এক সপ্তাহ থাকতে হবে। আমাকে অবশ্য বলা হয়নি এই ভবনটি কার এবং আমিও জিজ্ঞাসা করি নি।

নিরাপদ ভবনে পৌঁছানোর পর, আমি আমার বোরখা পর্যন্ত খুলিনি, এমন সময় এক চিৎকার শুনলাম, এবং পিছন ফিরে তাকাতেই যে কেন আমাকে ভালুকের মতো বুকে চেপে ধরলো, বুকে ধরে আর ছাড়ে না; এদিকে আমার দম আটকে আসার জোগাড়। মিনিট খানেক পর, আমি মুক্ত হয়ে বোরখা খুললাম ও নিচে একপাশে ফেলে রাখলাম।

যে আমাকে বুকে চেপে ধরেছিল তাকে চিনলাম, জেবা। আমাদের মধ্যে অতি সাহসী মহিলা। তিনি যখন পাকিস্তান সফরে যান, তখন কয়েকবার তার সাথে দেখা হয়েছিল। এই জেবা-ই অন্যান্যদের সাথে জীবন বিপন্ন করে তালিবানদের জঘন্য ক্রাইমের দৃশ্য চিত্রায়ন করে—যার মধ্যে কিছু গণহত্যা, ফাঁসিতে লটকানো মানুষের দেহ ছিল।

আমি কখনোও ভুলব না একজন বোরখাবৃত মহিলার ভয়াবহ মৃত্যু দৃশ্যের কথা যা ফিল্মে ধারণ করা ছিল। সে মহিলা ফুটবল স্টেডিয়ামের গোল লাইনের পাশে বসেছিল, যখন একজন তালিবান এসে সে মহিলার মাথায় কালামনিকভ রাইফেলের নল চেপে ধরেছিল। মহিলা উঠতে চেষ্টা করলে, একজন মোল্লা তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় এবং গুলি করে তার বোরখা ঢাকা মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়। এই মহিলার সাতটি ছেলেমেয়ে ছিল। তালিবানরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে পারিবারিক ঝগড়ার কারণে সে তার স্বামীকে হত্যা করেছে। তার স্বামীর পরিবার তার অপরাধ ক্ষমা করলেও, তালিবানরা তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেয় নি।

আরো একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ছবি ধারণ করা হয়। রাস্তার একপাশে তালিবানরা একটি ক্রেনের সাহায্যে দুজন মানুষ শূন্যে তুলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখে। লোক দুটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা তালিবান বিরুদ্ধ দলকে সাহায্য

BanglaBook.org

করেছে। তাদের চোখ বাঁধা হয়, দুটো হাত পেছনে বেঁধে গলায় রশি লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। যখন ক্রেন তাদের নিচ থেকে ওপরে উত্তোলন করে প্রায় সাথে সাথেই তাদের মৃত্যু ঘটে। তাদের দেহ সারাদিন ওপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তাদের দুই জোড়া পা উপস্থিত লোকদের মাথায় ওপর দুলতে থাকে।

কাবুলের স্টেডিয়ামে জেবা জনসম্মুখে কাসাস—অর্থাৎ শিরশ্ছেদের দৃশ্য ফিল্মে ধারণ করেন। নরহত্যার দায়ে অপরাধী ব্যক্তিকে স্টেডিয়ামের মধ্যে জোরপূর্বক হাঁটু গেড়ে বসানো হয়েছে। চোখ দুটো কাপড় দিয়ে বাঁধা। তাকে প্রার্থনা করার জন্য দশ মিনিট সময় দেয়া হয়, তারপর দুটো হাত পেছনে নিয়ে গামছা দিয়ে বাঁধা হয়। তারপর মৃত ব্যক্তির এক ভাই ধারালো ছোরা হাতে হত্যাকারীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার গলায় ছোরা চালিয়ে দেয়।

কি পরিমাণ বিপদের মধ্যে দিয়ে জেবা ও অন্যরা এসব কাজ করে চলেছেন, আমি চিন্তা করতে পারি না। এদের জীবন আর আমার জীবনে আকাশপাতাল তফাৎ।

জেবা আমার দিকে চেয়ে হেসে বলেন এক এক সময় মনে হয় বোধ হয় প্রাণ নিয়ে আর ফিরতে পারবো না। জেবার বয়স ৩৫/৩৬-এর মত, কিন্তু এর মধ্যে মুখে, গণ্ডদেশে ভাঁজ পড়ে গেছে এবং চুল বেশ পেকেছে। এতে দেখলে মনে হয়, যেন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তবুও আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম কেমন আছেন ? জবাবে বললেন : ভাল, ভালই আছি।

জেবা ও রাওয়া-এর অন্যান্য সদস্যদের সাথে কথা বলতে বলতে রাত তিনটে পর্যন্ত কাটিয়ে দিলাম আর অসংখ্য কাপ চা পান করলাম। তারপর হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আর না, চলও শুতে যাই। তোমাকে এতক্ষণ জাগিয়ে রাখা ঠিক নয়। তোমার ঘুমের দরকার, আগামী দু'দিনের মধ্যে স্টেডিয়ামে গণসম্মুখে হাত কাটার অনুষ্ঠান হবে। আমি চাই তুমি আমার সাথে যাবে এবং আমার ফটোগ্রাফির কাজে সাহায্য করবে।

'বিছানা' অর্থে কারপেট। আমার ভাগ্যে কি আছে চিন্তা করার সময় ছিল না। কেননা এখন আমি বেশ ক্লান্ত বোধ করছিলাম, শোবার সাথেই কখন ঘুমিয়ে গেছি জানি না।

*　　　*　　　*

সকালে রাওয়া-এর বন্ধুদের প্রাতরাশ হচ্ছে, তারই শোরগোলে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগেই মনে হল আমি পাকিস্তানে। তারপর বুঝতে পারলাম আমি কোথায়। আঙিনায় কলতলায় মুখহাত ধুতে গিয়ে দিনের বেলায় কাবুলের চেহারা দেখলাম—এমন কি শহরের বাইরে পর্বত শ্রেণী চোখে পড়লো। পাহাড়গুলো দেখে আমার বাল্যকালের কথা মনে পড়লো। আমার প্রিয় শহর কাবুলের এই বিধ্বস্ত রূপ দেখে দুঃখ পেলেও আমার ঘটনাবহুল জীবনের চড়াই উৎরাইয়ের পর কাবুলকে দেখে আমার মনে সাহস ফিরে এলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেলাম, কাবুল শহরের আকাশে, একটাও ঘুড়ি দেখতে না পেয়ে। তালিবানরা আমার এই শহরের অতি প্রাচীন ট্রাডিশন এক ডিক্রিতে মুছে ফেলে দিল। কাবুলে আকাশ এখন শূন্য, ঘুড়ির নিশানা নেই।

ঘরে ফিরে গিয়ে দেখলাম জানালায় পর্দা দেওয়া। পর্দার দুই দিকের রং আলাদা। রাস্তার দিকে সবই কালো আর ভেতরের দিকে বিভিন্ন রং-এর। এব্যবস্থা করা হয়েছে তালিবানদের আদেশে। আদেশ হল যেখানে মেয়েরা বাস করে সেখানকার জানালার বাইরের দিকে কালো পর্দা থাকবে যাতে বাইরে থেকে কোন লোক ভেতরে নজর দিতে না পারে।

বাইরে বের হওয়ার পূর্বে আবার আমাকে বোরখা পরতে হল। যেহেতু বোরখা পরে হাঁটার অভ্যাস আমার ছিল না, তাই জাবেদের সাথে রাস্তা চলাকালে আমি আবিদার হাত ধরেই হাঁটছিলাম। আমরা যাচ্ছিলাম একটি মহিলার সাথে দেখা করতে যার কুমারী মেয়েকে এক তালিবান কমান্ডার রাস্তায় ধর্ষণ করেছে। তাই মহিলার সাথে দেখা করে বিষয়টি জেনে আমাকে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

আমাদের বাসা থেকে বেশি দূরে যাই নি, এমনি সময় আমার কাছে বাঁশির (হুইসেলের) মত শব্দ হল এবং সেকেন্ডের মধ্যে আমার হাতে মনে হল কেউ পিন ফুটিয়ে দিল —ঠিক সাপে কাটলে যেমনটি হয়। ঘুরে দেখতেই আমি এক তালিবানের হাতে চাবুক দেখলাম।

তালিবান তার দাড়ি দুলিয়ে চিৎকার করে বললো তুমি বেশ্যা ? বাসায় যাও এবং নিজেকে ভাল করে ঢেকে রাস্তায় বের হও। তালিবানের মাথায় কালো পাগড়ি আর তার কুঁৎকুতে চোখে লাগিয়েছে সুরমা। তার দৃষ্টি ভয়ঙ্কর ছিল।

আবিদা আমার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিল এবং তাড়াতাড়ি আমাকে টেনে নিয়ে দূরে সরে গেল। আবিদা আমাকে বললো তোমার হাত বোধ হয় বোরখার বাইরে ছিল, তাই এই বিপত্তি। বাইরে বের হলে সাবধানে চলা ফেরা করবে।

আমরা যখন সেই মহিলার দরজায় খটখট শব্দ করলাম, সে বের হয়ে এল। এরই মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল তালিবান কমান্ডার। আমরা যখন বললাম 'রাওয়া' থেকে এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে, সে আমাদের তার বাড়ি থেকে চলে যেতে বললো।

আমি তবুও বললাম : কেন চলে যেতে বলছো, আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

: তোমরা বল যে তোমরা যুদ্ধ করছো গণতন্ত্র এবং মেয়েদের অধিকার আদায়ের জন্য, কিন্তু তোমাদের কর্মপন্থা ভুল। যদি তোমাদের কাছে বন্দুক থাকে দাও, তারপর আমার বাড়িতে প্রবেশ করো। মহিলা ক্ষুব্ধ ও দৃঢ়কণ্ঠে বলে গেল। সে আবার বললো : আমার বন্দুকের দরকার। আমার মেয়েকে যে ধর্ষণ করেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে আমি চিনি, সেই শক্তিধর কমান্ডার। বন্দুক ও রাইফেল ছাড়া আমি কোন সাহায্য চাই না। আমি তাকে গুলি করে মেরে প্রতিশোধ নেবো।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে আমি বোরখা ফেলে দিলাম। আমার মুখের ভাব তাকে দেখাতে পারলে হয়তো সে বুঝতে পারবে তার ব্যথায় আমি কত ব্যথি। এই জন্য বোরখা খুলে ফেলে দিলাম। কিন্তু সে এতোই উত্তেজিত ও বেদনাহত ছিল যে আমি কিছুই বলতে পারলাম না। তার প্রতি রাগ হল না, হল করুণা। তার জন্য কিছু না করতে পেরে দুঃখ পেলাম। আমি আশা করি সে শান্ত হলে রাওয়া'র কর্মধারাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না।

তার মেয়ের মতো শহরের হাজার মেয়ে তালিবানদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। আফগানিস্তানের কেন্দ্রভূমে হাজারা গোত্র; তালিবানরা সেখান থেকে বহু যুবতী মেয়ে কনিজ (দাসী) হিসেবে হরণ করেছে এবং ধর্ষণ করে সৈন্যদের হাতে দিয়েছে ভোগের জন্য কিংবা বিবাহের জন্য। অদ্ভুত ব্যবস্থা : তারা ধর্ষণ করে পরে জোর করে বিয়ে দেয়; কিন্তু ব্যভিচার সন্দেহ হলে, পাথর ছুড়ে মারে।

হাজারা গোত্রের মত অন্য কোন গোত্র তালিবানদের হাতে নির্যাতিত হয়নি। আমার কাবুলে পৌঁছানোর কয়েক মাস পর ১৯৯৭-র সেপ্টেম্বরে, উত্তর আফগানিস্তানে কেজেলবাদ গ্রামে হাজারা গোত্রের লোকজনকে হত্যা করে। এর মধ্যে আট বছরের একটি ছেলের অঙ্গহানি হয়; দুজন বার বছর বালকের হাত পাথর দিয়ে তালিবান সৈন্যরা ভেঙে দেয়।

* * *

কাবুলে থাকাকালীন সময়ে আমি কয়েকবার হতাশায় ভুগেছি। আমি ও আবিদা জাবেদের সাথে হাসপাতাল গিয়ে ছেলে বুড়ো কত রোগী দেখলাম। অযত্নে ও বিনা চিকিৎসায় মেঝের ওপর পড়ে আছে। কেউ দেখবার নেই। জীবন বিপন্ন করে সেসব দৃশ্য ক্যামেরাবদ্ধ করেছি।

অনেক শিশু পুষ্টির অভাব ও খাদ্যের অভাবে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। হাসপাতালে ডাক্তারের চেয়ে তালিবান সৈন্যের আনাগোনা বেশি; কালো পাগড়ি পরে রাইফেল হাতে, কেউ চাবুক দিয়ে তদারক করছে।

মেয়ে রোগীদের দুর্দশা বেশি, কারণ তালিবানরা পুরুষ ডাক্তার দিয়ে মেয়েদের চিকিৎসা করাবে না। তালিবানরা মনে করে অসুস্থ মেয়েদের পুরুষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নেয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। কোন নারী যদি পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে বা তার ছোঁয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে, কিংবা অস্বীকার করে, সে নিশ্চয়ই বেহেশতে চলে যাবে, আর যদি পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসা নেয়, কিংবা ডাক্তার তাকে স্পর্শ করে সে দোজখের বাসিন্দা। অবশ্য তালিবানদের এই নীতি কোরানের কোন বিধান মতে সমর্থিত নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাসপাতালে মাত্র একজন নারীর সাথে কথা বলার আমার সুযোগ ঘটে। সে আমাকে বলে যে তার ওষুধ কেনার পয়সা নেই কারণ তাকে কোন কাজ করতে দেয়া হয় না। আর ডাক্তারের জন্য সে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছে। তাকে অপেক্ষা করতে বাধ্য করা হচ্ছে মহিলা ডাক্তারের জন্য আর কাবুলে মহিলা ডাক্তার পাওয়া মুস্কিল, অনেকেই কাবুল ছেড়ে চলে গেছে। আফগানিস্তান রাশিয়ানদের অধীন থাকার সময় বহু পুরুষ ও মহিলা ডাক্তার দেশ ত্যাগ করেছে পাকিস্তান, ইরান বা অন্যান্য পশ্চিমা দেশে ভালো চাকরির আশায়। বাকি যে সব ছিল তাদের অধিকাংশ দেশ ছেড়ে গেছে মুজাহিদীনদের ও তালিবানদের শাসনামলে।

পাকিস্তানে আমি একজন মহিলা ডাক্তারের দেখা পাই যে কাবুল ছেড়ে চলে এসেছে মুজাহিদীনদের সময়। সে শৈল্য চিকিৎসক। মুজাহিদীনরা তাকে মোমবাতির আলোতে অপারেশন করতে বাধ্য করতো, কারণ বোমাবাজির কারণে বিদ্যুৎ যোগাযোগ ছিন্ন ছিল। তাছাড়া তাকে প্রায় সময় ২৪ ঘণ্টা সিফ্‌টের কাজে লাগানো হতো। সে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অপারেশন করার চাপে তার পেটের বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। তবুও দেশত্যাগের জন্য তার দুঃখ হয়।

আবিদা কিড্‌নি ব্যথার ভান করে সেই হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের সাথে আলাপ করে চিকিৎসা প্রার্থী হয়। কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন করার পর নার্স সন্দেহ করে, তারপর তার প্রশ্নের আর কোন জবাব পায়নি। হাসপাতালের কোন ফটো তোলা খুবই বিপজ্জনক ছিল।

কিছুদিন পর দেখলাম তালিবানরা হাসপাতালের রোগীদেরকেও চাবুক মারতে শুরু করলো, কারণ তারা চিকিৎসা পেতে চেয়েছিল। আমি একবার রাস্তায় বের হয়ে দেখলাম এক মহিলা রাস্তার মাঝখানে বসে আছে। গাড়ি চলাচল হচ্ছে এবং তাকে ঘিরে ভিড়ও আছে। শোনা গেল সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল গাড়ির নিচে পড়ে। রাস্তার লোকেরা তাকে ধরে রাখলে সে চিৎকার করছিল— 'আমাকে মরতে দাও, মরতে দাও'। ভাগ্য ভালো যে তখন কোন তালিবান প্রহরী সেখানে ছিল না, নইলে তার ভাগ্যে চাবুকের মার পড়তো।

পরে আমি যখন এক নির্জন স্থানে তার সাথে কথা বলার সুযোগ পেলাম, সে বললো যে তার মা হাঁপানির রোগী এবং হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলো। হাসপাতালে পৌঁছানোর পরেই তার হাঁপানির কষ্ট বাড়ে, তাই সে বোরখা খুলে নিশ্বাস নেওয়ার জন্য ওয়ার্ডে ছটফট করছিল। এক তালিবান সেই ওয়ার্ডে ঢুকেই তার অসুস্থ মাকে ৪০ ঘা চাবুক মারে তার সম্মুখে। অসহায় অবস্থায় নীরবে সে অত্যাচার তাকে সহ্য করতে হয়, বাধা দিতে পারেনি। মহিলা নার্সরাও কিছু করতে পারে না। সে বলেছিল, আমি যদি আমার অসুস্থ মাকে সাহায্য করতে না পারি, তাহলে বেঁচে লাভ কি ? তার বয়স ছিল ২০ বছর।

www.BanglaBook.org

আমার নানীরও হাঁপানি ছিল; ঐ মহিলার মায়ের মতো আমার নানীর অবস্থা হলে আমার প্রতিক্রিয়া কি হত ? আমি এ কথাই চিন্তা করলাম। আমি হতাশায় অভিভূত হলাম। এই অভিশপ্ত বোরখা মেয়েটিকে মানসিকভাবে শুধু খুন করেনি, শারীরিকভাবেও করেছিল, যার জন্য তার আত্মাহুতি দিতে বাধেনি। শুধু এই মেয়েটি নয়, আমি কাবুলের রাস্তায় মানুষের মুখে হাসি দেখিনি, তারা তালিবানদের অত্যাচারে ও নির্যাতনে মূক হয়ে গেছে, আবার অনেকে চিৎকার করে শেষে পাগল হয়েছে। আর এসব মানসিক রোগীদের চিকিৎসা করার ডাক্তার নেই।

কাবুলের রাস্তায় শিশু ভিখারীদের সুর করে ভিক্ষা করার আওয়াজ ছিল সেখানকার একমাত্র সঙ্গীত। এখানে বাল্যকালে আমি রাস্তায় সঙ্গীতের সুর শুনেছি রেস্তোরাঁ ও হোটেল থেকে। রাস্তার চলন্ত গাড়ি থেকে। এখন শুধু কোরানের কেরাতের ক্যাসেট বাজে, কোন সঙ্গীত নয়। আর শোনা যায় তালিবান পরিচালিত রেডিওর শরিয়তের আইন। কণ্ঠ ভেসে আসে না। শুধু ফোনের মাধ্যমে রেডিওতে মহিলারা শরিয়া আইন সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, আর মোল্লারা তার জবাব দেয় শ্রোতাদের শোনার জন্য।

অবশ্য এই প্রশ্নোত্তর প্রোগ্রামও পরিকল্পনা মত হত না। কিছু শ্রোতাদের চাপের মুখে কিছু প্রশ্নের অদ্ভুত জবাব দেয়া হয়। এক শ্রোতা প্রশ্ন করেছিল—একটি গ্রামে দু'জন মোল্লা থাকলে, তাদের মধ্যে কার কাছে 'ফতোয়া' নেয়া উচিত। জবাব ছিল—ওদের মধ্যে যে কোরান ভালো বোঝে। এ জবাব প্রশ্নকর্তাকে সন্তুষ্ট করে নি, কারণ দুই মোল্লার মধ্যে কেউ কোরান ভালো মতো বোঝে না। তাই, আবার প্রশ্নকর্তাকে তার প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে—ঐ দু'জনের মধ্যে যে ভালো মুসলমান তার পরামর্শ নিতে। কিন্তু কে যে ভালো মুসলমান এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ায়, বলা হয়েছিল—সেই মোল্লার কাছে ফতোয়া নিতে যার স্ত্রী বেশি সুন্দরী। ঐ জবাব শুনে শ্রোতা রেডিও 'অফ' করে দেয়।

এ কি ধরনের 'রিডিকুলাস' রেডিও প্রোগ্রাম, বিদগ্ধ ব্যক্তিরা অনুমান করতে পারেন।

জেবা আমাকে বলেছিল যে শুধু ঘুমাবার পূর্বে তিনি ক্যাসেটে খুব ক্ষীণ আওয়াজে সঙ্গীত শোনেন, যাতে পাড়া-পড়শীর কানে না পৌঁছে।

তালিবানদের কাবুল দখলের পূর্বে শহরের প্রায় সব দোকানেই নামকরা গায়ক-গায়িকার ছবি টাঙানো থাকতো। তালিবান সে সব ছবি টাঙানো নিষিদ্ধ করে, টেলিভিশনও নিষিদ্ধ করে দেয়। তবুও যে কয়েকটি বাড়ি আমি দেখেছি, সেখানে আইন অমান্য করে টেলিভিশন সেট ব্যবহার করা হতো এবং ঘরে তৈরি সেটেলাইট ডিশ তৈরি করে বিদেশী চ্যানেল দেখার বন্দোবস্ত ছিল। কেউ দরজায়

www.BanglaBook.org

নক করলে তারা এসব ডিশ ও টেলিভিশন চাদর দিয়ে ঢেকে রাখতো। তারা সাধারণত পাকিস্তানি বা ভারতের চ্যানেল দেখার মতো ব্যবস্থা করেছিল, যা তাদের কাছে বিশ্ব-দর্শনের মতো মনে হত। সময় সময় তারা বিনা পয়সায় বিবিসি ও সিএনএনও পেয়ে যেতো তাদের স্যাটেলাইটে।

তালিবানরা নিয়মিত ঐ সব বাড়িতে হানা দিত যেখানে টেলিভিশন আছে বলে সন্দেহ করতো। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তারা খুব বেশি কড়াকড়ি করতো না, যেমন করা উচিত ছিল। একটি পরিবার ভারতীয় ফিল্মের ভিডিও দেখার সময় ধরা পড়ে যায়। সেই পরিবারের সদস্যদের ধরে এনে জনসম্মুখে চাবুক মারা হয়। তালিবানরা তাদের ধমক দিয়ে বলে, এই সব ছবি দেখা ইসলাম বিরুদ্ধ। আর তালিবানরা তাদের বাইরে রেখে আবার তাদের বাসায় প্রবেশ করে। যখন সাহস করে পরিবারের সদস্যরা ঘরে ফিরে তখন তারা দেখতে পায় যে তালিবানরা নিজেরাই টেলিভিশনের চারপাশ ঘিরে সিনেমা দেখতে শুরু করেছে এবং হাসাহাসি করছে। তারপর তালিবানরা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কিছু মালপানি হাতিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—তেরো

একদিন সকালে জেবা আমাকে নিরাপত্তা ভবনে নিয়ে গেলেন—বললেন, এসো তোমাকে আমার প্রয়োজন। আমরা কতকগুলো লোকের ছবি তুলবো যাদের হাত কাটা হচ্ছে।

এর পূর্বদিন 'শরিয়া রেডিও'তে (ভয়েস অব শরিয়া) ঘোষণা দেয়া হয়েছিল—যে, 'গাজী স্টেডিয়ামে' চুরির দায়ের অভিযুক্ত মানুষের হাত কাটা হবে। জনগণ যেন সে দৃশ্য উপভোগ করতে আসে। আমরা কাবুল রাওয়া-এর কিছু সদস্যসহ ফুটবল স্টেডিয়ামে গেলাম। এখন ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ। তাই এখানে হাত কাটা, মাথা কাটা অনুষ্ঠান তালিবান সরকার করে থাকে।

আমরা আমাদের গাড়ি নিয়ে গেলাম। তালিবানের নির্দেশ ছিল নারী পুরুষ আলাদা বাসে স্টেডিয়ামে পৌঁছাবে, কিন্তু আমরা জানতাম এভাবে আলাদা বাসে গেলে আমরা আমাদের কিছু সদস্য হারিয়ে ফেলবো, একসঙ্গে পৌঁছাতে পারবো না। আমার 'রাওয়া' বন্ধুরা বললো যে, এক বিয়ের অনুষ্ঠানে স্বামী স্ত্রীকে একই 'কারে' যেতে দেয়া হয়নি। ফলে তারা একে অন্যকে হারিয়ে ফেলে। কয়েক ঘণ্টা পর তাদের দেখা হয়, তখন তারা রাস্তায় লোকের সামনে একযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান সমাধা না করেই বাড়ি ফিরে যায়—কারণ তখন আর সময় ছিল না। আমার বন্ধুরা বললেন—এখন এদেশ এমনই যে মানুষ বিবাহ করতেও স্বাধীনতা খুইয়ে ফেলেছে।

আমি শুধু স্মিত হাসলাম, কিন্তু কোন শব্দ বের হল না। কাবুল শহরের দুরবস্থা যে এমন হবে, আমার কল্পনায় আসেনি। আমার বন্ধুদের কাবুল শহরে বাস করে গা-সহা হয়েছিল, তাই তারা এ কৌতুকে না হেসে পারে নি। কিন্তু চিন্তা করতে পারিনি যে কাবুলে এখন যে পরিমাণ বিধবার সংখ্যা বর্তমান তারা 'মাহরাম' (নিকট আত্মীয়) ছাড়া ঘরের বের হতে পারবে না—এবং জীবিকা অর্জনও করতে পারবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতে হবে, চাবুক খেতে হবে—কিন্তু জীবন ধারণের জন্য দেহ বিক্রি করা যাবে না।

স্টেডিয়ামের ধারে কাছে যত দোকান ছিল,তালিবানরা সব বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দিল এবং মালিকদের বললো স্টেডিয়ামে 'হাতকাটা' অনুষ্ঠান দেখতে। আমি আশ্চর্য হলাম যখন দেখলাম মেয়েদেরও তাদের সাথে স্টেডিয়ামে নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসেছে। কিন্তু জেবা ব্যাখ্যা দিল। বলল—উদ্দেশ্য হল ছোট থেকে শিশুদের ভয় দেখানো, যাতে তারা চুরি বিদ্যা না করে। তালিবানরা মনে করে এই ভয় দেখানোর মধ্যে তাদের চরিত্র উন্নত হবে।

আমরা যখন স্টেডিয়ামের মধ্যে গেলাম, তখন কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে এবং চুপচাপ অপেক্ষা করছে। আমরা মেয়ের জন্য সংরক্ষিত স্থানের দিকে অগ্রসর হলাম। স্টেডিয়ামে তখনও গোলপোস্ট বর্তমান—আমাকে বলা হল এই গোলপোস্টে ঐসব চোরের মধ্যে কাউকে ঝোলানো হতে পারে গলায় রশি বেঁধে।

এই সময় এক ডজন জিপ স্টেডিয়ামের মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। মাথায় কালো পাগড়ি বাঁধা তালিবানরা লাফ দিয়ে নামলো জিপ থেকে, হাতে বন্দুক। একজন মানুষকে কেন্দ্রভূমিতে নিয়ে আসা হল এবং তাকে পেটের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দুই দিকে হাত প্রসারিত করে ক্রশ-চিহ্নের মতো দুটো হাত রাখা হল। আমি শুনে দেখলাম পাঁচজনের মতো তালিবান তাকে চেপে ধরে রেখেছে। একজন তালিবান আসামীর দুটো পা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। অন্য আর একজন আসামী চুল ধরে টান মেরে তার মাথা ভূমি থেকে তুলে ধরলো।

একজন মোল্লা মাইক্রোফোনে জনতার উদ্দেশে কিছু বক্তব্য রাখলো। সে পাপ ও হাসরের দিনের কথা শোনালো। তারপর বললো—এই লোকটি তার পাপের জন্য উপযুক্ত শাস্তি পাবে এবং যারা চুরি করবে তাদের এইভাবে শেষ পরিণতি ঘটবে।

মোল্লার কথা শেষ হলে আসামীর পরিবারের লোকজন ক্ষমা প্রার্থনা করলো, কিন্তু ক্ষমার পরিবর্তে তাদের ভাগ্যে জুটলো চাবুকের ঘা।

সাদা কাপড়ে মুখ ঢেকে (শুধু চোখ দুটো খোলা) আসামীর পাশে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। জেবা আমার কানে ফিস ফিস করে বললেন, 'উনি ডাক্তার'। তালিবানদের সাহায্য করার জন্য মানুষে তাকে খুন করে, এই ভেবে মুখ ঢেকে নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন।

'রাওয়া'র সদস্যদের সাথে নিয়ে আমরা সবাই জেবাকে আড়াল করে রাখলাম, এবং তিনি তার ছোট্ট শক্তিশালী ক্যামেরা দিয়ে ফটাফট ফটো তুলতে শুরু করলেন। খুব সাবধানতার সাথে তিনি ছবি তুললেন যাতে একটি ছবি যেন নষ্ট না হয়, কারণ ফিল্ম নষ্ট হলে নতুন ফিল্ম ভরতে গেলে মানুষের চোখে পড়বে।

কালো পাগড়ি তালিবান বন্দীর পাশে এক হাঁটু গেড়ে ছুরি হাতে বসলো এবং বন্দীর ডান হাতের কব্জিকে ছুরি পেঁচাতে শুরু করলো। সাথে সাথে রক্ত ফিনকি কেটে মাটিতে ছিটকে পড়তে থাকলো। আমি সে দৃশ্য আর দেখতে পারলাম না। হঠাৎ মনে হল আমার কব্জিতে ব্যথা যেন কে ছুরি দিয়ে পোঁচ দিচ্ছে। আর আমার চামড়া ফেটে রক্ত পড়ছে। আমার সংজ্ঞা যেন ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে—আমি আমার সামনে দেখলাম সব দুলছে—বসে পড়লাম মাটিতে জনতার ভিড়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নারীদের মধ্যে বেশ কজন ডাক্তার তালিবানের বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠলো। ডাক্তার বন্দীর কাটা হাতে ব্যান্ডেজ করে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ভিড়ের মধ্য থেকে এক নারী কণ্ঠ চিৎকার করে বললো—একদিন আসবে যখন তোমরাও নিচে শোবে আর অন্য মানুষে পেঁচাবে তোমাদের কব্জি। আর একজন নারী বলে উঠলো—আল্লাহ্ তা-ই যেন করে। কিন্তু কথাগুলো উচ্চারিত হল নিম্নস্বরে যাতে তালিবানের কানে না যায়।

আমার চারপাশে বাচ্চারা হাততালি দিয়ে হাসতে লাগলো। তাদের কাছে এ দৃশ্য প্রমোদ চিত্রের মতো—যেমন ফুটবল বা টেলিভিশনে কোন অ্যাকশন মুভি দেখা। আমি এসব বাচ্চার ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হলাম। হয়ত ভবিষ্যতে তারা হৃদয়হীন সন্ত্রাসীতে পরিণত হবে, যদি এ ধরনের দৃশ্য তাদের দেখতে হয়।

আমি ভাবলাম এই শিশুরা কেমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে এসব দৃশ্য দেখে। অথচ আমরা নারী হিসেবে এই জনসম্মুখে একটুও শব্দ করে হাসতে পারি না।

কিছুক্ষণ পর আরো একটা হাত কাটা দৃশ্যের পর জেবা একটি বালকের ছবি তুললো যে মানুষের কাটা হাত নিয়ে তার সাথীদের সাথে ছোড়াছুড়ি করছিল রাস্তার ধারে আর হাসছিল। এটা যেন বাচ্চাদের মধ্যে এক ধরনের খেলা। সেই ফটোগ্রাফটি এখনো আমার কাছে আছে। আমি জেবার ছবি তোলার কায়দা দেখে প্রশংসা করি। তার যেমন সাহস আছে, তেমনি আছে ফটো তোলার পাকা হাত।

* * *

স্টেডিয়ামে মেয়েদের এনক্লোজারে, মেয়েরা আস্তে কথাবার্তা বললেও, আমি তাদের সাহসের প্রশংসা করি, কেননা তারা তালিবানদের এই নৃশংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। সবচেয়ে বড় ধরনের একটা চ্যালেঞ্জ দেখেছিলাম একবার যখন আমি রাস্তায় রাওয়া'র এক পুরুষ সমর্থকের সাথে যাচ্ছিলাম। রাওয়া'র কোন একজন পুরুষ সমর্থককে সাথে নিতে হয় 'মাহরাম' হিসেবে তা না হলে কাবুলের রাস্তায় বের হওয়া যায় না। দেখলাম একজন মহিলাকে তালিবান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জনসম্মুখে সোচ্চার হতে। সে একটি সব্জি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সব্জি কিনছিল, এমন সময় তালিবানদের সাদা পতাকাবাহী প্যাট্রোল কার এসে থামলো। সাধারণত প্যাট্রোল কার এলে রাস্তায় লোকজনদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। যে সব মেয়ে 'মাহরাম' ছাড়া তারা অপরিচিত ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে বলে 'দয়া করে আমার সাথে চলুন মাহরাম হয়ে'। অনেকে এভাবে সাহায্য করে, বদলে মহিলারা ঐসব পুরুষদের পারিশ্রমিকও দেয়। কিন্তু এ পদ্ধতি বেশ বিপজ্জনক, কারণ ধরা পড়লে উভয়েই শাস্তি পায়, তাদের চাবুক মারা হয়।

একজন টিন এজার তালিবান লাফ দিয়ে জিপ থেকে নামলো এমন চাবুক হাতে ঐ মহিলার কাছে গেল যে সবজি কিনছিল এবং তার হাতে চাবুক মারলো যখন সে সবজির দাম দিচ্ছিল। মহিলাটি প্যাট্রোল কার দেখেনি এবং সাথে কোন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মাহরাম' না থাকায় আইন ভঙ্গ করেছিল। কিন্তু চাবুকের মার খেয়ে লেজে পা দেয়া সাপের মতো মহিলাটি ঘুরে দাঁড়িয়ে তালিবানের দিকে চিৎকার করে বললো—'আমি তোর মায়ের বয়সী প্রৌঢ় মহিলা, তুই আমায় চাবুক মারলি, লজ্জা করল না ? মহিলা এতোই উত্তেজিত হয়েছিল যে রাগে সে তার গায়ের বোরখা খুলে তালিবানের পায়ের কাছে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললো—তোর কাপুরুষতার জন্য এখন এই বোরখা তোরই পরা উচিত।'

মহিলাটি যেমন লম্বা তেমনি শক্ত সমর্থ। দেখে মনে হল বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তালিবান ছেলেটি বিস্ময়ে বোবা হয়ে তার পরবর্তী কর্তব্য ভুলে গেল। এই অবস্থায় কি করা উচিত কেউ তাকে শিক্ষা দেয়নি, শুধু শিক্ষা পেয়েছে চাবুক মারতে। সে আর কোন কথা না বলে গাড়ি নিয়ে স্থান ত্যাগ করলো। মহিলা তখন বিজয়ীর মত তার বোরখা তুলে নিয়ে পরলো এবং বাজার করতে থাকলো। আমি তার সাহস দেখে অবাক হলাম।

আমার কাবুলে থাকাকালীন সময়ে এ ধরনের বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে, যখন কিছু মহিলা তালিবানদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে। সংখ্যায় কম হলেও, আমার মনে হয়েছে কাবুলের মানুষ—বিশেষ করে মহিলারা—একেবারে মরে যায়নি।

তালিবানদের নির্যাতন ও অত্যাচার সত্ত্বেও কাবুলের অনেক যুবতী মহিলা তাদের নারীত্ব বজায় রেখেছে। তারা বোরখার নিচের প্রসাধন করে এবং বিউটি পার্লারে যায়। এই সব পার্লার গোপনে তাদের কাজ করে থাকে। বিশেষ করে বিয়ের সময় নববধূরা এই সব পার্লারে সাজতে যায়। নিজেদের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে। কসমেটিক দ্রব্য নিষিদ্ধ হলেও এসব পার্লারে বিক্রির ব্যবস্থা আছে।

প্রসাধন তো দূরের কথা, মেয়েদের নখপালিশ করাও অপরাধ, কারণ নিষিদ্ধ। কিন্তু আমি একজন 'রাওয়া'-এর মহিলা সদস্যের যুবতী মেয়েকে তার লম্বা নখ উজ্জ্বল গোলাপী রঙে রাঙাতে দেখেছি।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এসব করতে তোমার ভয় করে না ?

জবাবে সে বললো : তালিবানরা মারবে বলে কি, আমরা আমাদের স্বাভাবিক স্বভাব বদলে দেব। মারুক না। কত মারবে ?

জবাব শুনে আমি থ হয়ে গেলাম, কারণ আমি জানি এই নেল-পালিশ পরার জন্য তালিবানরা ধরতে পারলে আঙুল কেটে দেবে।

* * *

কাবুলে অনেকের দেশের জন্য জীবন উৎসর্গের দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি, কিন্তু সবচেয়ে আমার মনে যে দাগ কেটেছে সে হল খালিদা, একজন স্কুল শিক্ষক। কাবুলের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি গোপন বিদ্যালয়ে প্রায় তিনশত বালিকা পড়াশোনা করে। তালিবানদের শাসনকালে মেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না, ছেলেরা শুধু কোরান ছাড়া আর কিছু পড়তে পারে না; তাই রাওয়া মেয়েদের জন্য গোপনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে মেয়েদের জন্য। এইসব স্কুলে কাবুলের পিতামাতারা বিপদ ঘাড়ে নিয়ে সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পাঠায়।

তালিবানরা তাদের গুপ্তচরের মাধ্যমে খালিদার ক্লাসের সন্ধান জোগাড় করে তার মাস্টারি করা বন্ধ করার জন্য ধমকি দিয়েছে। খালিদা বলেছে যে বন্ধ করবে। সে তার ক্লাস অন্য আর একটি বাসায় সরিয়ে নিয়ে গেছে নিজের জীবন বিপন্ন করে। কারণ তালিবানরা এটার সন্ধান পেলে খালিদার ঘাড়ে আর মাথা থাকবে না।

আমি খালিদাকে দেখেছিলাম কাদার তৈরি দুই রুমবিশিষ্ট একটি বাসায়। বাসাটি ছিল একজন রাওয়া সদস্য ও তার স্বামীর। এই দম্পতি নিরাপত্তার ভার নিয়েছিলো এই শর্তে যে যদি তালিবানরা সন্ধান পায় তারা বলবে এসব সন্তান তাদের। এই রকম দম্পত্তির বাসায় স্কুল প্রতি পাঁচমাস অন্তর স্থানান্তর করা হত নিরাপত্তার কারণে।

কোন ভিজিটর দেখা করতে গেলে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে আগে থেকে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা পরিচিতি প্রকাশ করা দরকার, কারণ নানা ছলে গুপ্তচরেরা সংবাদ গ্রহণ করে। তাই আমি আমার বোরখার কথা আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলাম খালিদাকে।

আমি যখন খালিদার কাছে গেলাম তখন সে মাত্র চারজন ছাত্রীকে ফারসি ভাষা শিক্ষা দিচ্ছিল। পুরানো শহরের পশ্চিম দিকে কারতায়ী পারওয়ান এলাকায় বেশি সংখ্যক ছাত্রীর ক্লাস নেয়া বেশ বিপজ্জনক। ছাত্রীদের বয়স বারো থেকে চোদ্দর মধ্যে এবং তারা কার্পেটের ওপর বসে ক্লাস করছিল। তাদের বলা হয়েছিল যে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে সে এসেছিল, তারা বলবে—তাদের খালা এসেছিলো। এই স্কুলে মা-বাবা তাদের মেয়েদের পৌছে দিত আবার নিয়ে যেতো এবং তাদের কোনদিনই রাওয়া'র পরিচয় দেয়া হত না।

এসব স্কুলে যেসব ছোট ছেলেরা পড়াশোনা করতো, তাদের কখনো সাথে বইপত্র বহন করা বা 'হোম-ওয়ার্ক' করার জন্য কোন নির্দেশ দেয়া হত না। কারণ, আফগানিস্তানে ছেলেরা বাইরে কখনো বই সাথে নিয়ে চলে না, চলে ঘাড়ে কালাসনিকভ রাইফেল নিয়ে।

দেয়ালে ব্ল্যাক বোর্ডে খালিদা পূর্ব সতর্ক হবার জন্য লিখে রাখতো 'বিসমিল্লাহ', কারণ তালিবানদের স্কুলে আল্লাহ প্রথম শব্দ হিসেবে সবক দেয়া হয়। কিন্তু তার নিচে কে যেন লিখেছে (কোন আছা হবে)—'আমি দেশকে ভালবাসি'।

আমাকে দেখে খালিদা একটি কোরান খুলে সম্মুখে ধরলো। ক্লাস শেষ হলে সে আমাকে বললো যে সে সর্বদাই একটি কোরান খুলে রাখে কারণ যদি হঠাৎ তালিবান ঢুকে পড়ে তাহলে কোরানের নিচে ফারসি কিংবা অংকর বই লুকিয়ে রাখতে পারবে, এবং বলতে পারবে যে কোরান শেখানো হচ্ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খালিদা আমার কাছে অনেকগুলো দাবি তুলে ধরলো। সে বললো—দেখ, আমরা একটা বড় বাড়ি চাই, যাতে বেশি ছাত্র-ছাত্রী পড়াতে পারি। স্কুলের সময় বাচ্চারা খেতে চায় লেখা বন্ধ করে রুটি আনতে হয়। রাওয়া এই সব বাচ্চাদের জন্য খাবার ও পরিধানবস্ত্র জোগাতে পারে না? তাছাড়া, খাতা, পেন্সিল কলম, চক ইত্যাদির জন্য টাকার দরকার, কারণ বাচ্চাদের দিতে হয় এই জন্য যে তাদের বাবা-মা এসব জোগাতে পারে না। তোমাদের বোধ হয় ধারণা নেই যে, শুধু কাগজ ও কলমের জন্যই অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারে না। তোমরা কি দিতে পারো না?

সে এসব কথা বলার সময় বেশ উত্তেজিত ছিল এবং তার হাত দিয়ে কার্পেটের ওপর চাপড় মারছিল। আমি তাকে আস্তে কথা বলতে অনুরোধ করি। কারণ তার উচ্চকণ্ঠ পাড়া-পড়শীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। সে তার স্বর নিচু করলো এবং শান্ত হল।

আমি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বললাম—ঠিক আছে, সবইতো শুনলাম, দেখলামও। ফিরে গিয়ে বলবো। কিন্তু তোমার এটা বোঝা দরকার যে, এ প্রয়োজন শুধু তোমার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়, বরং সারা আফগানিস্তানের পরিচালিত আমাদের ক্লাসগুলোর জন্য প্রয়োজন।

খালিদার ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের জন্য সাগরে বারি বিন্দুও নয়। কিন্তু তারা আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ। পরে আমি খালিদাকে সুসংবাদই দিয়েছিলাম—রাওয়া খাদ্য ও বস্ত্র সম্বন্ধে কিছু দিতে না পারলেও সারা আফগানিস্তানের এই সব স্কুলের ছেলেমেয়ের জন্য খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিল—আর ব্যবস্থা করেছিল দুটি বড় নিরাপত্তা ভবনের যেখানে খালিদা তাদের স্কুল নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে পেরেছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—চৌদ্দ

আমি কাবুলে আমাদের বাড়ি দেখতে পেলাম না, এমন কি যাদের আমি ছেলেবেলায় দেখেছি তাদেরও সন্ধান পাইনি। একবার আমি, আবিদা ও জাবেদ যখন মিটিং-এর জন্য যাচ্ছিলাম, তখন আমি আমাদের পাড়াটাতে চিনতে পারলাম। তাই ড্রাইভারকে বললাম—মেইন রোডের দিকে যেতে, যাতে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা দেখতে পাই। সেই রাস্তায় পৌছলে, আমি ড্রাইভারকে আস্তে গাড়ি চালাতে বললাম।

আমি গাড়ির জানালায় কাচে মুখ চেপে ধরে বোরখার ফাঁক দিয়ে আমাদের পড়শীদের ঘর বাড়ি চিনতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বোরখার চালুনির মধ্য দিয়ে কিছু ঠাহর করা মুস্কিল। এই রাস্তার অনেক ভবন বোমার আঘাতে কুপোকাত, যেসব দোকানপাতি আস্ত আছে সেগুলোও বন্ধ। রাস্তায় ছেলেরা খেলে না, মুরগি ও ছাগল-ভেড়া চরে না। এর মধ্যে রাস্তার ধারে আমাদের বাড়ির সবুজ দরজার দেখা পেলাম না।

ড্রাইভার আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, সে গাড়ি থামাবে কিনা, যাতে আমি নেমে খোঁজ করে দেখতে পারি। তার অনুমান বাস্তব। তার কথায়, আমি আমার ইচ্ছা সংবরণ করে বললাম—দরকার নেই। যদিও খুঁজে পেতাম দরজা খুলে ভেতরে যাওয়ার পথ ছিল না, কারণ চাবির গোছা নানীর কাছে। যাগগে, অন্য কোন দিন সুযোগ পেলে এসে দেখে যাবো।

কাবুল ত্যাগ করার পূর্বে জেবাকে যখন 'গুডবাই' বললাম—তিনি মৃদু হাসলেন এবং বললেন—'আমাদের প্রতিদিন দেখা হলে ভালো হতো। কারণ হয়তো আমার আর দেখা নাও পেতে পারো।'

আমি হাসবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার গলায় দলা পাকিয়ে উঠলো। বললাম—এমন কথা বলতে নেই, নিশ্চয়ই, আবার দেখা হবে।

জেবা বললেন : তার জন্য তৈরি থাকো, যদি আমি গ্রেপ্তার হই তুমি আমার স্থান পূরণ করো।

কথা শেষ করে আমরা আলিঙ্গনের পর বোরখা পরে নিলাম। আমি জানতাম তিনি সত্য কথাই বলেছেন। আমি তার কাজের ধারা চিন্তা করে শঙ্কিত হলাম। সারা রাস্তা আমাকে এই কথাই ভাবিয়ে তুললো। রাজ্যের চিন্তা, দুঃখ ও শ্রান্তির বোঝা বহন করে বর্ডার পার হয়ে পাকিস্তান এলাকায় এলাম, তখনো পর্যন্ত আমি বোরখা গায়ে চড়িয়ে রেখেছিলাম। বাড়ি পৌছে গায়ের বোরখা নামিয়ে ফেললাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, আমার কপালে ভাঁজ পড়েছে। আমার মনে হলো গাড়িতে আসার সময় ঘুমিয়ে পড়লে বোরখার চালুনির কড়া দাগ পড়েছে কপালে। এই একটাই চিহ্ন আমি আমার দেহে কাবুল ভ্রমণের নির্দশনরূপে বয়ে আনলাম, কিন্তু অন্তর আমার ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রইলো।

* * *

কাবুল থেকে ফিরে এসে আমি পরের কয়েক বছর বেশ বার কয়েক কাবুল দর্শন করেছি। যতবারই গেছি, ততবারই তালিবানদের অধীনে কাবুলের দুর্দশার মাত্রা বাড়তে দেখে অবাক হয়েছি। একবার কাবুলের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, এমন সময় একটি লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, কোন সবজি কিনবে ? প্রথমে আমার তাকে ফ্রেঞ্জী বলে মনে হলেও, পরে বুঝলাম হয়তো সে আমাকে তার স্ত্রী ভেবেছিল, কারণ আমার বোরখার রং ও তার স্ত্রীর বোরখার রং একই ছিল। পথে লোকটি যেতে যেতে রাস্তায় থেমে সে অন্য কিছুর দিকে নজর দেওয়ার আমি এগিয়ে গিয়ে লোকটির পাশাপাশি চলতে থাকি। এতে তার ভ্রান্তি কাটে।

মহিলাদের আইসক্রীম খাওয়াতেও বিপত্তি, কারণ কতকগুলো নির্দিষ্ট দোকান ছাড়া মেয়েদের আইসক্রীম বিক্রি করে না। দোকানের মালিকরা এই ভয় করে যে একসাথে দোকানে এক দঙ্গল মেয়ে দেখলে তালিবানরা দোকানদারকেই ধরে পেটাবে। আমার বন্ধুদের বর্ণনা হল কোন দোকানেই বসে আইসক্রীম খাওয়ার ব্যবস্থার নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক হাতে বোরখা ঢাকনি তুলে অন্য হাতে আইসক্রীম খেতে গেলে মুখ বের হয়ে পড়ে। আইসক্রীম গলে যাওয়ার কারণে তাড়াতাড়ি খেতে হয়, আর এতে বোরখার পর্দা চটচটে হয়ে যায় গলা ক্রীম লেগে। আর বোরখার মুখের পর্দা ধুয়ে ফেলা সোজা নয়, কারণ ক্রীজ নষ্ট হয়, ইস্ত্রি না করা পর্যন্ত পর্দা কুঁচকিয়ে থাকে। তাই মেয়েরা প্রায়ই শুধু মুখের কাছে পর্দাটুকু ইস্ত্রি করে নেয়, বাকিটা করে না।

একবার কাবুলে গিয়ে দেখি, 'টাইটানিক' ফিল্ম দেখার জন্য মানুষ পাগল। এমন কি নাপিতের দোকানে গিয়েও মানুষে 'টাইটানিক' মার্কা ছাঁট করে দিতে বলে। শহরে ভিডিও ক্যাসেট পাচার হয়ে এলো অনেক। লিওনার্ডো ডি ক্যাপ্রিও-র মতো ছেলেরা চুল ছাঁট্‌তে শুরু করলো। কিন্তু এক তালিবান মোল্লা ডি ক্যাপ্রিও ও কেট উই স্লেট-এর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে দিল এই বলে যে তারা ইসলামের বিরুদ্ধ কাজ করেছে বিয়ের পূর্বে শারীরিক সম্পর্কের কারণে। মোল্লা ফতোয়া দিল যে 'টাইটানিক' জাহাজ ডুবেছিল, কারণ আল্লাহর গজব পড়েছিল প্রেমিক প্রেমিকার ওপর। তালিবান মনে করেছিল আইসবার্গ আল্লাহর তরফ থেকে তাদের শাস্তি দেবার জন্য সমুদ্রে পাতা ছিল। যদি ঐ দুই নায়ক-নায়িকা কখনো আফগানিস্তানে আসে তা হলে তাদের পাথর ছুড়ে মারা হবে।

ইত্যবসরে তালিবান 'টাইটানিক' হেয়ার কাটের জন্য ছোকরাদের ধরে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করলো। রাস্তায় ঐ সব ছোকরাদের ধরা হলে তাদের ন্যাড়া করার ব্যবস্থা হল, ভাগ্য ভাল যে তাদের চাবুক খেতে হয়নি।

www.BanglaBook.org

কিন্তু বাজারে দোকানদারদের তালিবানের এই নির্দেশ বাস্তবায়িত হল না। সেখানে 'টাইটানিক আপেল', 'টাইটানিক বাঁধাকপি' খুব কাটতি হল। তাছাড়া জবরদস্তি বিবাহের চেয়ে যুবক-যুবতীরা ভালবাসার বিয়ে পছন্দ করলো।

তালিবানদের খামখেয়ালিপনার অন্ত ছিল না। আমেরিকায় মনিকা লিউনিস্কির কেলেঙ্কারির সংবাদ প্রকাশিত হলে, এক মোল্লা কাবুলের এক মসজিদে কাহিনীকে ইসলাম-বিরুদ্ধ বলে জোরেশোরে নিন্দাবাদ জানালো, লানত দিল। মোল্লা মনিকার নাম ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে না পেরে বারেবারে, 'মনিকা হুইস্কি' বলে উল্লেখ করল। মোল্লা বললো ঐ অভিশপ্ত রমণী একবার পাপ করেনি, দু'বার করেছে। কারণ একবার সে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে অনাচার করেছে আর দ্বিতীয় হল, ইসলামে নিষিদ্ধ পানীয় 'হুইস্কি'-র নামে নিজের নাম রেখেছে।

আমি কাবুল যাত্রার পূর্বে কখনো নানীকে জানিয়ে যেতাম না। ফিরে এসে নানীকে জানাতাম। আমি প্রথমবার ফিরে এসে নানীকে বললে সে বিশ্বাস করে নি। পরে অবশ্য বলেছে—আমাকে না বলে ভালোই করেছিস, কারণ আমি জানলে তোকে যেতে দিতাম না।

আমার পুতুল 'মুজদা' নানীর কাছেই ছিল, পুতুলের গায়ের রং চটে গেছে, কারণ অনেক পুরানো হয়ে গেছে।

কাবুল থেকে ফিরে আসার কিছু দিনের পর, নানী আমাকে একটা মায়ের সাদা সার্ট দিল, যেটা মা রাতে পরতো। নানী এটা কাবুল থেকে আসার সময় সাথে এনেছিল। এখন সে আমাকে দিয়ে বললো ব্যবহার করতে।

* * *

তালিবান ও তাদের সমর্থকদের হাত থেকে আমরা এমনকি পাকিস্তানেও নিরাপদ বোধ করি না। কাবুলে আমার প্রথম মিশনের বছর খানেক পর ১৯৯৮ সালে পেশওয়ারে ১০২ ডিগ্রি তাপের মধ্যে আমরা একটা প্রতিবাদ মিছিল করেছিলাম যা পরে রুদ্র-রূপ ধারণ করে। এর জন্য আমাদের কোন দোষ ছিল না।

আসলে ঘটনা হল আমাদের মিছিলের ওপর নিকটবর্তী মাদ্রাসার সব দাড়িঅলা ছাত্ররা লাঠি, ক্যাটন হাতে নিয়ে আক্রমণ করতে আসে। আমরা নারীর অধিকার নির্যাতন ও হত্যার বিরুদ্ধে এবং তালিবানদের কাবুলে অসহায় নারীদের ধর্ষণের বিরুদ্ধে শ্লোগান তুললে সাদা পাগড়িধারী মোল্লারা আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে চেষ্টা করে। এ ধরনের প্রতিবাদ মিছিল আমি কাবুলে রাশিয়ানদের সময়েও দেখিনি। আমার মনে আছে একবার মা আমাকে প্রতিবাদ মিছিলের ব্যাপারে সাবধান করে দেয় কিন্তু তখন আমি এর গুরুত্ব বুঝিনি। আমাদের ক্লাসে সোরাইয়া পাকিস্তানে সংঘটিত এ ধরনের আন্দোলনের কথা বলেছিল যে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি ঐ মিছিলে বোরখার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়েছিলাম, ভিড়ের মধ্য থেকে। আমরা তখন এ আন্দোলন সম্বন্ধে বুঝিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেশওয়ারে যে প্রতিবাদ মিছিল হয়েছিল তাতে শতশত নারী-পুরুষ, রাওয়া'র সমর্থক অংশ নেয়। মিছিল হয়েছিল ঐ স্থানে যেখানে অনেক আফগান বাস করতো ও কাজ করতো। অনেক মহিলা আফগানিস্তান থেকেও এসেছিল এই মিছিলে অংশ নিতে। মিছিলের পুরোভাগে ছিল আমাদের ব্যানার—রাওয়া'র নাম ও শ্লোগান।

আমাদের শ্লোগান ছিল—'মৌলবাদ নিপাত যাক', 'নারী অধিকার ও মানবাধিকার জিন্দাবাদ', 'গণতন্ত্রের দীর্ঘজীবী হোক' ইত্যাদি।

মিছিল কিছুদূর অগ্রসর হতেই পরিস্থিতি গরম হয়ে গেল। আমি সাইমার সাথে পেছনের সারিতে ছিলাম। আমি বুঝতে পারলাম কিছু ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, কারণ একজন সিনিয়র সদস্য এগিয়ে গিয়ে পুরুষ সমর্থকদের জানালো যে—সাবধান, সামনে গণ্ডগোল হতে পারে, যত পারো পুরুষ সমর্থক নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি অবস্থাকে ঠেকানোর জন্য।

আমরা সব সময়েই প্রস্তুত থাকতাম সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য। রাওয়ার সদস্য ও পুরুষ সমর্থকরা সকলেই লাঠিসোঁটা নিয়ে তৈরি হয়ে গেল, কোন আক্রমণ হলে ঠেকানোর জন্য; সাথে কিছু নার্সও ছিল।

আমি ও সাইমা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে কি ঘটছে তা দেখবার জন্য গেলাম। ও বাবা, দেখি কি মাদ্রাসার ছাত্রদের মোল্লারা কুকুরের মতো লেলিয়ে দিয়েছে আমাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার জন্য। তারা সামনে যাকে পাচ্ছে চাবুক মারছে, লাথি মারছে। তাদের অনেকেই রাওয়া'র ব্যানার ধরে ছিঁড়ে দিতে চাইলো, কিন্তু যে সব মহিলা ব্যানার ধরেছিল তারা বেশ শক্ত সমর্থ, তারা ধরে রাখলো, কিন্তু কাপড়ের কিছুটা ছিঁড়ে গেলো টানাটানিতে, তবে আক্রমণকারীদের বেশ ধোলাই দেয়া হল।

সাইমা ও আমি এগিয়ে সাহায্যের জন্য গেলাম। কিছু মার খেলাম, কিছু দিলাম। আমার এক বন্ধুর হাত ভেঙে তার ঘাড় থেকে ঝুলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু তবুও সেই যুদ্ধ চালিয়ে গেল তার ভাল হাত দিয়ে।

আমি শুনতে পেলাম জোহরার ডাক। সে একজন রাওয়া সদস্য। মাটিতে পড়ে গেছে, হাতটা তার পেটে—সে অন্তঃসত্ত্বা। হাত দিয়ে পেটের বাচ্চাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। আমি তার সালোয়ারে রক্ত দেখলাম—বোধহয় পায়ে আঘাত পেয়েছে।

আমরা জোহরাকে তুলে নিকটবর্তী একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে এম্বুলেন্স ডাক দিলাম—যাতে হাসপাতালে নেয়া যায়। আশপাশে রাওয়া নার্সদের দেখলাম না। আমরা তাকে খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম এবং তাকে পানি দিলাম পান করার জন্য।

পরে, আমি দেখলাম জোহরার বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে। জোহরাকে বারণ করা হয়েছিল মিছিলে অংশগ্রহণ না করার জন্য, কারণ সে অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু সে অংশ নেয়ার জন্য জেদ ধরে, তার কাছে এটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এই তালিবানরা শুধু শিশু ও বয়স্কদের হত্যা করেনি। ভ্রূণও হত্যা করেছে এই পাপিষ্ঠের দল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পঞ্চম অংশ

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—পনের

রাওয়া-তে যোগদানের তিনবছর পর আমাকে উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করার জন্য পাঠানো হলো। এই শিবিরগুলোর অবস্থান ছিল পেশওয়ার শহরের বাইরে।

ধুলোর মেঘ ভেদ করে আমি ক্যাম্পে পৌছলাম। ধুলো এমন জমাট ছিল যে আমার স্কার্ফ দিয়ে নাক-মুখ বাঁধা থাকলেও ধুলো আমার চোখে ও চুলের মধ্যে ঢুকতে অসুবিধা হয়নি। শহর থেকে ক্যাম্পে আমি খোলা ট্রাকের পেছনে খাদ্য সম্ভারসহ বসেছিলাম। সাথে ছিল অন্যান্য রাওয়া সদস্য। আধঘণ্টা ধরে দুর্গম পথ ও মরু পেরিয়ে ক্যাম্পে পৌছলাম, আমাদের পাশ দিয়ে যেসব গাড়ি ছুটে গেল তারা উড়িয়ে গেল জমাট ধুলোর মেঘ।

ক্যাম্পে রাওয়া'র কর্মী আমিনা আমাদের স্বাগত জানালো। সে লম্বা ও ক্ষীণ দেহী, আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। ঘন কালো কেশ, আমিনা বলল সে প্রথমে ক্যাম্পে এসেছিল উদ্বাস্তু হয়ে তার বাবার সাথে। তখন তরুণী। তার বাবা আফগানিস্তানে বাজারে সবজি বিক্রি করতো, তারপর কিছুদিন চাকরি করার পর, চাকরি গেছে। আমিনা ক্যাম্পের স্কুলে লেখাপড়া করেছে এবং তখন থেকেই সে ক্যাম্পেই রয়ে গেছে।

সে আমাদের থাকার বাড়ি দেখালো যেখানে আমাদের ভাগাভাগি করে থাকতে হবে। এটা ক্যাম্পের কেন্দ্রস্থলে। ছোট অন্ধকার মাটির বাড়ি, ঠিক সেই রকম যেমন বাসায় আমি বড় হয়েছি। সিলিং থেকে খসে খসে মাটি পড়ছে, যা সাধারণত হয় মাটির তৈরি বাড়িতে। চারদিকে গাদাগাদা কাগজপত্র। ঘরে হিটার নেই, বাইরে ছোট একটি সেডে পায়খানা, মাত্র একটি ফুটো মাটির মধ্যে। ঐ কাগজপত্র ছাড়া, এটা সেই ধরনের বাড়ি সেখানে উদ্বাস্তুরা বাস করে।

মাত্র কয়েক মিনিট হল বাড়িতে আসতেই দরজায় খটাখট শব্দ। আমাদের পৌছানোর সংবাদ বাতাসের সাথে সারা ক্যাম্পে ছড়িয়ে গেছে। ছোট শিশুরা বাড়ির চারদিকে ছুটাছুটি করে খেলছে এবং আমাকে আলিঙ্গন করে স্বাগত জানাতে চাচ্ছে। তারা মনে করছে যে আমরা হয়তো বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করে দিতে এসেছি।

ঐ সন্ধ্যায় আমরা বাড়ির বাইরে কথা বলার সময় আমি আমিনাকে বললাম যে, এই শহর থেকে যত তারা দেখা যায়, তারচেয়ে কাবুলের আকাশে তারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেক বেশি আছে। বাল্যকালে নানীর সাহায্যে আমি সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি খুঁজে পেতাম।

আমিনা বললো, ক্যাম্পে এতো অন্ধকার যে সেখান থেকে তারা দেখা যায় না, বাইরে গেলে দেখা যায়, তাই আমি প্রায়ই ভরা রাতে ক্যাম্পের চারপাশ ঘুরে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে উজ্জ্বল তারা খুঁজে দেখি।

আমি বললাম, বাইরে অত রাতে ঘোরাফেরা করা তোমার জন্য বিপজ্জনক। পেছন থেকে কেউ এসে তোমাকে হয়তো...'।

আমিন সায় দিয়ে বললো : সত্যি কথা, ক্যাম্প খুব নিরাপদ স্থান নয় আমাদের জন্য। আমাদের আরো সাবধান হতে হবে। তবে আমার জন্য চিন্তার কিছু নেই।

ঐ রাতে আমিনা তার বিছানা আমাকে দিতে চাইল, কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বললাম আমার কার্পেটে ঘুমানো অভ্যাস আছে। আমি আমার বইগুলো ও পারফিউমের ছোট শিশিটা টেবিলের ওপর রাখলাম। সেই রাত থেকে মনে হল এই ক্যাম্প যেন আমার নিজের বাড়ি।

ভোরবেলায় জানালা দিয়ে ক্যাম্পের আসল জীবনযাত্রা নজরে পড়লো। টেলিভিশন সেটের মতো এই ক্যাম্প বিরামহীন। মেয়েরা ছাগলের দুধ দোহাচ্ছে, কেউ ছেলেমেয়েদের শাসন করছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মারামারি করছে, কেউ স্কুলে যাচ্ছে।

আমারা ক্যাম্পে পৌছানোর পর, অন্যান্য ক্যাম্প থেকে রাওয়া'র সদস্যদের নিয়ে ক্যাম্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মিটিং হওয়ার কথা। সকলে এসে পৌছেছে, মিটিং শুরু হওয়ার মুখে আমিনাকে পাওয়া গেল না। তাই আমি বাইরে তার খুজে এলাম।

বিশাল এলাকা ক্যাম্পের। প্রায় দু'হাজার পরিবারের জন্য কাদার বাড়ি ও তাঁবু তৈরি করা হয়েছে এবং তৈরি হয়েছে মরুভূমির ধুলোবালির মধ্যে। চারদিকে চেয়ে একটিও গাছ বা সবুজ ঝোপের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। আমি জানি না কোথায় আমিনাকে খুঁজবো। ক্যাম্পের এক কিনার থেকে অন্য কিনার পর্যন্ত যেতে এক ঘণ্টা চলে গেল। আমি হাঁটতেই থাকলাম, দরজার পর দরজা 'নক' করে দেখলাম, অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করেও আমিনার সন্ধান পাওয়া গেল না।

অবশেষে তাকে পাওয়া গেল ক্যাম্পের শেষ প্রান্তে। অতি নোংরা একটি শিশুকে বাহু বেষ্টন করে আছে—এতো নোংরা শিশু, আমি নিজেও কখনো তাকে ছুঁতে পারতাম না। নোংরা ছেলেটিকে সে বুকে-কোলে তুলে ছিল। শিশুটি কাঁদছিল, চুলগুলো ধুলো কাদায় মাখানো, নাক দিয়ে ন্যাদা গড়িয়ে পড়ছে।

আমি একটু ক্ষুব্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম : আমিনা, ব্যাপার কি ? কী এমন হয়েছিল যে তুমি মিটিং ছেড়ে চলে এলে ? আমরা সবাই অপেক্ষা করছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

: আমি দুঃখিত। আমি এই শিশুটিকে দেখলাম, মাত্র সাত বছর বয়স, কিন্তু একটা ইটের ভাটায় কাজ করে। আমি ভেবেছিলাম কোন দোকানে গিয়ে তাকে টফি কিনে দেবো।

ক্যাম্পের বাইরে ইটের কারখানা। প্রতিদিন কালো ধোঁয়া বের হয়, কারণ পুরানো টায়ার জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই শিশুটি ভোর চারটেয় ওঠে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে; ইটের কাদা তৈরি করে, পরে লোহার ছাঁচে ভরে বয়ে নিয়ে যায় চুলোর কাছে—আর তার এই হাড় ভাঙা খাটুনির জন্য দিনে দশটাকা বেতন পায়। কিন্তু বয়স্ক লোকদের দেয়া হয় ৬০ টাকা, এক ডলারেরও কম তবে শর্ত এই যে জন-প্রতি দিনে পাঁচশো ইট তৈরি করতে হবে।

বয়স্ক ও শিশু শ্রমিকদের কারখানার চুলোর কাছে তীব্র গরমের দিনেও কাজ করতে হয়, ইটের সাথে তাদের শরীরও সেঁকা হয়ে যায়। এ শ্রমিকদের ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করা হয়। এই কাজ শ্রমিকদের জীবনের আয়ু অর্ধেক কমিয়ে দেয়। কারখানার মালিক পাকিস্তানি, সে কখনো আমাদের কারখানার মধ্যে ঢুকতে দেয় না।

আমি আর রাগ করে থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি দুজনে মিটিং-এর জন্য যাত্রা করলাম। আমিনা খুব আস্তে হাঁটে, তাই আমি তাকে 'কচ্ছপ' বলে ডাকি। এতো আস্তে হাঁটে মনে হয় বুড়ি নানী।

আমি প্রায় আমিনাকে দেখি অন্য মেয়েদের সাথে বসে কাঁদে আর তাদের গল্প শোনে। সে তাদের গল্প শুনতে ভালবাসে আর তাদের গল্পে এমন আত্মমগ্ন হয় যে নিজের কর্তব্য ভুলে যায়।

* * *

আমি বৃদ্ধ মহিলাটির হাত দুটো ধরলাম। এতো ঠাণ্ডা মনে হল যেন মরা মানুষের হাত। আমি যে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সে দিকে খেয়াল নেই। সে কাঁদে না, শুধু নিচে মেঝের দিকে চেয়ে থাকে। তার মাথা কালো কাপড় নিয়ে জড়ানো, শোকের চিহ্ন। তার মুখ ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য। নড়াচড়া নেই, ভাবলেশহীন। শুধু তার বৃদ্ধ ও তর্জনী আঙুল দুটো নড়ছে।

যে মানুষটির সাথে সে ক্যাম্পে এসেছে, সে আমাকে বললো যে, বৃদ্ধা তার ছেলে নাজিবকে হারিয়েছে। আমি নাজিবকে জানতাম। সে রাওয়া'র পুরুষ সমর্থক হওয়ার আগে এই ক্যাম্পে লেখাপড়া শিখেছিল এবং পরে ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ করে। এক বছর আগে সে তার মায়ের দেখাশোনা করার জন্য চলে গিয়েছিল ইয়াওলাঙে। ইয়াওলাঙ আফগানিস্তানের কেন্দ্রে একটি শহর। হাজারা গোত্রের লোকেই বেশি। এই গোত্রকে তালিবানরা ঘৃণা করে।

কিছুদিন আগে আমি রেডিওতে সংবাদ শুনেছিলাম। এই শহরে গণহত্যার কথা। পুরানো রেডিও তাই সংবাদটা পুরো শুনতে পারি নি—আংশিক শুনেছিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যখন রিফিউজি আসতে শুরু করলো ক্যাম্পে, আমি কি করব না করব ভেবে পেলাম না। একসাথে প্রায় চল্লিশজন উদ্বাস্তু, অধিকাংশ স্ত্রীলোক এবং শিশু। আমরা সাধ্যমত তাদের জন্য করলাম, কিন্তু বয়স্ক মানুষরা শুধু গালে হাত দিয়ে বসে থাকতো, মুখে কথা নেই, কারণ তারা সব হারিয়েছে, এখন তারা নিঃস্ব, দিশাহারা।

তাদের সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা ছিল না। শুধু সাহস দিয়ে বলতাম, কি করবে, যা হবার হয়েছে এখন সাহসে বুক বেঁধে দুঃখকে জয় করার চেষ্টা কর। জীবনটা বাঁচাও। অবশ্য, এসব কথার কোন অর্থ ছিল না তাদের কাছে, কারণ তাদের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। আমার কথা তাদের কানে যেতো না।

নাজিবের মা ঘরের এককোণে স্থির হয়ে বসে ছিল। প্রাণহীন, স্পন্দনহীন একটা জীব। পাশে একটি যুবতী মেয়ে। নাজিবের স্ত্রী, মাত্র দু'সপ্তাহ আগে বিয়ে করা। তার হাতের মেহদি রঙ এখনো মুছে যায়নি। আমি সে দৃশ্য আর দেখতে না পেরে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। আমি জানতাম তাদের এ অবস্থায় কোন সাহায্য করতে পারবো না। মাঝে মাঝে আমি হতাশ হয়ে ভাবি, আমি কেমন করে এতো নির্যাতিত, নিপীড়িত ও স্বজনহারা মানুষদের সাহায্য করতে পারি, কি ভাবে সান্ত্বনা দিতে পারি। তাই তাদের সাথে কোন কথা না বলে যতোটুকু সম্ভব কর্তব্য করে যাওয়াই ভালো।

পরে হাজারা গোত্র ম্যাসাকারের ঘটনা পুরো শুনলাম, আমার এক রাওয়া'র বন্ধুর কাছে। ঘটনা ঘটেছিল ২০০১ সালে জানুয়ারি মাসে। আমার বন্ধুটি সব তথ্য জোগাড় করছিল রিপোর্ট তৈরি করার জন্য। এতে আমার কোন অংশগ্রহণ ছিল না। যারা এই গণহত্যা থেকে প্রাণ নিয়ে বেঁচে ছিল তাদের মুখে হত্যার কাহিনী আমি শুনতে পারি নি। এমন অমানুষিক হত্যাকাণ্ড কোন সভ্য দেশে ঘটতে পারে না।

আমার জন্য এই উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে গণহত্যার সংবাদ সংগ্রহ করে রিপোর্ট তৈরি করা এক দুঃসহ মর্মান্তিক অধ্যায়। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রিপোর্ট তৈরি করে পাঠানো আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি। কারণ সেসব ঘটনা শুনে আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হতো তা কোন রিপোর্ট তৈরি করার জন্য উপযুক্ত নয়, আর সে রিপোর্ট বস্তুনিষ্ঠও হত না, ঘটনার সাথে তার সামঞ্জস্যতা থাকতো না। আমি লিখতে পারি নি, কারণ আমি শুনতে পারি নি সে হৃদয়হীন কাহিনী।

শুনেছিলাম, একজন তালিবান কমান্ডার শহরটি অধিকার করে আদেশ দিয়েছিল তেরো থেকে সত্তর বছরের বুড়ো, যতো তালিবান-বিরুদ্ধ কিশোর, যুবক বৃদ্ধ পুরুষ মানুষ আছে সবাইকে ধরে জড়ো করতে। কমান্ডারের সৈন্যগণ সেই সব কিশোর থেকে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো করলো। তারপর তাদের ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। প্রায় তিনশো লোককে হত্যা করা হয়। একজন টিন এজারকে জীবন্ত অবস্থায় চামড়া তুলে নেয়া হয়। এসব করা হয় যাতে ভবিষ্যতে কেউ তালিবানদের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পারে।

www.BanglaBook.org

একজন লোক যে এই গণহত্যা থেকে বেঁচেছিল, তার মায়ের হাত ধরে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে আসে। তার মা একটি কথাও বলে নি, এমন কি কোথায় যাচ্ছে তাও জিজ্ঞাসা করেনি।

তিনদিন পর আমি আবার নাজিবের মাকে দেখতে যাই। তার পাশে বসে আমি নাড়ী ধরে দেখলাম, কিন্তু কিছু নড়ছে বলে মনে হল না। তার সতের বছরের পুত্রবধূ ঘরে কোণে বসে শুধু থেকে থেকে আমার দিকে চাইছিল।

আমি বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দেখ মা, তোমাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমার নেই। নাজিব আমাদের ভাই-এর মতো ছিল, যতদিন ছিল আমাদের সাহায্য করেছে। আমরা যতদিন বেঁচে আছি তুমি আমাদের ওপর ভরসা করতে পারো। আমরা সাধ্যমত তোমাকে সাহায্য করবো, এমন কি তোমার ছেলের রক্তের প্রতিশোধ নিতেও আমরা কুণ্ঠাবোধ করবো না।

কিন্তু বুড়ি পাথরের মতো বসে রইলো, তার চোখের পলক পড়ে না, জীবন্ত না মৃত বোঝা যায় না।

আমি আবার বললাম—দেখো মা, এটা মনে কর তোমারই বাড়িঘর। আমরা তোমার দেখাশোনা করবো। নাজিব বেঁচে নেই কিন্তু তার বন্ধুবান্ধবরা আছে। তারা ছেলের মতো তোমাকে দেখবে। আমি কথার পর কথা বলে যেতেই থাকলাম, কিন্তু বুড়ির কোন সাড়া শব্দ নেই।

শেষে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম : এতক্ষণ ধরে কথা বলে তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি জানি আমার কোন কথা তোমার কানে যাওয়ার মত নয়।

তবুও বুড়ির কোন নড়ন চড়ন নেই। আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলেও তার মাঝে কোন সাড়াশব্দ ছিল না। আগের মতোই নির্বাক, নিশ্চুপ। ঘর থেকে বের হয়ে কয়েক পা এগিয়ে করিডোরে আসতে চিৎকার কানে এলো। কান ফাটা চিৎকার, মনে হল কে যেন আমার মুখে থাপ্পড় মেরে দিল।

'নাজিব' বলে বুড়ি বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠলো। বললো—তুই আমাকে মেরে গেলি, তোর মাকে মেরে গেলি।

আমি ছুটে সেই ঘরে ফিরে গেলাম। দেখলাম বুড়ি-মা পাগলের মতো বুকে চাপড় মেরে আর্তনাদ করছে, তার পুত্রবধূ তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু বুড়ি পাগলের মতো চুল ছিঁড়ছে, তার পুত্রবধূকেও খামচাচ্ছে, চুল ধরে টানছে। আমি একজনকে পাঠালাম ডাক্তার ডাকতে, তারপর সকলে মিলে ধরে বুড়িকে কোন রকমে বসিয়ে দিলাম। তার নাড়ীর গতি এতই দ্রুত যে মনে হচ্ছে হয়ত এখনিই মরে যাবে। এরপর হঠাৎ তার কাঁপুনি বন্ধ হল, যেন তার সব এনার্জি ও দম শেষ হয়ে গেছে। সে আমার দুই গালে হাত রাখলো এবং আমার কপালে চুমু দিল। আমি তার হাত ধরে হাতের পিঠে চুমু খেলাম।

www.BanglaBook.org

পরদিন সংবাদ পেলাম, বুড়ি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে, এমন কি পানি পর্যন্ত ছোঁয়না। আমি দেখতে গেলাম এবং দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করলাম। তার বৌ-মা মাথা চেপে ধরলো, আমি দুধের গ্লাস তার মুখে দিলাম। কিন্তু সে পান করতে পারলো না। ডাক্তার স্যালাইন দিলেন—ভেনের মধ্য দিয়ে এবং এইভাবেই তার চিকিৎসা হল।

এরপর আমি আর কখনো তার ছেলের মৃত্যু সম্পর্কে কোন কথা উত্থাপন করি নি। কিন্তু যেসব ঘটনা বুড়িকে নিয়ে ঘটেছিল সেগুলো আমি কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও ভুলতে পারি নি। পূর্ব অভিজ্ঞতার ভয়াবহ স্মৃতি মাঝেমাঝে উদয় হতো ঘুমের মধ্যে। মনে হতো কেউ বা কিছু যেন তেড়ে আসছে। আমি জানি এই দুঃস্বপ্নগুলো আমাকে তাড়াতে চায়, পাগল করে দিতে চায়, আর আমি তাদের মোকাবিলা করতে সব শক্তি হারিয়ে ফেলি। আমি চিৎকার করে কিছু বলতে চাই, কিন্তু কোন শব্দ করতে পারি না, আমি হাত পা নাড়াতে চাইলেও পারি না, কে যেন আমার বুকের ওপর চেপে বসে থাকে, আমি কিছু করতে পারি না, অসহায় অকর্মণ্য হয়ে পড়ি। শুধু চোখের সামনে জমাট অন্ধকার নেমে আসে।

আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। এখনো ভোরের আলো দেখা দেয়নি। আমি জানি, আর ঘুম আসবে না, তাই আলো জ্বেলে এই সময়ে হাতের কিছু কাজ সেরে নেবার চেষ্টা করলাম। অনেক সময় রাত দুটো তিনটেয় ঘুম ভেঙে যায় দুঃস্বপ্নে। আমার চিন্তা হয় হয়তো এক রাতে এই দুঃস্বপ্নের কোন ঘটনা আমাকে ঘিরে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে দেবে।

নাজিবের বিধবা স্ত্রী লেখাপড়া জানে না। যখনই আমার তার সাথে দেখা হয় তাকে বলি—এই কালো কাপড় পরে থেকো না। শোক পালন করার দিন এখন নয়। কাজ করার দিন। যদি তুমি নাজিবকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে এমন কিছু করো যাতে তার আত্মার শান্তি হবে। কেন তুমি ক্যাম্পের স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করো না ? নাজিবের আত্মা তোমাকে শিক্ষিত দেখলে খুশিই হবে।

: আমি চেষ্টা করবো। সে জবাব দিত।

তারপর সে লেখাপড়া শুরু করলো। সাথে সাথে তার বুড়ি শাশুড়ির দেখাশোনা, সেবাশুশ্রূষাও করতে লাগলো। সে কিছুদিনের মধ্যে প্রমাণ করলো তার মেধা আছে, ছাত্রী হিসেবে সে নিজেকে সেরা বলে প্রমাণ করলো।

আমাদের একটা এতিমখানা ছিল, সেখানে একটা হুকুম তাদের আশ্রয় দেয়া হল। এবং এতিমখানার সব মেয়েকে বলা হল ঐ বুড়ি মায়ের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে, তার যত্ন নিতে এবং প্রত্যেক দিন দুধ খাওয়ানোর জন্য চেষ্টা করতে। এরপর বুড়ি মা আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিকভাবে খেতে শুরু করলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—ষোল

আমরা ভেবেছিলাম সব কিছুই সংগঠিত হয়েছে ক্যাম্পে। ক্যাম্পে যারা খুবই দুস্থ ছিল তাদের কুপন দেয়া হয় এবং পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয় কখন এই কুপনের বিনিময়ে একটা কম্বল পাওয়া যাবে। ক্যাম্পের মধ্যে পাকিস্তান সরকারের একটি ভবন ছিল, আমরা সরকারের সাথে ঐ ভবনটি ক্যাম্পের কাজে ব্যবহার করার জন্য অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছি। ভবনটির চারদিক দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত ছিল, কম্বল বিতরণের সুবিধার্থে আমাদের জন্য উপযুক্ত স্থান হতো, ভিড় বা হৈচৈ এড়ানোর জন্য। ভবনটির অনুমতি পেয়েছিলাম।

কম্বল বিতরণের একঘণ্টা পূর্বে কয়েকশো রিফিউজি কম্পাউন্ডের গেটে জমায়েত হয়। আমিনা ও আমি কয়েকজন রাওয়া মেম্বারসহ ভবনের মেন রুমে কম্বল বিছিয়ে রেখে বিতরণের কাজ শুরু করলাম। আমাদের কাজে যেসব পুরুষ কর্মী সাহায্য করছিল তাদের বলা হল লাইনে দাঁড়ানো প্রথম জনকে ছেড়ে দেয়ার জন্য যাতে সে কম্বল নিতে পারে, আর যাতে কোন গোলযোগ না হয় তার দিকে খেয়াল রাখতে।

মাত্র এক ডজন কম্বল বিতরণের পর বাইরে চিৎকার শুরু হল। কেন কয়েকজনকে কম্বল দেয়া হবে, অন্যদের দেয়া হবে না কেন ? এই বলে চিৎকার শুরু হল। কেউ পাবে কেউ পাবে না, তা হবে না—বলে শ্লোগান ধ্বনি উঠলো। আমাদের সকলের কম্বল চাই।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা যেসব পুরুষ কর্মীকে এদের ঠেকানোর জন্য রেখেছিলাম তাদের মাড়িয়ে জনতা ভবনে ঢোকার চেষ্টা করলো। ধাক্কা-ধাক্কি, ঠেলাঠেলি শুরু হল নারী পুরুষের মাঝে। পর্দা করা ও বোরখাধারী মেয়েরা ঠেলে-ঠুলে ঘরের মধ্যে চলে এলো। রুমের মধ্যে অল্পসংখ্যক পুরুষ সাহায্যকারী যারা ছিল তারা হাতের ব্যাটন দিয়ে ভিড় ঠেলে ঘর থেকে তাদের বের করে চেষ্টা করে। আমরা তাদের অনুরোধ করলাম, যেন কাউকে আঘাত করা না হয়। কিন্তু এই রিফিউজিরা অভাবের তাড়নায় বন্য স্বভাবের হয়ে গেছে। আমাকে তারা ঠেলে দেয়ালের সাথে লাগিয়ে দিয়েছে, তেমনি অন্য মেয়েদের অবস্থা, যারা আমার কাজে সাহায্য করছিল। আমাদের কয়েক গজ আগে একট সাদা চুলঅলা মহিলা তার হাতের কাগজ ছুড়ে মারলো আমার দিকে। তাকে কম্বল দিতে না

www.BanglaBook.org

পারার জন্য সে ক্ষেপে গিয়ে মেঝেতে পড়ে চিৎকার করে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। আমাদের কিছু লোক তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

কাছে একটি নারী ও একটি পুরুষ ঠেলাঠেলি করতে করতে একটা কম্বল টেনে নিয়ে ধস্তাধস্তি করে একে অন্যকে নিচে ফেলে দেবার চেষ্টা করে। মহিলাটি চিৎকার করে বলে—আমার সন্তানরা শীতে মারা যাচ্ছে। টানাটানিতে কম্বল ছিড়ে দুখান হয়ে গেল। এবং অন্য অংশটি নেয়ার জন্য দুজনেই মারামারি শুরু করল। এই মারামারির মধ্যে বাইরে অপেক্ষাকারী রিফিউজিরা হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে বাকি কম্বলগুলো টানটানি ও কাড়াকাড়িতে টুকরো টুকরো করে ফেললো। সে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। এই অবস্থায় আমাদের ঘর ছেড়ে পালানো ছাড়া আর উপায় থাকলো না। আমরা ঘর খালি করে বাইরে চলে গেলাম।

আমি রিফিউজিদের এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের রুষ্ট হইনি। আমার মনে হয়েছে, আমি যদি তাদের অবস্থায় থাকতাম তাহলে ঐ ধরনের আচরণ করতে আমার বাধতো না। পরে আমি সেই পক্বকেশ মহিলাকে অর্ধেক কম্বল মাথায় দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় আমিনাকে বিব্রত মনে হচ্ছিল। সে রাতে কিছুই খেতে পারলো না, ভাত-সবজি তার মুখে উঠলো না। তার মুখ যেন রক্তশূন্য, তাকে দেখতে অদ্ভুত লাগলো। আমি তাকে কিছু বলতে গেলাম কিন্তু সে বোঝবার চেষ্টা করলো না। যখন সে খাবারের প্লেটগুলো নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল, তখন তার হাত থেকে খসে মেঝেয় পড়ে গেল। আমি তার দিকে চেয়ে দেখলাম, তার সারা শরীর কাঁপছে। সে সামনে পিছে তার মাথা দোলাতে লাগলো আর তার চুল ধরে টানতে শুরু করলো।

আমি জানতাম এটা মৃগী রোগের লক্ষণ। আমি তাড়াতাড়ি উঠে একটা চামচ নিয়ে তার মুখে দিলাম যাতে তার দাঁত লেগে জিব কেটে না যায়, কিন্তু পর মুহূর্তে তার খিঁচুনি শুরু হল, আমি তখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করলাম।

এর মধ্যে আমিনা একটু শান্ত হল এবং আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। তার অবস্থা দেখে আমি উত্তেজনায় ছিলাম, কিন্তু এখন তাকে হাসতে দেখে আমি কৌতুক করে বললাম—যে কাণ্ড বাঁধিয়েছিলে ভেবে সারা হচ্ছিলাম, আর এখন তুমি হাসছ!

আমিনা উঠে বসল। বললো : নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আঘাত করি নি বা কামড়ে দিইনি।

আমি হেসে বললাম, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে কাছে টানার জন্য এমনি ভান করেছিলে।

রাত্রি বাড়লো। আমরা শুতে গেলাম। ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমিনা তার পরিবারের কথা বলল। সে তার বাবার সাথে কথা বলত না। কারণ তার বাবা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে এই ক্যাম্প থেকে আফগানিস্তানে ফিরে যেতে বলেছিল। দুবছর পূর্বে তার বাবা তাকে চিঠি লিখে যে তার মা অসুস্থ এবং তার ভাইরা অসন্তুষ্ট তার প্রতি। তার দেশে ফিরে বিয়ে শাদি করা উচিত এবং পরিবারের মুরব্বিদের কথা শোনা উচিত। কিন্তু আমিনা ক্যাম্প ছেড়ে যায়নি, কারণ ক্যাম্পের জন্য সে জীবন উৎসর্গ করেছে।

আমিনা তার মৃগী রোগের জন্য আমার কাছে সব সময়েই ক্ষমা চেয়েছে, যখনই আমি সে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি। আমি তাকে তার অসুস্থতার কথা ডাক্তারকে বলে চিকিৎসা করানোর জন্য বলতাম, কিন্তু সে বলতো, তার কিছুই হয়নি। কোন চিকিৎসার দরকার নেই। আমি যখনই ক্যাম্পের বাইরে যেতাম তার জন্য ফলমূল নিয়ে আসতাম। একবার শহরে যখন একা ঘরে ছিল তখন তার খিঁচুনি শুরু হয় এবং মুর্ছা যায়। তার হাত তখন ছিল একটা হিটারের উপর। তার এক বন্ধু তাকে উদ্ধার করে, কিন্তু ততক্ষণে তার হাত পুড়ে গিয়েছিল। সে দাগ এখনো মিলিয়ে যায়নি।

আমিনার মতো আমার শারীরিক কোন রোগ না থাকলেও মাঝেমাঝে আমার হার্টবিট বেশ বেড়ে যায়। আমার বুকে তখন এতো চাপ ধরে যে তখন আমি নড়তে পারি না, আমার ঘামও হয় তখন। তারপর আস্তে আস্তে হার্টবিট স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবে আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।

ক্যাম্পের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ রোগ হল ম্যালেরিয়া। এর কারণ মশা। রাত দিন সব সময়েই মশার ভোঁ ভোঁ শব্দ। আমার তিনবার ম্যালেরিয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি হল যখন আমি শহরে মিটিং-এ যাবো। আমার হাত কাঁপতে শুরু করলো, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। সারা শরীর ব্যথায় চুর-চুর হয়ে গেল, কিন্তু তবু মিটিং-এ যাবার জন্য তৈরি হলাম, কিন্তু তখনও আমার কাঁপুনি বন্ধ হয়নি— আমার কখনো শীত লাগে, আবার গরমও লাগে।

আমার বন্ধুরা ম্যালেরিয়া বুঝতে পেরে আমার ওপর কয়েকটা কম্বল চড়িয়ে শুইয়ে দিল। তখন গ্রীষ্মকাল। আমার জ্বর ছেড়ে গেল এবং বমি হল। আমাকে হাসপাতালে নেয়ার পর সেখানে রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল আমার ম্যালেরিয়া হয়েছে। তারপর ডাক্তার রোগের চিকিৎসা করে আমাকে সারিয়ে তোলে।

* * *

এক গ্রীষ্মের সকালে আমি দেখলাম আমাদের ডাক্তার ফাতিমা একজন রোগী দেখলেন, ১০৪ ডিক্রি জ্বর তার গায়ে। ডাক্তার ফাতিমার বয়স ৩৫ এবং আফগান। একটি কাদার ঘরের মধ্যে পুরানো চেয়ার-টেবিল নিয়ে তার চেম্বার। ঘরটির ছাদ নেই, যেমন সূর্যের তাপ, তেমনি নোংরা। এক খোলা গাড়ির পেছনে তার ডিসপেন্সারী, সেখানে একজন কম্পাউন্ডার ওষুধ দেয়ার জন্য কাজ করে এবং ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মতে রোগীদের ওষুধ দেয়। ডাক্তারের ইউনিফরম নেই,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুধু একটি স্কার্ফ ঘাড়ে জড়ানো, যা তাকে এই গরমের দিনে আরও তপ্ত করে তোলে; কিন্তু মহিলা বলেন তাকে এই স্কার্ফ গায়ে জড়াতে হয়।

ডাক্তারী সুবিধা অপ্রতুল হওয়া সত্ত্বেও বৃদ্ধ মহিলাদের এতে কিছু এসে যায় না, তারা ওষুধের জন্য ভিড় জমালেও যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। তাদের কাছে একজন ডাক্তার দেবী স্বরূপ, যার মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা আছে।

এক থুত্থুড়ে বুড়ি ডাক্তার ফাতিমার কাছে পৌছে কোন রকম ভণিতা ছাড়াই শুরু করে : বেটি, আমাকে সাহায্য কর, আমি অসুস্থ। ডাক্তার তার বয়স জিজ্ঞাসা না করেই, জিজ্ঞাস করলো : তোমার কষ্ট কিসের ? কিন্তু বুড়ি শুধু বলে : বেটি আমি গায়ে জোর পাই না, দুর্বল—ওষুধ দাও।

এই বয়স্ক মহিলাদের অনেকেই মনে করে এবং বিশ্বাসও করে, যে একই ওষুধ সব রোগের জন্য প্রযোজ্য এবং তাতেই রোগ সেরে যায়। বুড়িকে পরীক্ষা করে রোগের কারণ বের করতে ডাক্তারের অনেক সময় গেল। এর মধ্যে আরও রোগী জড়ো হয়ে গেল। কিন্তু কোন রোগে বুড়ি ভুগছে, ধরা গেল না। এদিকে বুড়ি চলেছে—'আমাকে রাজ্যের অসুখে ধরেছে, আমার গায়ে-গতরে এবং হাড়ের মধ্যে। আমি জোর পাই না, ওষুধ দাও।'

শেষে ডাক্তার ফাতিমা দেখলেন বুড়ির প্রোটিনের অভাব, ভিটামিনও দরকার, কারণ যে খাবার সে খায় তাতে এ অভাব ঘটতে পারে। প্রেসক্রিপশন লিখে বুড়িকে দিয়ে বললেন : ঐ গাড়ি থেকে ওষুধ নাও। বলে কম্পাউন্ডারকে দেখিয়ে দিলেন। বুড়ি তখন তার ক্ষীণ দুটি হাত দিয়ে ডাক্তারের মাথা ধরে চুমু দিল। আর বারে বারে ধন্যবাদ দিয়ে তার দীর্ঘ জীবন কামনা করলো এবং ডাক্তারের চৌদ্দগুষ্টিকে দোয়া করে আস্তে আস্তে বিদায় হল।

বুড়িকে বোঝাতে কম্পাউন্ডারের অনেক সময় গেল। বললো—একেবারে সব পিলগুলো খেয়োনা তাহলে মরবে। খাবার পর দিনে তিনবার খাবে। কিন্তু বুড়ি তিনবেলা খাবার পায় না, এই জন্য বুড়ি হাঁ করে চেয়ে রইলো। দিনে একবার খাবার পেলে যার চলে যায়, তার তিন বেলা খাবার! বলে কি! বুড়িকে বোঝানোর জন্য তখন কম্পাউন্ডার বললো জোহর, আসর ও মাগরিবের আজানের পর একটা করে পিল খেতে।

ডাক্তার ফাতিমা অন্য একটি রোগী দেখছেন, আর শত শত অপেক্ষা করছে। আমি ফাতিমাকে দেখলাম এবং চিন্তা করলাম শুধু মহিলা ডাক্তারের অভাবে তালিবানদের অধীনে গ্রামাঞ্চলে শত শত মহিলা সাধারণ রোগে চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। এই জন্য রাওয়া'র মেডিক্যাল টিম অজপাড়াগাঁয়ে ওষুধ বিতরণ করে গোপনে। এম্বুলেন্সের টিম যায় না, কারণ তালিবানদের নজরে পড়ে যাবে। তাই সাধারণ পিকআপ, কিংবা গাড়িতে টিম যায় ওষুধ দেয়ার জন্য। গ্রামবাসীরা এই টিমের যত্ন নেয়, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। মেডিক্যাল টিম প্রায়ই এইসব অঞ্চলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাঁবুতে বাস করে। কারোর বাসায় অতিথি হয়ে থাকতে চায় না, খবর ছড়িয়ে পড়ার কারণে। আমি আশা করি একদিন আমি ডাক্তারী বিদ্যা পড়ে ডাক্তার হওয়ার চেষ্টা করবো।

* * *

আমি কখনও চিন্তা করি নি যে, আমাকে কোনদিন জেলরের ভূমিকায় কাজ করতে হবে, কিন্তু এভাবে কাজ না করলে ক্যাম্পের মেয়েরা ভাষা শেখার ক্লাসে হাজির হবে না। এই ক্লাস আমি ও আমিনা ক্যাম্পে শুরু করেছি। ছোট ছোট মেয়ে ক্লাসে এসে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে, খেলা করে, তাই ক্লাস শুরু হবার সাথেই আমি চেন ও তালা দিয়ে দরজা আটকে দিই যাতে মেয়েরা বের হতে না পারে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে, আমিনা ও আমি সারা ক্যাম্প ঘুরে ভাষা শিখতে ইচ্ছুক মহিলাদের ক্লাসে আনার চেষ্টা করলাম। আমরা সব সময়ের মহিলাদের নিজের স্বার্থের কথা ও তাদের কল্যাণের জন্য সচেতন হতে শিক্ষা দিলাম যাতে তারা তাদের স্বামী সেই মর্মে কাজ করতে প্রভাবিত করে। আমাদের এসব কথা শুনে প্রথম প্রথম তারা হাসাহাসি করলেও পরে বুঝতে পারে।

একদিন সকাল সাতটার সময় একজন মহিলা আমাদের দরজায় 'নক' করে একটি মুরগির ডিম দিয়ে গেল। ডিমটা তাজা ও গরম ছিল—মনে হল মুরগিটা বোধ হয় এখনিই পেড়েছে। আমি ডিমটা নিয়ে আমিনাকে দিতে গেলাম, কিন্তু সে আমাকেই নিতে অনুরোধ করল। আমরা সকালে শুধু শুকনো দু'পিস পাউরুটি নাস্তা করি। সাথে ডিম খাওয়া, মাখন জ্যাম কিছুই থাকে না, থাকে শুধু চা যাতে রুটি ডুবিয়ে খাওয়া হয়।

আমরা মহিলাকে ঘরের মধ্যে এনে চা খেতে বললাম এবং সে বসলো। তারপর সে বললো কেন এতো সকালে সে আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছে।

সে বললো : আমার মেয়ে তোমাদের ক্লাসে পড়ে, এবং দেখলাম সে খুব তাড়াতাড়ি লিখতে শিখেছে। আমি চিন্তা করছি, আমিও তোমাদের স্কুলে ভর্তি হব। কিন্তু আমার মত পঞ্চাশ বছরের বুড়িকে ছোট মেয়েদের সাথে পড়তে দেখলে লোকে হাসাহাসি করবে। এতো বয়সে লেখাপড়া শেখা কি লজ্জার বিষয় ? মহিলা জিজ্ঞাসা করল। আমি উৎসাহ দিয়ে বললাম : এতে লজ্জার কিছু নেই, গর্ব আছে।

: কিন্তু আমার মেয়ে ও অন্য ছাত্রীরা আমাকে দেখে হাসে।

: তুমি ওতে কিছু মনে করো না। তোমার মেয়ে লেখাপড়া শিখবে আর তুমি মূর্খ থাকবে—নাম পর্যন্ত লিখতে পারবে না, এতে তোমর লজ্জা হবে না। চিন্তা করো, যখন তোমার হাতের লেখা চিঠি তোমার আত্মীয়রা দেখবে ও পড়বে, তোমার বন্ধুরা তোমার লেখা দেখবে—তখন তারা কত খুশি হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি তাকে সাহস দিয়ে বললাম—ঠিক আছে আমি নয়তো তোমার সাথে ক্লাসে যাবো। ক্লাস বিকেলে শুরু হবে। সে ক্লাসে এলো, যদি তার স্বামী টিপ্পনি কেটেছিল বুড়ো বয়সে লেখাপড়া শেখার জন্য। বলেছিলো, শেষ বয়সে আমার স্ত্রী লেখক কিংবা দার্শনিক হতে যাচ্ছে।

এই রুমে সকালে ছোট মেয়েদের ক্লাস হয়, আর বিকেলে বয়স্ক মহিলাদের। এখানে সব মেয়ে পর্দা করে আসে, এবং অনেকে ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে চলে আসে।

ক্লাস শুরু হলে আমিনা সকলকে খাতা পেন্সিল, দাগটানা রুলার, সার্পনার দিল। এর মধ্যে কয়েকজন মহিলার ছোট মেয়ে চুপ করে এসে মাকে দেখে হাসতে হাসতে চলে গেল। আমি তাদের তাড়িয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

কিছুদিন শিক্ষা ও সবক নেয়ার পর এই সব মহিলা তাদের নাম লিখতে শিখলো। আমরা তাদের ক্লাসে হাজিরা দেয়ার জন্য তাদের গিফ্‌ট দেয়া শুরু করলাম। কোন দিন সাবান, কোন দিন এককিলো চাল ইত্যাদি, যাতে তারা তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে।

এই ভাষা শেখার ক্লাস শুধু পড়া ও নাম লেখার জন্য পরিচালিত করার উদ্দেশ্য ছিল। এই বিবাহিত বয়স্ক মেয়েদের লেখাপড়ার সাথে সংসারের অন্য কাজেও অংশ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হত—বিশেষ করে পরিবার পরিকল্পনায়। তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপাদানের সাথে পরিচয়ও করানো হল বেশি সন্তান ধারণ না করার জন্য। বেশি সন্তান দরিদ্র পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি করে, আর মেয়েদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে—এ সম্বন্ধেও তাদের জানিয়ে দেয়া হয়। এতে দেখা গেল, অবশিষ্ট বয়স্ক মেয়ে মহলে উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারাও—এমন কি নানী-দাদীরাও এ ক্লাসে লেকচার শোনার জন্য ভিড় জমালো। আমারও এতে গর্ব হল এই ভেবে যে আমার পরিকল্পনা নিষ্ফল যায় নি।

* * *

কোন কোন সময়ে বাচ্চারা স্কুল কামাই করতা, ক্লাসে হাজিরা দিত না। কিন্তু তাদের মায়েরা কোন দিন গরহাজির হয়নি। একদিন একটি বালিকা কাঁদতে কাঁদতে এসে বললো—তার বাবা স্কুলে পড়ার জন্য মেরেছে। তারা বাবা মুজাহিদীনের সাথে সৈনিক হিসেবে কাজ করেছে। সে মেয়েদের লেখাপড়ার বিরুদ্ধে।

আমি তার মায়ের অনুমতি নিয়ে তার বাবার সাথে দেখা করলাম। সে সাদা পাগড়ি পরেছিল, আমাকে দরজা খুলে দেখতে পেয়ে তার মেজাজ বিগড়ে গেল।

আমি ছোট স্কার্ফ দিয়ে মাথার চুল ঢেকে ছিলাম। সে আমার দিকে না তাকিয়ে তার স্ত্রীকে ডেকে বললো—দেখতো একটা মেয়েলোক এসেছে। তার স্ত্রী বড় একটা স্কার্ফ দিয়ে মাথা ও দেহ ঢেকেছিল। আমাকে দেখে ঘরের মধ্যে নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল। একটি মাত্র ঘর। সেখানে তারা ছয়টি সন্তানসহ বাস করে। দেয়ালে শুধু একটা কাজ করা কাপড় ঝুলছে, নামাজ পড়ার জন্য।

লোকটির স্ত্রীকে আমি বললাম : তোমার বড় মেয়ের ব্যাপারে তোমার স্বামীর সাথে কথা বলা বলতে এসেছি।

লোকটি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো : কি চাও তুমি ? সে তখনো পর্যন্ত আমার দিকে তাকাইনি এবং প্রথাগতভাবে আমাকে বসতেও বলেনি।

বললাম : তোমার মেয়ে প্রতিদিন কাঁদে, কারণ তুমি তাকে স্কুলে যেতে দাওনা। তুমি যদি তোমার মেয়েকে ভালোবাস, তোমার উচিত মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো। যদি তোমার সন্তানদের লেখাপড়া করতে না দাও, শুধু তাদের নয় তোমাদেরও ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে।

সে বললো : আমি মুসলমান এবং আমার সন্তানরা মুসলমান হোক এটাই চাই। তোমরা কেন শুধু কোরান ছাড়া অন্য বিষয় পড়াও ? তোমরা বিধর্মী, আমি আমার সন্তানদের বিধর্মী হতে দেব না। আমি মাদ্রাসার কথা ভাবলাম যেখানে শুধু কোরান পড়ানো হয়। কাবুল ও পেশওয়ারে দেখেছি, মাদ্রাসাতে শুধু ছাত্রদের কোরান শিক্ষা দিয়ে তালিবান তৈরি করা হয়।

আমি জবাবে বললাম : দেখ, আমাদের স্কুলে অন্য যে মেয়েরা যায় তারাও মুসলমান মেয়ে। তারাও ভালো মুসলমান। ভাল মুসলমানরা কোরানের সাথে অন্য বিষয়ও পড়াশোনা করে।

সে তখনো পর্যন্ত আমার দিকে চেয়ে দেখে নি। মেঝেতে চেয়ে আছে। এতে আমার বিরক্তি এলো। সে জানে আমি ভালো বংশের মেয়ে। আমরা যখন মেয়েদের বিদেশী ছবি দেখাই তখন আমরা অশালীন দৃশ্য সেন্সর করে দিই। ক্যাম্পের জন্য সবচেয়ে ভালো ফিল্ম হল সিন্ডলারস লিষ্ট (Schindler's list); সেই ছবির একটি বেড-সিনের দৃশ্য আমরা ছেঁটে দিয়েছিলাম। এ ছবি থাকলে মেয়েরা বাবা-মার কাছে গল্প করতো, এবং স্কুলের বদনাম হত।

এই সব চিন্তা করে আমি তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে কোন যুক্তিরও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলো না। তাই বললো—

: আমার মেয়ে তার ভবিষ্যৎ ভালো হোক, মন্দ হোক সিদ্ধান্ত আমার। সে আমার ঘরে বসে কার্পেট বুনলে আমার কাজে লাগবে। এখন তুমি যেতে পারো— এই বলে আমাকে বিদায় দিতে চাইল।

আমার রাগ হল। বললাম : দেখ আমি তোমার মেয়ের ভালোর জন্য এখানে এসেছিলাম। তার ভবিষ্যৎ কিসে ভালো হবে সে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই। সে শিক্ষা পেতে চায়। এখানে যে মেয়েদের স্কুলে আছে শিক্ষার সুযোগ আছে, এ সুযোগ থেকে তুমি তাকে বঞ্চিত করছো এবং তাকে অজ্ঞ, নিরক্ষর রাখতে চাইছ। যদি তুমি তাকে আবার মারধর কর, তাহলে আমরা তোমাকে ক্যাম্প থেকে বের করে দিতে বাধ্য হব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি ভীষণভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলাম তার ব্যবহারে। আমার আরো দুঃখ হল যে বাবার একগুঁয়েমি ও অজ্ঞতার জন্য একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে যাচ্ছে।

এরপর মেয়ে স্কুল আসা বন্ধ করে দিল।

* * *

আমার অনেক স্বপ্নের মধ্যে একটা ছিল আফগানিস্তানের প্রতি শহর ও গ্রামে লাইব্রেরী থাকবে, অনেক বই পুস্তক থাকবে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলার বই—পার্সিয়ান ও পশতু উভয়ের ভাষান্তর থাকবে। আফগানিস্তানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তথ্যসহ অনেক পুস্তক থাকবে। কিন্তু এই মুজাহিদীন ও তালিবানরা কি করল। সব ধ্বংস করে দিল।

আমাদের ক্যাম্পে আমি রাশিয়ান প্রদেশের এক মহিলার দেখা পাই। ঐ মহিলা বুদ্ধদেবের বিশাল পাথরের মূর্তির কাছাকাছি বাস করতো। এই তালিবানরা সেই অতি প্রাচীন মূর্তি, আফগানিস্তানের ঐতিহ্য ধ্বংস করে দিয়েছে, ভেঙে দিয়েদে টুকরো করে। দেড় হাজার বছর ধরে যে মূর্তি আফগানিস্তানের সম্পদ ছিল, তালিবানরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। সে মূর্তি আর ফিরে আসবে না।

সেই মহিলা দুঃখ করে বললো : এ বর্বর আচরণ পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা থাকবে, কখনো মুছে যাবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—সতের

'আন্টি, আমার এক জোড়া নতুন জুতা দরকার।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট মেয়ে শামস্ বললো। একে আমি ক্যাম্পের মধ্যে সবচেয়ে ভালোবাসি। শামস্ দেখতে সুন্দর, হাজারা গোত্রের পাঁচ বছরের ছেলে। এই হাজারা গোত্র আফগানিস্তানে সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হয়েছে তালিবানদের হাতে। মেয়েটার সোনালী চুল, চাইনিজদের মত চোখ এবং মেয়েদের ক্যাম্পের একমাত্র বাচ্চা। অন্য বড় ছেলেদের সাথে বাস করার মতো তার বয়স হয়নি। কেন সে এতিমখানায়, কেউ তাকে আজ পর্যন্ত বলেনি।

কেউ তাকে বলে নি যে তার বাবা-মা মারা গেছে। তাদের বাসায় বোমা পড়াতে তাদের মৃত্যু হয়। সে মনে করে এই এতিমখানার চৌদ্দটি মেয়েই তার বোন, কিন্তু আসলে এদের মধ্যে মাত্র একটি মেয়ে তার নিজের বোন। সে তার বোনের কাছেই বেশি সময় কাটায়।

তার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর তার আঠারো বছরের ভাই দুই ভাইবোনকে এতিমখানায় রেখে যায়। তার বোন তার চেয়ে এক বছরের বড়। তাদের ভাই বলেছিল, তাদের আর কিছুই নেই যা দিয়ে এদের লালন-পালন করতে পারে। শামস্ মনে করে রাওয়া সদস্যই তার মা।

'আন্টি আমার জুতা চায়'—ফুটবল খেলবো। শামস্ আবার বললো। সে আমাকে আন্টি বলে।

শামস্ জুতা পছন্দ করে। তার বেশ ক'জোড়া জুতা আছে। আমি তার টিচারের কাছে জেনেছি। তার টিচার বললো—কোন জুতা দেবেন না, তার দরকার নেই।

আমি জানি এটা অপচয়। কিন্তু তার আবদার ফেলতে পারি না। তার বিশ্বাস নতুন জুতা দিয়ে সে বেশি গোল করতে পারবে, এবং একদিন আফগানিস্তানের জাতীয় ফুটবলটিমের খেলোয়াড় হবে।

বললাম : ঠিক আছে, নতুন জুতা দেবো। আর কিছু চাই ? শামস্ লজ্জা পেয়ে মাথা নোয়ালো।

শামস্‌কে আমি স্নেহ করি এবং তার আবদার সহ্য করি। আমি তাকে চা খেতে বলি, যখনই সে আমার দরজায় 'নক' করে কিন্তু সে খায় না। যেহেতু আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে একটু বিশেষ খাতির করি। সেভাবে ক্যাম্পে আমার কোন ক্ষমতা নেই, সাধারণ মানুষ। সে ভাবে যারা খুব রাশভারি, শুধু বকাবকি করে তারাই ক্ষমতাবান। সে যখন আসে তখন আমিনার কথা জিজ্ঞাসা করে, কারণ আমিনা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

শামস্ সব সময় বেশ হাসিখুশি থাকে। সে মাত্র অক্ষর পরিচয় শিখছে। প্রায় সে আমার কাছে এসে বলে—আন্টি, আমি তোমার কাছে পড়বো। সে তার পায়ের ওপর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে চুমু খায়। আমি তাকে বলি, একদিন আসবে যেদিন তুমি আমাকে আর চুমু খাবে না।

সে ইংরেজি শিখতেও আরম্ভ করলো। কোনদিন ক্লাস কামাই করতো না। আর কোন বাইরের মানুষ ক্যাম্পের ক্লাস দেখতে এলে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলবে—আমার নাম শামস্।

আমি যখনই ক্যাম্পের বাইরে যাই তার জন্য কিছু কাগজ ও ড্রইং পেন্সিল নিয়ে আসি, কারণ সে ছবি আঁকতে পছন্দ করে। সে বই পুস্তকও পছন্দ করে, যদিও পড়তে শিখেনি, সে রসায়নবিদ্যার বই নেড়েচেড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দেখতে থাকে যদিও একটা অক্ষরও সে পড়তে জানে না।

যখনই সে একটা টাকা হাতে পায়, দৌড়ে দোকানে গিয়ে ফটকা কিনে আনে, এবং ফোটাতে ভালোবাসে, কারণ সে এমন দেশ থেকে চলে এসেছে যেখানে সর্বদা বোমাবাজি হত, গোলাগুলির শব্দ হত। আশপাশের মেয়েরা তার নামে এ নিয়ে অভিযোগ করতো।

একবার এক বিদেশী সাংবাদিককে আমাদের ক্যাম্প ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলাম, এমন সময় তার পায়ের সামনে একটা ফটকা এসে ফুটলো। সাংবাদিক ফলে লাফ দিয়ে উঠলো, সে ভেবেছিল হয় কেউ গুলি ছুড়েছে। আমি শামস্‌কে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে দেখলাম। আমি ছুটে গিয়ে ধমকে দিলাম এবং তাকে ধরতে গেলাম, কিন্তু সে ছুটে পালিয়ে গেল। আবার বিশ্বাস এ কাজ সে ছাড়া আর কেউ করে নি।

শামস্ শব্দ করতে ভালবাসতো। সে রাওয়া'র সঙ্গীত জোরে শুনতে পছন্দ করতো। গানের কলি তার মনে না থাকলেও সে অন্য কথা জুড়ে সুর করে গাইত। সময় সময়ে আমি তাকে পয়সা দিতাম ফটকা কিনতে নয়, ঘুড়ি কিনতে। আমরা আমেরিকান দম্পতি থেকে অনেক অনুরোধ পেয়েছি, আমাদের ক্যাম্পের সন্তানদের দত্তক নেবার জন্য। ইউরোপ থেকেও এ ধরনের অনুরোধ আসতো। আমরা শুধু সেই সব অনুরোধ করতাম যারা সন্তান গ্রহণ করে মানুষ করে তাদের জীবন বদলে দেবে, কিন্তু তাদের মানুষ করতে হবে দেশে বিদেশে নিয়ে নয়, যাতে তারা নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে না যায়। আফগান সন্তানদের মধ্যে অনেক প্রতিভা আছে, বড় হয়ে যারা দেশের কাজ করতে পারবে। আমরা সেই চেষ্টা করছিলাম। কারণ এই সন্তানরা আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ। বিদেশে দত্তকরূপে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঠিয়ে আমাদের জেনারেশন নষ্ট করতে পারি না। কারণ এ প্রতিভাবান ছেলেমেয়েরা বিদেশে গেলে আর ফিরবে না। একবার আমার এক কাজিন কানাডা থেকে ফিরে আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি যাইনি।

* * *

একবার আমাদের ক্যাম্পে ইলেট্রিকসিটি ছিল না। এমন সময় দরজার 'নক' হল। দরজা খুলে দিতেই একটি ছোট মেয়ে বললো,

: তাড়াতাড়ি আসুন, এক মহিলা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

আমরা ঐ মহিলার বাড়ি গিয়ে দেখলাম সে মেঝেয় পড়ে আছে, তার মাথার কাছে রক্ত আর বমির আলামত। মহিলার শরীর ঘামে ভিজে গেছে, যদিও শীতের সময়। দেখা গেল সে ইঁদুর মারার ওষুধ আধ বোতল খেয়ে ফেলেছে। একটি এম্বুলেন্স এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

হাসপাতালে দেখতে গেলাম। ডাক্তার তার পেট থেকে সব বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিয়েছে। আমরা জানতে পারলাম কেন সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তার স্বামী নেপালের, আফিম খায়। কিন্তু চাল-চুলো, ঘরে খাদ্য নেই। তবুও সে তার স্ত্রীকে ঘরের বাইরে যেতে দেবে না কাজ করা বা ভিক্ষা করার জন্য, নিজেও কিছু করবে না। টাকা-পয়সার কথা বলা হলে, স্ত্রীকে ধরে পেটাতো। তার স্বামীর নাম মোহাম্মদ।

আমি তার বাসায় ফিরে গিয়ে মোহাম্মদকে পেলাম। উত্তর আফগানিস্তানের কুনীর প্রদেশের মানুষ। আস্তে আস্তে সে বললো যে পেশওয়ারে কারখানো বাজারে সে এই মাদক দ্রব্য পায়, যেখানে পুলিশ যেতে পারে না। তাই সেখানে হিরোইনসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য খোলামেলা বিক্রি হয়। মোহাম্মদ আরো বললো যে, সে ইটের কারখানায় কাজ করার জন্য সেখানে গিয়েছিলো। তার পিঠে ভীষণ ব্যথা হওয়ায় কাজ করতে পারে নি। তারপর এক ডিলারের সাথে দেখা হয়। সে ডিলার তাকে বলে পাকিস্তানে কোন কাজ পাওয়া যাবে না, আর আফগানিস্তানও ফিরতে পারবে না। কিন্তু সে আমাকে এমন জিনিস দেবে যাতে আমি আমার সব সমস্যার কথা ভুলে যাবো। মোহাম্মদ বললো।

এই বলে মোহাম্মদ থামল। তারপর এমন জিনিস সে আমাকে খেতে দিল, যাতে আমি সব ভুলে গেলাম। ঘর সংসার স্ত্রী সবই। বাসায় ফিরে খাবার চাইলাম স্ত্রী বললো ঘরে কিছুই নেই। আমি তাকে পেটালাম। মোহাম্মদ এই বলে শেষ করলো।

এরপর সে কারখানো বাজারে কয়েকবার গেছে—হিরোইন না পেয়ে আফিম ধরেছে। এখন কোন কাজ নেই, ঘরে খাবার নেই—সে মাদকাসক্ত।

জিজ্ঞাসা করলাম—'কেন সে তার স্ত্রীকে বাইরে কাজ করার জন্য যেতে দেয় না।

: কারণ, আমার জন্য লজ্জারি ব্যাপার। আমি কেমন করে স্ত্রীকে বাইরে পাঠাবো টাকার জন্য। যখন আমার নিজের কোন শক্তি নেই ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি আমিনাকে মোহাম্মদের কাহিনী শোনালাম। সে বললো তার ভাইও আফগানিস্তানে এই নেশা করতো—কেননা সে লেখাপড়া শেখেনি, কোন ভবিষ্যৎ নেই। এ ধরনের শতশত মানুষকে আফগান ও পাকিস্তানে ড্রাগব্যবসায়ীরা নষ্ট করছে, নেশা ভাঙ খাইয়ে, তালিবানদের সাহায্যে।

রাওয়া সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে আমরা মোহাম্মদের চিকিৎসা করলাম। তার নেশা ছাড়লে তাকে ইটের কারখানায় কাজ নেবার জন্য বললাম। সে রাজি হল।

* * *

ক্যাম্পের মধ্যে কিছু অনুষ্ঠান দেখে আমার গা জ্বালা করতো। তার মধ্যে ছিল বিয়ে অনুষ্ঠান, যা সাধারণ দরিদ্র পরিবারে ঘটতো। আমি অবাক হলাম একটি চৌদ্দ বছরের মেয়ের বিয়ে দেখে। সে আমিনার কাছে পড়তো। মেয়ের মা-ও ভাষা শিক্ষার ক্লাসে হাজিরা দিত। তাই তার বিয়ের দাওয়াত আমি ও আমিনা কেউ আগ্রাহ্য করতে পারলাম না।

আমার যাবার ইচ্ছা ছিল না। কারণ যে লোকটার সাথে কচি মেয়েটির বিয়ে হচ্ছিল সে ছিল পৌঢ়, মেয়েটির চেয়ে তিরিশ বছরের বড়। পরিবারটি এতো দরিদ্র যে বিয়ের আগের দিন তারা আমাদের থেকে কিছু জিনিস ও কার্পেট ধার করলো আয়োজনের জন্য। বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখি, কনের মা-বাবা তাদের সব আত্মীয়কে দাওয়াত দিয়েছে, শুধু ক্যাম্পের নয়, বাইরে থেকেও। জায়গা সঙ্কুলান না হওয়ার পড়শীর থেকে কিছু স্থান ভাড়া করেছে।

মেহমানদের খাওয়ানোর জন্য ছাগল ও ভেড়া জবাই করা হয়েছে। তার গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে গেছে। এই খাবারের জোগাড়ে তাদের যথেষ্ট অর্থ খরচ হয়েছে। একজন অন্ধ লোককে ভাড়া করা হয়েছে বিয়ের প্রাচীন প্রথার সঙ্গীতের জন্য, আর কিছু গিটার ও দোতারা বাজিয়ে আনা হয়েছে। অন্ধ গায়কের দৃষ্টিশক্তি না থাকার কারণে তাকে মেয়ে ও পুরুষ মহলে উভয় স্থানে গাইতে হচ্ছে। আফগান বিবাহ প্রথায় মেয়ে মহলে যে নৃত্য হয়, পুরুষদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

আমি যখন কনেকে অভিনন্দন জানাতে গেলাম, দেখলাম সে লাল পোশাক, সোনার লেস মোড়া, কড়া মেকআপ মুখে এবং সারা গায়ে অলঙ্কারে ভরা, হাতের আঙুলে বেশ ক'টা আংটি। আমিনা তাকে বলল : কথা দাও, স্কুলে যাওয়া বন্ধ করবে না।

মেয়েটি ইতস্তত করে বলল : কি জানি বলতে পারি না, স্কুলে যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করে আমার স্বামীর ওপর।

: না করে না। আমাকে প্রতিবাদ জানালো। এটা তোমার ইচ্ছার ব্যাপার, লেখাপড়ার ওপর তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সুতরাং তুমি তোমার স্বামীকে বোঝাতে পারো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেহমান সবাই দরিদ্র পরিবারের। সুতরাং দশ-বিশ টাকার বেশি কেউ নবদম্পত্তিকে উপহার স্বরূপ দিত পারলো না। এই বিবাহ অনুষ্ঠান তিনদিন ধরে চললো।

পরের সপ্তাহে আমরা তার মাকে দেখতে গেলাম। বিয়েতে তাদের এতো খরচ হয়েছে যে ঘরে চিনি পর্যন্ত নেই আমাদের চা খাওয়ানোর জন্য। আমি তাদের এই আনুষ্ঠানিকতায় হতাশ হয়েছি। বললাম তোমার ছোট মেয়েটার বিয়ে দিলে একটা বাপের বয়সী লোকের সাথে, তারপর এমন খরচ করলে যে এখন চিনি কেনার পয়সা নেই। এ ধরনের অনুষ্ঠান করে লাভ কি হল।

মহিলা কেঁদে ফেললো। বললো : আমার কোন উপায় ছিল না। আমার মেয়ে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন পুরুষের দরকার। আমার স্বামীকে এই অনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট টাকা ধার করতে হয়েছে শুধু পরিবারের সম্মান বজায় রাখার জন্য।

আমি ভেবে আশ্চর্য হলাম, আফগানিস্তানের ধ্বংসের মুখে আফগান পরিবার কেমন করে জাঁকজমকে সম্মান রাখার জন্য ধার করে। এ সম্মানের মূল্য কতটুকু যখন ঘরে সামান্য চিনি কেনার পয়সা থাকে না।

বিয়ে হওয়ার পর মেয়েটি আর স্কুলে এলো না। আমরা কয়েক মাস পর যখন তাকে দেখতে গেলাম সে বললো তার পেটে বাচ্চা । বাচ্চা হওয়ার পর বড় না হলে সে বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না।

আমি আশা করলাম হয়ত একদিন সে ক্লাসে আসবে।

* * *

মুমূর্ষু লোকদের আমি সব সময়ে এড়িয়ে চলতাম। আমি সুন্দর ও তাজা জিনিস দেখতে পছন্দ করি। এমন কিছু নয় যা শুকিয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে। এমনকি মানুষের লাশও আমি দেখতে পারি না। তবুও সময় সময় দেখতে হয় বাধ্য হয়ে, সম্মান দেখানো হয়। উদ্বাস্তুরা আমাদের উপর আস্থা হারাবে যদি আমরা শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজিরা দিই। দাফন কার্য বা সৎকারের সময়ে হাজির হই না। মানুষের জীবনে এই দুটো দিকই আছে—এড়াবার উপায় নেই। আনন্দ যেমন আছে, বিষাদও আছে জীবনে।

লাশ যে ঘরে ছিল, আমি সেখানে থাকলেও অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলাম—মেঝেতে লোকেরা কান্নাকাটি করছিল। একবার একটি মহিলা পেটে ধারালো বস্তুর আঘাতে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিল। তার স্বামী কাবুলে সব কিছু ফেলে আহত স্ত্রী নিয়ে পাকিস্তানের হাসপাতালে গেল। ডাক্তারেরা যখন মহিলাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল, তখন স্বামী চিৎকার করছিল এবং আমি লোকটিকে কোন সাহায্যই করতে পারিনি। পরে মহিলার মৃতদেহ দেখেছিলাম, কিন্তু আমি লাশ ধোয়ানো ও দাফনকার্যে কোন সাহায্য করতে পারি নি।

আমি সর্বদা মুমূর্ষু ব্যক্তি কিংবা মৃতদেহ এড়িয়ে যেতাম, দেখতে পারতাম না। কোন খাদ্য বস্তু খেতে পারতাম না কোন বাড়িতে যেখানে দাফনকার্য হচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি একবার এক উদ্বাস্তু মহিলার বাসায় গিয়েছিলাম। সে দরিদ্র, কিন্তু আমার জন্য সে মুরগি, পোলাও ইত্যাদি করে খরচ করে রান্নার ব্যবস্থা করে। আমি শুধু তার হাত ধরে চুমু খেয়ে বলেছিলাম—'আমায় মাফ করো, কিছু খেতে পারবোনা।' এর জন্য আমার নিজেরই খারাপ লাগে; কিন্তু কি করবো।

আমি কোন কবরস্থানে যেতে পারি না। ক্যাম্পের পাশে যে কবরস্থান আছে তার পাশ দিয়ে আমি হাঁটি না। দেখতে দেখতে কবরস্থান বেশ বড় হয়ে গেল। ক্যাম্প ছাড়াও বাইরের দরিদ্র পরিবারের মৃত লোকদের এখানে কবর দেয়া হয়, কারণ অন্যত্র কবর দিতে পয়সা লাগে, বাঁশ কিনতে রেজিস্ট্রি খাতায় নাম লেখাতে।

আমি অনেক রাতে ঘুমাতে যাই। ঘুমিয়ে যাওয়ার পূর্বে আমার রাওয়া সদস্যদের জন্য চিন্তা হয়—যারা আফগানিস্তানে ও পাকিস্তানে আছে। তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবি। আমি যখন রিফিউজিদের কাছ থেকে কোন মর্মান্তিক ঘটনা শুনি তখন আমার দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। আমি তালিবানদের মত বিশ্বাস করি না যে মৃত্যু আশীর্বাদ বা শহীদ। 'শহীদ' কথাটা আমার কাছে ধোঁকা মনে হয়, মানুষকে যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য এসব মন ভোলান কথা বলা হয়। আমি মৃত্যুকে ভয় করি, তবে দেশের কাজে, মানবতার কাছে যদি প্রাণ যায় আমার ভয় হয় না। আমি আত্মহত্যা, বা গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যুকে ঘৃণা করি।

এমনিতে আমি কোন দান বা সাহায্য পছন্দ করি না, কিন্তু কোন জরুরী কাজে—দেশ ও দশের সেবায়—যদি অর্থের অভাব তখন কেউ সাহায্য করলে আমি নিতে বাধ্য নেই। একটা ঘটনা আমি কখনো ভুলব না। আফগানিস্তান থেকে এক বৃদ্ধ মহিলা যুদ্ধের কারণে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল। তারপর এই ক্যাম্পে তার পাঁচ সন্তানকে নিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তার স্বামী মারা গেছে। সে মাটিতে পড়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—দয়া করুন, আমাদের স্থান দিন, আমাকে না দিলে আমার সন্তানদের স্থান দিন, আমি এদের মুখে আহার জোগাড় করতে পারি না। এই সন্তানরা আপনার মনে করুন।

কিন্তু আমাকে তাকে ফিরিয়ে দিতে হয়, কেননা ক্যাম্পে আর কোন মানুষকে স্থান দেয়ার মতো জায়গা ছিল না। তাদের খাওয়ানোর জন্য আমাদের ফান্ড ছিল না, তাদের চিকিৎসা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা ছিল না।

আমি তাদের নিতে পারতাম একমাত্র ঐ রুমে যেখানে আমি থাকি, কিন্তু তখন সম্ভব ছিল না। একবার একটি দুস্থ পরিবারকে আমার ঘরে অস্থায়ীভাবে ঠাঁই দিয়েছিলাম। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা আমাকে দ্বিতীয়বারের জন্য সাবধান করেছিল। আমি সেই বৃদ্ধ মহিলা ও তার পাঁচ সন্তানকে ঠাঁই দিতে পারি নি। মহিলা এতে আমার ওপর রাগ করেনি, তবে আমি চিন্তিত ছিলাম এদের ভাগ্যে কি ঘটবে। আমি জানি না তারা কোথায় আশ্রয় পেয়েছে, আশা করি অন্য কোন ক্যাম্পে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষষ্ঠ অংশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—আঠারো

আমি ইসলামাবাদে তালিবান এম্বেসির ছোট দরজা দিয়ে হেঁটে গেলাম এবং মেয়েদের লাইনে পাসপোর্টের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। কাউন্টার ক্লার্কের পেছনে যে নোটিশ টাঙানো ছিল তাতে আমার চোখ পড়লো। হাতের লেখা—কিন্তু ক্যালিগ্রাফিতে নিখুঁত সুন্দর করে লেখা। লেখা ছিল : 'বোরখার মধ্যে নারী যেন শামুকের মধ্যে মুক্তা।'

আমার মনে পড়লো কাবুলে বোরখা পরে কেমন কেরড্ হয়েছিলেন। এর মধ্যে মানুষে কি করে কবিতার লাইন খুঁজে পাই আমার মাথায় আসে না। আমার কাছে মনে হয়—একজন নারীর জীবন্ত দেহ, যেন কফিনের মধ্যে লাশের মতো। কিন্তু তালিবানরা কোন আফগান রমণীকে দেশের বাইরে বোরখা পরতে বাধ্য করতে পারবে না। সে তার মত চলবে।

* * *

আমি আমার পাসপোর্ট ও বোরখা একসাথে প্যাক করলাম যখন আমি প্রথম বারের মত আমেরিকা ভিজিটে গেলাম।

নাট্যকার ইভ এনস্লার 'দ্য ভারজিনা মনোলোগ' নাটকের রচয়িতা। তিনি ২০০১ সালে ফেব্রুয়ারিতে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে রাওয়া সদস্যকে দাওয়াত করেন। আয়োজন করেছিল ভি-ডে আন্দোলনের পক্ষ থেকে যারা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল। এখানে পৃথিবীর নারী সংগঠনের সদস্যদের বক্তৃতা করার সুযোগ দেয়া হবে।

আমি নিউ ইয়র্ক পাকিস্তানের টেলিভিশন ফিল্মে দেখেছি, কিন্তু যখন সশরীরে সেখানে পৌঁছলাম, হতবাক হয়ে আমি চারদিকে চেয়েছি। আমার দেশে সব কিছুই ধূলিস্যাৎ করা হয়েছে। আমি ভেবে অবাক হই কখন কাবুলের সেই পূর্ব গৌরব ফিরে আসবে, নগর, বাড়িঘর, দালান-কোঠা তৈরি হবে, বোধহয় দশ বছর, বিশ বছর। হয়ত তখন আর বেঁচে থাকবো না সেই পুনর্গঠিত শহর দেখার জন্য।

স্কাই স্ক্র্যাপারস্গুলোকে দেখে মনে হয় যেন পর্বত খাড়া হয়ে আছে। আমি স্বপ্ন দেখলাম, একদিন আমার দেশ 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' তৈরি করবে, এবং সেই অর্থ বহন করবে, যেমন আমেরিকাতে করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি প্রতিটি দোকানে সম্পদ দেখলাম। আমি রিফিউজিদের জন্য ওষুধ কিনতে চাইলাম, কিনতে চাইলাম ক্ষুদ্র ক্যামেরা আমাদের সদস্যদের জন্য যা দিয়ে আফগানিস্তানের ছবি তোলা যায়। আমি মানুষের মুখে সন্তুষ্টির চিহ্ন দেখলাম, সবাই কাজে ব্যস্ত, ভাবনাহীন চিন্তাহীন; মেহমানদের-সন্তান খাওয়ানোর জন্য কোন চিন্তা নেই, তাদের স্কুল কলেজের জন্য কোন চিন্তা নেই।

আমি ইভ এনস্লারের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তার সাথে মিটিং-এর পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করলাম। আমাকে দেখে তিনি উল্লাসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বড় সাহসী মহিলা এবং আমাদের সংঘের বড় সার্পোটার। আমি প্রথমে তাকে পাকিস্তানে দেখি, তারপর তিনি রাওয়া সদস্যদের সাথে আফগানিস্তান যাওয়ার জন্য বর্ডার পার হন। আফগানিস্তানে আমাদের কার্যক্রম ও গোপন বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করেন। তিনি একটি কবিতা লেখেন—নাম ছিল 'বোরখার নিচে'। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে যখন আমেরিকায় যাবো তখন বোরখা নিয়ে যেতে কারণ তিনি ভেবেছিলেন বোরখা পরে আমি যেন বক্তৃতা করি।

জেন ফন্ডার সাথে আমার দেখা হয়। আমি তাকে বলেছিলাম যে তার ছবি 'জুলিয়া' আমাদের কাজে প্রভাবিত করে এবং স্কুলের সব মেয়েরা দেখে আনন্দ পায়। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আফগানিস্তানের ওপরে তিনি কোন ছবি করছেন কিনা। তিনি বলেছিলেন, ভেবে দেখবেন। তিনি আমার প্রতি খুব সদয় ছিলেন। এবং আমি যখন আমার দেশের দুর্দশার কথা জানাই, তিনি কেঁদে ফেলেন।

ওপরা উইফ্রে 'বোরখার নিচে' কবিতাটি আবৃত করার পর আমার স্টেজে যাবার পালা এলো। হলে সমস্ত আলো নিভে গেল। শুধু একটি ফ্ল্যাশ লাইট আমাকে অনুসরণ করল এবং এসে পড়লো আমার মুখের জালির উপর। ফলে আমার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে গেল। একদল গায়কের আমেরিকান সঙ্গীত করুণ সুরধ্বনি উঠলো এবং আমি ধীর গতিতে এক পা এক পা করে স্টেজের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আমাকে কয়েকটা ধাপ উঠে স্টেজে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আমার চোখে পানিতে বোরখার জালি ভিজে মুখের সাথে লেপ্টে গেল, চোখও ঝাপ্সা, এইজন্য সিঁড়িতে চড়ে স্টেজে গিয়ে দাঁড়াতে একজনের সাহায্যের দরকার হল। স্টেজে দাঁড়ালাম। ওপরা আমার বোরখা খুলে স্টেজে ফেলে দিল। এই প্রথম আমি ১৮ হাজার লোকের সামনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালাম, তবে নার্ভাস হয়ে যায়নি। যাই হোক হলে অন্ধকার থাকায় আমি মানুষ দেখতে পাই নি। যখন আমার বক্তৃতা শেষ করলাম আলো জ্বলে উঠলো আর সাথে সাথে লোকজন দাঁড়িয়ে উঠে করতালিতে হলঘর ভরে দিল। তাদের এই সংহতি দেখে আমার খুব আনন্দ হল এবং আরো অনুপ্রাণিত হলাম।

* * *

১১ই সেপ্টেম্বরে ২০০১-এ আমি ইসলামাবাদ এয়ারপোর্টে পৌছলাম সাথে রাওয়া বন্ধু সাইমা এবং আমাদের ড্রাইভার ও দেহরক্ষী। আমার স্পেনে রাওয়া'র

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রতিনিধিত্ব করার কথা। সেখানে বেশ কয়েকটা কনফারেন্স-এ হাজিরা দিতে হবে।

আমরা যখন এয়ারপোর্টের মেন হলরুমে ঢুকলাম তখন দেখি অনেক মানুষ টেলিভিশন ঘিরে ভিড় করে দেখছে। কারোর মুখে কথা নেই। নিশ্চুপ। আমি টেলিভিশন পর্দায় হেডলাইন দেখলাম—'CNN Breaking new—Attack on America'। টেলিভিশন পর্দায় কোন ছবি নেই, শুধু ধুলো আর ধুলো।

পরে ধুলো সরে গিয়ে ছবিতে এলো টুইন টাওয়ার। আমি আমার দেশে অনেকবার সন্ত্রাস ও মারদাঙ্গা দেখেছি, কিন্তু টেলিভিশনে যা দেখলাম তেমনটি দেখিনি। আমি দেখলাম একজন মানুষ টাওয়ার থেকে লাফ দিয়ে পড়ছে। আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো লাগলো। আমার মনে হল যে, প্লেন টাওয়ারকে আঘাত করে ধ্বংস করলো। যেন কাবুলে আমার বাড়িতে বোমা পড়ছে—কিংবা এ ধরনের হাজার বাড়িঘর ধ্বংস হচ্ছে।

টেলিভিশনে যিনি বিবরণী দিচ্ছিলেন তিনি বললেন যে এই আক্রমণ ওসামা বিন লাদেনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আমি আমাদের নিরাপত্তা ভবনে টেলিফোন করে তাদের CNN বা BBC চ্যানেল খুলতে বলে বললাম—ঘটনা দেখো, পরে টেলিফোন করবো। আমি বুঝতে পারছিনা এখন আমার স্পেনের ট্রিপ সম্ভব হবে কিনা।

আমাদের সন্দেহ রইলো না যে এই আক্রমণের পিছনে লাদেনের হাত আছে। 'যদি লাদেন হয়, তাহলে আমেরিকা প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না'—আমি মন্তব্য করলাম।

সাইমা আমার সাথে একমত হয়ে বললো—তাহলে আফগানিস্তানে অনেক নিরীহ মানুষ মারা যাবে, কারণ লাদেনকে একদিনে ধরতে পারবে না।

: এটা পারিবারিক যুদ্ধে পরিণত হবে—আমি বললাম। কারণ বিন লাদেনকে সি আই এ অনেকদিন ব্যবহার করেছে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে। এখন লাদেন আমেরিকার বিরুদ্ধে আর আমেরিকা প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবে, আমাদের দেশের অনেক মানুষকে এর মূল্য দিতে হবে লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার জন্য।

সাইমা বলল—ধর, আমেরিকা তালিবানদের উৎখাত করলো। তারপর ?

আমরা কেউ এর উত্তর পেলাম না।

পরে রাওয়া জানালো যে আমার ফ্লাইট বাতিল করে লাভ নেই, আমার চলে যাওয়া উচিত। প্লেনে চড়ে আমি বিষয়টি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে চিন্তা করতে লাগলাম, এই সময় এক পশ্চিমা দম্পতি আমার পরবর্তী সিটে বসলো। তাদের জিনস্ টি-শার্ট ও কথাবার্তা শুনে বুঝলাম তারা আমেরিকান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

: 'এই আফগানরা যত নষ্টের গোড়া'—লোকটা তার স্ত্রীকে বলল। কেমন করে তারা এ জিনিস ঘটালো ?

: 'বুশের উচিত এখনই বোমা মেরে তাদের শিক্ষা দেয়া'—স্ত্রী জবাব দিল।

আমি চুপচাপ বসে চিন্তা করলাম যদি তারা জানতে পারে আমি আফগান তাহলে প্রতিক্রিয়া কি হবে ? যদিও আমি লাদেনকে ঘৃণা করি এবং তাকে আশ্রয়ও দিইনি। আমি শঙ্কিত হলাম গুটিকয়েক সন্ত্রাসীর জন্য আফগানিস্তানের নিরীহ মানুষের রক্তে বন্যা বয়ে যাবে।

আমি লাদেন ও মোল্লা ওমরকে দেখতে চাই না। মোল্লা ওমর তালিবানদের পীর-হুজুর। সে নিজেকে 'আমেরুল মুমেনীন' মনে করে। এদের দুজনকেই মেরে ফেলা দরকার—না না, মারা উচিত নয়। প্রথমে খাঁচায় পুরে পৃথিবীর বিখ্যাত চিড়িয়াখানায় দেখানো উচিত, কোন পশুর জাতি এই দুটো জানোয়ার।

কিন্তু আমি তাদের সাথে কোন কথা বলি নি। প্লেনের টেলিভিশনে 'মিঃ বিন' নামে একটা কমেডি ছবি হচ্ছিল, আমি সেই দিকে মনোযোগ দিলাম।

দুবাই এয়ারপোর্টে আমার প্লেন চেঞ্জ করতে হবে। পাসপোর্ট নিয়ন্ত্রণ কাউন্টারে আমার পাসপোর্ট উল্টেপাল্টে কাউন্টার অফিসার দেখতে লাগলো। তালিবান এম্বেসি থেকে পাসপোর্ট ইস্যু করা। এর কভারে লেখা ছিল—'ইসলামিক এমিরেট অব আফগানিস্তান'।

: স্পেনে কার কাছে যাবে ? পাসপোর্ট নাড়াচাড়া করতে করতে অফিসার জিজ্ঞাসা করলো।

: আমার ফ্যামিলি। মাদ্রিদে আমার আন্টি থাকে। মিথ্যা বললাম। আমার জবাবে সে সন্তুষ্ট হল না। বলল—একটু অপেক্ষা কর। আমি তোমার পাসপোর্ট নিয়ে ভেতরে আলাপ করে আসি। এখনি ফিরে আসবো।

মিনিট পনের পর সে ফিরে এলো এবং আমার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে বললো : দুঃখিত, ফ্লাইট বাতিল হয়ে গেছে। এখন আর কোন ফ্লাইট নেই। তোমাকে তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে, তারপর তোমাকে জানানো হবে তুমি কোন ফ্লাইট পাচ্ছ কিনা।

আমি বুঝতে পারলাম সে তাঁহা মিথ্যা বলছে, আসলে আমাকে যেতে দিতে চায় না। বললাম : কেন, যেতে পারবো না ? এর কারণ কি পাসপোর্ট ? আমি জেদ করতে থাকলেও অফিসার বলল : সরি। আমি কিছু করতে পারবো না। আমাদের নির্দেশ আছে আফগান নাগরিকদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে। ব্যস্ শেষ কথা।

আমার নিজের কোন দোষ নেই, যত দোষ পাসপোর্টের। আমার জাতীয়তা এখন আমার দায়। আর কোন চারা না দেখে আমি রাওয়া-কে সব জানিয়ে একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্লেন ধরে পাকিস্তানে ফিরে এলাম। বিন লাদেনকে তালিবানরা আফগানিস্তানে আশ্রয় দেওয়ার কারণে সমস্ত আফগান জাতি এখন বিশ্বের কাছে চিহ্নিত অপরাধী হয়ে গেল। বিন লাদেনের চেহারা আমার মনের মাঝে ভেসে উঠলো। যে ভাবে সে বসে ধীরে ধীরে, নিচের দিয়ে থাকে কিংবা নিজেকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলে এমন একটা ভাব মুখে ফুটিয়ে যে আধ্যাত্মিক পীর সাহেব হয়ে যায়। আমার মনে হয় সে একজন প্রফেটের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

ইসলামাবাদে ফিরে আমাদের কম্পিউটার অপারেটর মাহমুদাকে দেখলাম বিষণ্ন বদনে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কি ?

সে বললো : যে সব ই-মেইল এসেছে বিদেশ থেকে, তার বেশিরভাগই আফগানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ করে। অনেকে বলেছে, তারা রাওয়া-এর জন্য আর কোন ফান্ড-এর ব্যবস্থা করবেনা কারণ তারা আফগানদের ঘৃণা করে। এসব ই-মেইলের মধ্যে কয়েকটি আছে যা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করা। ১১ই সেপ্টেম্বরের পরই এই সব ই-মেইল এসেছে।

একজন লিখেছে : কিছুদিনের মধ্যে আফগানিস্তানে শুধু পাহাড়-পর্বত ছাড়া আর মানুষ থাকবে না।

'লি' নামে একজন লিখেছে : হে মূর্খ দেশের নাগরিক, দেশ ছেড়ে চলে যাও। আমরা (আমেরিকান) নুক্লিয়ার বোমা মেরে তোমাদের সব উড়িয়ে দেবো। তোমাদের উচিত, তোমাদের মাথা থেকে ঐ জঘন্য কাপড়ের পর্দা সরিয়ে বাস্তব জগতের সাথে যোগ দাও। 'You ragheads'.

মাহমুদা বললো : এখন কি করবো ?

এসব ই-মেইলের জবাব দিয়ে দাও খুব মোলায়েম ভাষায়, আর যতদূর পার প্রত্যেকের কাছে পাঠিয়ে দাও।

জবাবে মাহমুদা লিখলো : আমরা তোমাদের বেদনার সাথে সমব্যথী। আমরা এই জঘন্য আক্রমণের নিন্দা করি এবং আমেরিকাবাসীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করি। আমরাও তালিবানদের সমর্থন করি না। মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন অমানুষের ও অসভ্যের দল। আমরা অন্য মুসলিম মৌলবাদীদের সাথে একমত নই। তাদের কর্মকাণ্ড আমরা ঘৃণা করি। সমর্থন করি না।

আমাদের ই-মেইল পেয়ে অনেকেই তাদের পূর্ব ই-মেইলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হল।

* * *

'এক বোমা আমাদের নিকটেই পড়েছে, তবে চিন্তা করো না, আমরা ভাল আছি।'

কাবুলের ক্যাম্প থেকে ক্ষীণ শব্দে ম্যাসেজ এলো। পরে পেশওয়ারে যোগাযোগ করে জানা গেল আমাদের রাওয়া বন্ধু শবনম মেসেজটি পাঠিয়েছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শবনমের সাথে কথা হলে জানলাম যে কিছু নগরবাসী বোমা পড়ার কারণে মারা গেছে, সে সব দৃশ্যের ছবি তুলে পরে সে পাঠিয়ে দেবে।

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আমেরিকা আফগানিস্তানের ওপর বোমাবর্ষণ করছে। টেলিভিশনে ছবি দেখছি। মনে হচ্ছে আমার চোখের সামনে আমার বাড়ির কাছে বোমা পড়ছে, ফাটছে, লোকজন মরছে, আমার বন্ধুদের দেখছি তারা বিষণ্ন মুখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই বোমাবাজির কারণে অনেক নিরীহ লোক মরছে। এমন কি টারগেট ভুল হয়ে বোমা অন্য স্থানে পড়ছে এবং গ্রামবাসী মারা পড়ছে। তাদের ঘরদোর ধ্বংস হচ্ছে। খরা অঞ্চলে পানি সরবরাহ করার জন্য একটা পানি ট্যাঙ্ক যাচ্ছিল, তেলের ট্যাঙ্ক মনে করে তার উপর বোমা মারা হয়েছে। এ ঘটনা কাবুলে ঘটেছে—এর সাথে পাঁচটি বাড়িও ধ্বংস হয়েছে।

ওয়াশিংটনের পক্ষে বিন লাদেনকে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তাকে ধরতে বা মারতে গিয়ে আমেরিকাকে অনেক নিরাপরাধ মানুষের প্রাণ নিতে হয় বোমাবাজির কারণে।

এই বোমাবাজির কারণে এক দম্পতি তাদের ছয় বছরের সন্তানকে কোলে-পিঠে করে রাতে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে বর্ডার পেরিয়ে পাকিস্তানে আসছিল। দিনে তারা তালিবান প্রহরীদের ভয়ে হাঁটতো না, ছেলেকে নিয়ে যাত্রা করতো রাতে। পাহাড়ের প্রান্ত ঘেঁষে ছেলে কোলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মহিলা ক্লান্ত বোধ করে ছেলে কোল থেকে নামিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। ছেলে সামনে মহিলা পেছনে। পাহাড়ের পথ সঙ্কীর্ণ, তার ওপর ঘোর অন্ধকার। হঠাৎ ছেলেটি অসাবধানে পা ফেলতে গিয়ে, পা হড়কে পাহাড়ের নিচে খাদে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মহিলা বুক চাপড়ে নিজেকে ধিক্কার দিল।

মহিলাটি ক্যাম্পে আমার বাসায় মেঝের ওপর বসে তার দুঃখের কাহিনী বলছিল। মোল্লা ওমর আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে এবং আদেশ জারি করে যে আফগানিস্তানের সব এলাকার প্রত্যেক পরিবার একজন পুরুষের নাম লেখাবে, যে যুদ্ধে সামিল হতে পারবে। এই ঘোষণার পরই পাকিস্তান বর্ডার বন্ধ করে দেয়। আফগানিদের পাকিস্তানে প্রবেশ করা মুস্কিল হয়। তবুও ঐ দম্পতি তার ছয় বছরের সন্তানকে নিয়ে পার্বত্য অঞ্চল ভেঙে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের বর্ডারে আসছিল। এই দম্পতি উজবেকী গোত্রের। কিন্তু পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথে রাতের অন্ধকারে তাদের সন্তান পাহাড়ের খাদে পড়ে হারিয়ে যায়।

এদের ঠাঁই দেয়ার জন্য ক্যাম্পে কোন স্থান ছিল না, কারণ গত সপ্তাহে অনেক রিফিউজি এসেছে। তাই আমিনা দম্পতিকে কোন ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার বাসায় থাকতে বলে। মহিলার প্লাস্টিকের জুতো ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে, পা কেটে রক্ত ঝরছে লম্বা পাহাড়ী যাত্রায়। মহিলার কাছে যেটুকু সম্বল ছিল, যাত্রাপথে সব শেষ হয়ে গেছে। সে আমাদের জানাল—তাকে কার্পেট বোনার কাজ জোগাড় করে, আর তার স্বামীকে কোন ইটের কারখানায় লাগিয়ে দিতে।

মহিলাটি ঐ পার্বত্য অঞ্চলে থাকতে চেয়েছিল তার পুত্রের মৃতদেহ তালাশ করার জন্য, কিন্তু তার স্বামী বলেছিল—এটা খুবই বিপজ্জনক হবে। তাই তারা থেমে থাকেনি, চলে আসে। তার স্বামী বলেছিল এই পতনের পর তার সন্তান কোনমতেই বেঁচে থাকতে পারে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ—উনিশ

ইউরোপ থেকে কিছু সংসদ সদস্য আসবেন আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শন করার জন্য, তাই আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। মেয়েরা এই উপলক্ষে একটা নাটক করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো এবং স্কুলের একটি রুমে তারা নাটকের মহড়া দিয়ে চললো। সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। এমন কি বাচ্চা শামস্ তাদের সাথে মিশে গেছে। স্কুলের মেয়েদের সে আপা ডাকে। মেয়েরা তাকে একটা ছোট পার্ট দিয়েছিল, কিন্তু সে বারবার ডায়লগ ভুলে জিজ্ঞাসা করে—কি বলতে হবে ?' তাই তাকে বাদ দিয়ে ফাইফরমাস খাটার জন্য মেয়েরা শামস্‌কে দলে রেখেছে।

মেয়েদের বয়স সাত থেকে চৌদ্দর মধ্যে। তারা সবাই দরিদ্র পরিবারের, কিন্তু তাদের বেশ আইডিয়া আছে। মেয়েরা পুরুষের পার্ট ও করবে, তাই বিভিন্ন পরিবার থেকে পাগড়ি, ছেলেদের পোশাক, চাবুক ইত্যাদি জোগাড় করেছে। এর সাথে তাদের দরকার ডজনখানেক 'ক্যালাশনিকভ' রাইফেল। এর জন্য মেয়েরা সামসকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আমি সিকিউরিটি গার্ডদের বলে একটা রাইফেল জোগাড় করে দিতে বললাম, কিন্তু কোন কার্তুজ না। প্রতীক হিসেবে রাইফেল ব্যবহার করা হবে।

শামস্ আবার মেয়েদের সংবাদ নিয়ে এলো একজন পুরুষের জন্য যে ইলেকট্রনিক অরগ্যান বাজাতে পারবে, মেয়েরা যখন গান গাইবে। সেটাও জোগাড় করা হল।

নির্দিষ্ট দিনে মাননীয় সংসদরা এলেন—ডেলিগেশন নিয়ে। মেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। ডেলিগেশন নিয়ে আমিনা ও আমি আলোচনায় বসেছি, এমন সময় শামস দরজা নক করে ঘরে ঢুকে, চুপে চুপে বলে—আন্টি, এরা কখন আমাদের স্কুলে যাবে ?'

আমি একটা ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। বললাম, খবরদার। বিরক্ত করবে না; তাহলে তোমার টিচারকে রিপোর্ট করে দেব।

ভিজিটরদের সাথে কথা বলতে এবং এটা ওটা দেখাতে সময় চলে গেল। পরে বিকেলে মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় হাতে থাকতে অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে স্কুলে মেয়েদের অনুষ্ঠানে ডেলিগেটদের নিয়ে যেতে হল। নইলে মেয়েরা ভীষণভাবে হতাশ হত। অন্ধকার হবার আগেই পেশওয়ার ফিরতে হবে। কারণ রাতে পেশওয়ারের রাস্তা নিরাপদ নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা যখন স্কুল প্রাঙ্গণে পৌঁছলাম, মেয়েরা দুই লাইন ধরে রাস্তা করে দাঁড়িয়ে গেল এবং চলার সময় ফুলের পাপড়ি ছড়াতে লাগলো, স্বাগত জানাবার জন্য। আমরা আমাদের আসনে বসলাম। চেয়ার আনা হয়েছিল ক্লাসরুম থেকে। মাটি দিয়ে স্টেজ তৈরি করা হয়েছিল। শামস্ খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে শুধু ছুটে বেড়াচ্ছে, যেন কত কাজে ব্যস্ত। আমি স্টেজে উঠে পর্দা ফাঁক করে দেখলাম—কিছু মেয়ে দাড়ি লাগিয়ে, আর কিছু বোরখা পরে বসে—মেয়েরা আমাকে ভেতরে যেতে দিল না। আমি বললাম : বেশ যাবো না, তবে বল তোমরা কি নাটক দেখাতে চাও। তাদের আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে কিছু এডিট করতে হল, বেশ কয়েকটি স্কেট, গান আবৃত্তি বাদ দিলাম, কারণ সময় অল্প।

এরপর স্টেজের পর্দা উঠলো। একটি কিশোরী স্টেজে উঠে ছোট বক্তৃতা দিল, বিদেশী অতিথিদের ক্যাম্পে আসার জন্য ধন্যবাদ দিল। পর্দা পড়ে গেল।

এরপর নাটক শুরু হল। পর্দা উঠলো। দেখা গেলা লম্বা জোব্বা পরে সৌদি আরাবিয়ান বিন লাদেন দাঁড়ালো। তার চারপাশে নোংরা কাপড় পরে, দাড়ি মুখে তালিবানরা। একজন গার্ড ক্যালাশনিকভ রাইফেল কাঁধে দাঁড়ালো। তারা যেন মেয়েদের স্কুল ভিজিট করতে এসেছে। চারপাশে স্কুলের মেয়েরা দাঁড়িয়ে।

একজন ছাত্রী ভিজিটরদের অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিল যে তালিবানরা মেয়েদের স্কুলে হানা দিয়েছে কারণ তারা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করছে।

এরপর ডায়ালগ। 'এটা কি' ? একজন তালিবান লিডার ভারি গলায় জিজ্ঞাসা করল। ইংরেজি বইটা উল্টে করে ধরেছে, কারণ সে মূর্খ। 'তোমরা এখানে কি শিখছো ? এগুলো শিখে তোমরা বিধর্মী বেশ্যা হতে চাও ?'

তালিবানরা তারপর মেয়েদের গ্রেপ্তার করে টানতে টানতে বিন লাদেনের কাছে নিয়ে গেল, যে স্টেজের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে। বিন লাদেন আদেশ দিল—'ওদের মাথা কেটে ফেলো'।

কিন্তু টিচার ও ছাত্রীরা তাদের সাথে যুদ্ধ করে তালিবানদের কবজা করে মারতে শুরু করলো। কেউ লাল কালি ঢেলে তাদের দেহে রক্ত দেখালো। যখন তালিবানরা বুঝলো স্কুলের মেয়েদের সাথে পারবে না, তখন হার মেনে লাদেনকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বললো—'আমাদের দেশ থেকে ভাগো'—এই বলে তালিবানরা লাদেনের দিকে তেড়ে গেল। আর লাদেন তার লম্বা জোব্বা গুটিয়ে স্টেজ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

এরপর কিছু গান ও কবিতা পাঠের পর পর্দা পড়ে গেল। গান ও কবিতা তালিবান ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে লেখা।

যবনিক পড়ার সাথে সবাই হাততালি দিয়ে প্রশংসা করলো মেয়েদের ভূমিকা। আমি খুব গর্ব বোধ করলাম এই ভেবে যে এই সব প্ল্যান মেয়েরা নিজেরাই করেছে। যদিও তাদের নাটক ছেলেমেয়েদের ছেলেমি, তবুও এর মরাল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর সারমর্ম ছিল সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোলা, এবং পশ্চিমা দেশ যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়ছে তার প্রতি সমর্থন দেয়া। তালিবানরা পরাভূত হলে তারাও লাদেনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশছাড়া করবে।

নাটকের পরে কিছুদিন ধরে মেয়েদের গালে কালো পশম লেগে ছিল, কারণ যে আঠা তারা ব্যবহার করে দাড়ি তৈরি করে সে আঠা সুপার গ্লু।

* * *

তালিবানরা যে পরাজিত হয়ে মরল, দেশ ছাড়ল, লুকিয়ে গেল পাহাড়ে—এর জন্য ক্যাম্পের কেউ দুঃখিত হয়নি। কিন্তু কেউ আনন্দও করেনি যখন নর্থদার্ন এলায়েন্সের মুজাহিদীন মৌলবাদীরা কাবুল দখল করলো। ক্যাম্পের সবাই শুধু মাথা ঝাঁকালো এমন করে, যেন তাদের পরিবারের কেউ মারা গেছে। আমরা সবাই জানি যে যদিও এখন গণতন্ত্র, নির্বাচন এমন কি নারী অধিকারের কথা বলা হচ্ছে, নর্থদার্ন এলায়েন্সের নেতারা যারা ক্ষমতা দখল করল তাদের হাতেও রক্ত লেগে ছিল। তারাও তালিবানদের মত যুদ্ধবাজ। কেননা ১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে তারাও বোমা মেরে দেশ ধ্বংস করেছে, নিজের লোকদের নির্যাতন করেছে।

আমি ক্যাম্পে বাসরত তিনজন বিধবার সাথে কথা বলেছি। এরা সবাই মুজাহিদীনদের সময় স্বামীহারা হয়েছিল। তারা আমাকে বললো—আমরা এখন কি করতে পারি ? আশা ছিল ঘরে ফিরে যাবো, এখন সে আশাও রইলো না। তারা মোহাম্মদ জহির শাহের প্রত্যাবর্তনের দিন গুনছিল তালিবানদের পরাজয়ের পর। সে আশায় গুড়েবালি পড়লো।

আফগানিস্তানে ফিরে যাওয়ার কথা কেউ বললো না। হাজারা গোত্রের কিছু লোক আমাকে বললো—যদি তারা কাবুলে ফিরে যায় তাদের চোখ উপড়ে নেবে নর্থদার্ন এলায়েন্সের লোকেরা অথবা তাদের গলা কাটা যাবে এবং প্রথাগতভাবে কাটা মাথা নিয়ে নাচবে। কিছু রিফিউজি অবশ্য বললো আফগানিস্তারে ওপর এখন সারা পৃথিবীর নজর পড়েছে। হয়তো আগের মত সন্ত্রাস আর হত্যার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

এর পর আরো কিছু রিফিউজি ক্যাম্পে এলো। তারা আমেরিকানদের আক্রমণের সময় কোন রকমে দিন কাটিয়েছে, কিন্তু এখন যুদ্ধবাজদের প্রত্যাবর্তনে তারা পালিয়ে এসেছে, কারণ তারা কয়েক বছর পূর্বে এই যুদ্ধবাজদের কীর্তিকলাপ ভুলে যায়নি। এখন তারা ভয় করছে দেশে থাকলে তাদের কন্যারা ধর্ষিত হবে।

যে যা কিছুই বলুক, আমি বিশ্বাস করি না যে নর্থদার্ন এলায়েন্স দেশে শান্তি ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবে। প্রত্যেক দলের মূল লক্ষ্য হল ক্ষমতা দখল করা, এবং এই ক্ষমতা ভাগ কেউ কাউকে দিতে প্রস্তুত নয়। শীঘ্রই একটা গৃহযুদ্ধ বাধতে পারে। কেবলমাত্র জাতিসংঘের সেনাবাহিনী দেশের এই যুদ্ধ-লিপ্সা থামাতে পারে—যুদ্ধবাজদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এবং মুক্ত নির্বাচন তদারক করে যাতে রিগিং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না হয়। এবং কেবল গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার শুধু মানবাধিকার ও নারী অধিকার নিশ্চয়তা দিতে পারে।

* * *

আফগানী লোকগীতি আমার পছন্দ। একটি লোকগীতি আছে পশ্তু ভাষায়—'আমি আমার ভালবাসার খাতিরে প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু আমি চাই আমার ভালবাসা প্রাণ দেবে শুধু দেশের কারণে।'

আমি জেনে অবাক হলাম যে, ফারাহ—আমার সাথে স্কুলে পড়তো এবং রাওয়া-তে যোগ দিয়েছিল—বিয়ে করতে যাচ্ছে তার বাপের পছন্দ করা ছেলেকে। ফারাহ যখন আমাকে বললো সে ঐ ছেলেটির সাথে এনগেজ্ড আমি বিশ্বাস করি নি। ছেলেটি মাদ্রাসাতে পড়ছে এবং ফারাহ তাকে দেখেও নি, জানেও না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি এটা কি করলে ? তুমি জানো এক মাদ্রাসা পড়ুয়া মানুষের কাছে কি আশা করা যায় ?

: যদি সে মাদ্রাসায় যায়, নিজের ইচ্ছায় নয়, বাবার ইচ্ছায় গেছে, ফারাহ জবাব দেয়।

আমি ভেবেছিলাম যে ভালবাসাটা জীবনের সব কিছুই নয়, আরো কিছু আছে যাকে এড়ানো যায় না। বললাম—

: তুমি কেমন করে জানবে যে সে ছেলে তোমাকে সম্মান দেবে, যদি সে মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় ? তুমি যেসব নীতিবাক্য শিখেছিলে এবং মানুষের মাঝে সে নীতিকথা ছড়িয়েছ তাকে ভুলবে কি করে ? আমি তোমার কাছে এটা আশা করি নি।

সে চুপ করে থাকলো।

ছেলেরা যে মাদ্রাসায় পড়ে সেখানকার সিলেবাস আর ফারাহ, উনিশ বছর পর্যন্ত নারী অধিকার ও স্বাধীন সম্বন্ধে যে স্কুলে পড়েছে, এদের মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল। অন্ততপক্ষে সে জানতো যে, তার জীবনসঙ্গী বেছে নেবার অধিকার তারই, তার বাবার নয়। [www.MurchOna.org]

ফারাহ তার জীবনের নীতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সম্ভবত কাজ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সম্ভবত সে আর জীবনে বিপদ ডেকে আনতে চায় না, রিস্ক পছন্দ করছে না; পরিবর্তে সে চাইছে একটি নির্দিষ্ট বাড়িতে সাধারণ জীবনযাপন করতে—চাইছে, স্বামী সন্তান।

আমি কোন সন্তানের জন্ম দিতে চাই না। যদি আমি আমার জীবন ও রিফিউজি ক্যাম্পের জীবন থেকে কিছু শিখে থাকি, তা হল শিশুদের ভালবাসা, তাদের ভালোবাসতে শেখা, যদিও সে শিশু নিজের জরায়ুর না হোক। শিশু যে নিজের রক্তের হবে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল শিশুকে ভালবাসা, তাকে

www.BanglaBook.org

মানুষের মতো গড়ে তোলা। সমাজে অনেক পরিত্যক্ত ও অনাথ শিশু রাস্তায় পড়ে আছে, সম্ভবত আমি তাদের থেকে একজনকে গ্রহণ করতে পারি নিজের বলে।

* * *

আমি শামস্‌কে কোনদিনই কাঁদতে দেখিনি। সে এখনো জানে না যে তার মা-বাবা নেই, মারা গেছে এবং সে কোনদিনই সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে নি। কিন্তু ক্যাম্পে কয়েকজন শিক্ষক তাকে বিছানায় কাঁদতে দেখেছে। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল কেন সে কাঁদে, কিন্তু সে কোন কারণ বলে নি। আমরা তার বাবা-মার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করতাম এবং আশা করতাম সেও আস্তে আস্তে ভুলে যাবে।

একদিন আমরা শামসকে তার বাবা-মা ও চৌদ্দজন বোনের সম্বন্ধে সত্য বিবরণ দেবো। আমিই সে বিষয়টি সময়মত উত্থাপন করব, যখন তার বয়স দশ বছর হবে। অবশ্য কেমন করে বিষয়টি উত্থাপন করব আমার সে ধারণা এখনো নেই। সম্ভবত পরোক্ষভাবে বলতে হবে যুদ্ধে অনেক শিশু তাদের পিতামাতা হারিয়েছে এবং যদিও তাদের আর ফিরে পাওয়া যাবে না, কিন্তু দেশ ফিরে পাওয়া যাবে। সম্ভবত আমি আমার পিতামাতারও কথা বলতে পারি এবং তাদের উদাহরণ দিতে পারি। কিন্তু আমি যে তার চেয়ে ভাগ্যবান, কেননা আমার বাবা-মার সাথে আমি অনেক কাল কাটিয়েছি, আমার নানীর সঙ্গ পেয়েছি—যা সে পায় নি।

আমার কাছে এখনো মায়ের সাদা সার্টটা আছে—যা মা রাতে পরতো। আমি সেই সব লোককে কখনো ভুলব না, যারা আমার বাবা-মাকে ও আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করেছে। আমি যখন বাবা-মার কথা চিন্তা করি, আমার মনে হয় তারা আমাকে দিয়ে কি করাতে চেয়েছিল। তারা চায়নি, তাদের কন্যা শুধু নিজের কথা ভাববে, সে দেশের ও সকলের কথাও ভাববে। তারা বেঁচে থাকলে দেখতো আমি এখন কি করছি। আমি ভবিষ্যতে আরো কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করি।

আমি ভাগ্যবান কেননা আমি কখনো একা ছিলাম না। যখন বাবা-মা চলে গেল, নানী ছিল। নানীর বয়স এখন সত্তর। এখন সে কোরান পড়তে পারে এবং নামাজ পড়ে, তসবি ঘোরায়। কিন্তু এখন পিঠে ব্যথা হওয়ায় এবং পায়ে বাত হওয়ায় আগের মতো দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে না, বসে বসেই প্রার্থনা সেরে নেয়।

এখন নানী ক্যাম্পে বাস করে। আমি কাজেই সপ্তাহ ভর বাইরে থাকি এবং যখন ফিরি নানী রাগ করে। এখন সে দুর্বল হয়ে গেছে, ক্লান্তি বোধ করে। সে মাঝে মাঝে কেঁদে বলে, যদি সে আমার দেখা না পায়, মরে যাবে। তাই সে আমাকে প্রত্যেক সপ্তাহে দেখতে চায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি তার কাছে মাফ চেয়ে নিই, বলি আমি তাকে খুব ভালবাসি, কিন্তু আমার কাজ তো বন্ধ করতে পারি না। তখন সে হাসে এবং আমাকে দোয়া করে। সে আমাকে কাছে টেনে নেয়, এবং বুকে মাথা চেপে ধরে আর মাথা ঘষে দেয়। আমার জন্মদিনে সে যে লাল চাকুটা দিয়েছিল, এখনো আছে আমার কাছে। আমি মাঝে মাঝে কিছু সুগন্ধি তার জন্য নিয়ে আসি।

আমি আমার এই বর্তমান জীবন ছেড়ে অন্য কোন জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারি না। রাওয়া যখন আমাকে কাবুলে পাঠায়, কিংবা অন্য কোনখানে আমি তাদের নির্দেশে যাই না, যাই আমার কর্তব্যের খাতিরে। এই জীবন বেছে নেওয়ার আগে আমি যথেষ্ট চিন্তা করেছি, এবং এই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে যাবো না, অন্য কোন জীবনে।

আমি বিপদের সাথে মোকাবিলা করে এ পর্যন্ত এসেছি, এখন কোন কিছু করতে ভয় হয় না। যখন কেউ সব সময়েই বিপদের মধ্যে বাস করে, তখন কোন বিপদ তাকে ভয় দেখাতে পারে না।

আমি যখন পশ্চিম দেশে ভ্রমণ করি তখন ভুলে যাই না যে আমার বন্ধুরা বিপদের মধ্যে আছে, তাই আমি বিদেশে আনন্দ উপভোগ করতে পারি না। আমি যখন ছোট ছিলাম, রোম সম্বন্ধে পুস্তকে পড়েছিলাম রোমের কলোসিয়ামের ছবি আমার মনে ছিল। ইতালি আমি ছয় বার গেছি, কিন্তু কখনো কলোসিয়ামের মধ্যে ঢুকিনি। আমি আগে কলোসিয়াম দেখে মুগ্ধ হতাম, এখন নই।

আফগানিস্তান ত্যাগ করার পূর্বে ভেবেছিলাম আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আমার বা আমার দেশের কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমার দেশের মানুষেরা অনেক অত্যাচারিত হয়েছে অনেক বছর ধরে। রাশিয়ানরা এ জাতের কোমর ভেঙে গেছে, তাই মৌলবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু যে স্কুলে আমি ভর্তি হয়েছিলাম, সেখানে এই শিক্ষা পেয়েছি যে কেমন করে নারী-পুরুষের অধিকার আদায় করতে হয় কেমন করে সমাজে পরিবর্তন আনতে হয়।

এখন আমার বয়স তেইশ। আমার একমাত্র ইচ্ছা, আমার দেশে শান্তি ফিরে আসুক। আমার অবাক লাগে, বিশ বছর যুদ্ধের পর, বিশ্ব এই মৌলবাদীদের স্বভাব সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হয়েছে কিনা, আবার আমি আমার দেশে বিদেশী সেনাবাহিনীর পদচারণার শব্দ শুনবো কিনা, কালাশনিকভের শব্দে মানুষ আবার কাঁদবে কিনা। কিন্তু আমি জানি, আমি কখনো আশাহত হব না এবং আমি আমার আদর্শ নিয়ে সর্বদাই লড়ে যাবো—যে আদর্শের জন্য রাওয়া-এর প্রতিষ্ঠাতা মীনা তার প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।

আমার দেশে যদি শান্তি ফেরে তবে আমি দেশে ফিরবো এবং কাবুলে বিধ্বস্ত রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাবো। তখন সূর্য আমার বোরখার ওপর প্রতিফলিত হবে না। হবে আমার উন্মুক্ত মুখের ওপর। আমি অতীত চিন্তা করবো না, করবো ভবিষ্যৎ। আমি শামস্‌কে দেখাবো ঐ সব রাস্তা যার ওপর দিয়ে আমি ছেলেবেলায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেঁটেছি, তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবো এবং কেমন করে আমার বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে হয় শেখাবো। এবং আমি তাকে বিরক্ত করবো যখন তার হাত থেকে সুতো ছিঁড়ে ঘুড়ি স্বাধীনভাবে উঁচু পাহাড়ের শীর্ষদেশ বেয়ে উড়ে চলে যাবে।

পুনশ্চ :

আমরা জোয়া-র সাথে প্রথম দেখা করি একটি ছোট হোটেলে ভ্যাটিকেনের কাছে। ২০০১ সালে তখন সে ইতালিতে এসেছিল তহবিল সংগ্রহের জন্য। রিটা জোয়া-র সম্বন্ধে আগেই সংবাদপত্রে পড়েছিল কিছুদিন আগে এবং পাকিস্তানে তার সন্ধান পায়। তখন ইতালির ত্রাণ সংস্থা, এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এমার্জেন্সি পাকিস্তানে আফগানিস্তানে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্যে রত ছিল। তখন আমাদের দুটো মেগাজিনের জন্য জোয়ার সাক্ষাৎকার লাভের অনুমতি পাই।

সে আমাদের সাথে হোটেলের লবিতে যোগ দেয়। সে বন্ধুভাবাপন্ন ও সুদর্শন তরুণী। দেহে ধূসরবর্ণের পোশাক এক স্কার্ফ দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত ঢাকা। সে জানতো যে এই স্কার্ফ গায়ে চড়িয়ে তার দেশে চাবুক এড়াতে পারতো না।

তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আস্থাপূর্ণ বক্তব্য ২৩ বছরের তরুণীর চেয়ে পরিপক্ব বলে মনে হল। তার দৃষ্টি কাড়া আচরণ, কাহিনী বর্ণনার ঢং আমাদের মুগ্ধ করলো। তার সান্নিধ্যে এসে, তাকে গভীরভাবে চেনবার সুযোগ হল। সে আশাবাদী। সে দেশের অশিক্ষিত মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে নারী অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে চায়। সে অসুস্থ নারীদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে সুস্থ করে তুলতে চায়, যেখানে মেয়েদের পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসার চেয়ে, মরতে দেয়া হয়। সে এমন এক দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যে দেশের আইন হল, চোখের জন্য চোখ, দাঁতের জন্য দাঁত।

সাক্ষাৎকার শেষে আমরা তাকে জিজ্ঞাস করলাম একসাথে মিলে রাস্তায় হাঁটতে পারি কিনা। তাকে নিয়ে আরো কিছু সময় কাটানোর ইচ্ছা ছিল—শুধু আলাপ করা টেপ রেকর্ডার ছাড়া। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু সে সম্মত হল। বৃষ্টি যে হচ্ছে সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, এমন কি সে ছাতা নিতেও চাইলো না। সে আমাদের বললো, মরুভূমিতে তার নির্বাসন বাস কেটেছে এবং বৃষ্টিকে সে উপভোগ করেছে। আমরা যখন হোটেলে ফিরে এলাম, সে আমাদের অপেক্ষা করতে বলে রুম থেকে কিছু আনতে গেল। ফিরে এলো হাতে উপহার নিয়ে। হাতের তৈরি লোহার ছোট বাক্স, কালো পাথর বসালো। বাক্সের মধ্যে একটি হার, একটি ব্রেসলেট, একটি আংটি আর এক জোড়া কানের দুল—রূপার তৈরি রং সবুজ এনামেল। জোয়া বললো—এ সবই রিফিউজি ক্যাম্পের মেয়ে কারিগরের তৈরি।

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পরে আমরা যখন তাকে টেলিফোন করে বললাম তার জীবনী সম্বন্ধে লিখতে, তার প্রথম প্রশ্ন ছিল : তোমরা অন্য কারো জীবনী লেখ না কেন ? আমার জীবনে তেমন কোন স্পেশাল ঘটনা নেই। তারপর যখন শেষে সে রাজি হল, সে বললো যে তার বই উৎসর্গ করা হবে মৌলবাদীদের দ্বারা আফগানিস্তানের নির্যাতিত মহিলাদের জন্য। সে রোমে এসে আমাদের সাথে কিছুদিন ছিল, যাতে তার জীবন সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত জানতে পারি। এ ব্যাপারটা কেবলমাত্র তার নিকটতম বন্ধুদের জানা ছিল, অন্য কেউ জানতো না, কারণ তার নিরাপত্তা।

আমরা যখন শুনতে বসলাম, সে আমাদের নিয়ে গেল তার নিজস্ব ভুবনে। আমরা অনুভব করলাম তার বোরখায় আবদ্ধ থাকার আতঙ্কব্যাধি, বাতাসে তালিবানদের চাবুকের শিস-ধ্বনি, এবং পুত্রহারা মায়েদের চোখের জল। কিন্তু জোয়া তেমনি আমাদের তার কৌতুকভরা হিউমার দিয়ে কট্টর মৌলবাদীদের অন্ধজীবনযাপনের ধারা ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে উল্লেখ করে হাসাতেও ভুলে নি।

এই গ্রন্থকে সুষমামণ্ডিত করে প্রকাশ করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কতিপয় ব্যক্তিকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। তারা হলেন : ক্রিস্টিনা কাটাফেস্টা এবং এডোআরডো বাই অ্যাট এমার্জেন্সি; লুসা লোপ্রেস্টি অ্যাট এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল; আমাদের নিয়োগকর্তারা যারা আমাদের বই লেখার জন্য সময় দিয়েছিলেন : সীন রায়ান, পাওলো পাল্লেসাচি ও ক্যামিলো রিঙ্কি, অ্যানি কীফি, যে ইন্টারভিউ টেপ টাইপ করেছিল, আমাদের প্রকাশক মাইকেল মরিসন যিনি আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন; আমাদের সম্পাদক ক্লেয়ার ওয়াচেল যিনি শেষ প্রিন্ট দেখার জন্য আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন; আমাদের এজেন্ট, ক্লারা আলেকজান্ডার, যিনি আমাদের গাইড করেছিলেন প্রথম থেকেই; এবং আমাদের পরিবারের সদস্যরা যাদের উৎসাহে আমরা আমাদের আরব্ধ কাজ শেষ করতে পেরেছি।

আমরা আশা করি অতি শীঘ্রই অথবা পরে আমরা জোয়ার সাথে কাবুলে দেখা করবো এবং দেখবো সে তার ইচ্ছামত জীবনযাপন করছে কিনা।

জন ফোলেন ও রিটা ক্রিস্টোফারি
রোম, জানুয়ারি, ২০০২

জোয়া'স স্টোরি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘটনাক্রম

১৮৩৯-৪২	প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ।
১৮৭৮-৮০	দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ। ব্রিটেন আফগানিস্তানে বৈদেশিক নীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।
১৮৮০-১৯০১	আমির আবদুর রহমান খানের আফগানিস্তান বিজয়। বর্তমান বর্ডার লাইন নির্ধারণ।
১৯৩৩-৭৩	কিং মোহাম্মদ জহির শাহের রাজত্ব।
১৯৫৯	প্রধানমন্ত্রী দাউদ ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গের জাতীয় উৎসবে স্ত্রী-কন্যাসহ বোরখাছাড়া যোগদান, ফলে ধর্মীয় নেতাদের দাঙ্গা পরিচালনা।
১৯৬৪	সংবিধানে নারী-পুরুষের সমঅধিকার ঘোষণায় ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত।
জুলাই, ১৯৭৩	দাউদ কর্তৃক কিং জহির শাহ উৎখাত, যখন জহির শাহ নেপলস্ উপসাগরে প্রমোদ বিহারে রত।
এপ্রিল ১৯৭৪	মার্ক্সিস্ট-লেলি। সামরিক ক্যুনিস্ট আফগানিস্তানের গণপ্রজতান্ত্রিক পার্টির ক্ষমতা গ্রহণ।
ডিসেম্বর ১৯৭৯	সোভিয়েত সেনাদের আক্রমণ। মুজাহিদীন যোদ্ধাদের সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬	সোভিয়েত নেতা মিখায়েল গর্বাচেভ আফগানিস্তানকে 'ব্লিডিং উন্ড' বলে সোভিয়েত সেনাবাহিনী তুলে নিতে চাইলেন।
ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯	সোভিয়েত সেনাদের প্রত্যাহার।
এপ্রিল, ১৯৯২	মুজাহিদীন সরকারের কাবুলে ক্ষমতা গ্রহণ। প্রেসিডেন্ট নাজিবুল্লাহর জাতিসংঘের প্রাঙ্গণে আশ্রয় প্রার্থনা।
১৯৯৩	প্রেসিডেন্ট রব্বানী এবং গুলবুদ্দিন হেকমেতিয়ার, মৌলবাদী মুজাহিদীন নেতার মধ্যে যুদ্ধে দশ হাজার নাগরিকের মৃত্যু।
নভেম্বর, ১৯৯৪	তালিবানের কান্দাহার বিজয়।
সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫	তালিবানের হেরাট বিজয়।
নভেম্বর, ১৯৯৫	সরকারি সেনাবাহিনী তালিবানদের হটিয়ে দেওয়ার পূর্বে কাবুলে তালিবানের বোমা বর্ষণ।
সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬	তালিবানের জালালাবাদ ও কাবুল বিজয় এবং নাজিবুল্লাহ্ ও তার ভাই-এর ফাঁসি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগস্ট, ১৯৯৮	কেনিয়া ও তানজানিয়ায় আমেরিকান এম্বেসিতে বোমাবর্ষণের জন্য ওসামা বিন লাদেনকে দোষারোপ। মোল্লা ওমরের লাদেনকে আশ্রয় দানের শপথ। জালালাবাদ ও খোশ্‌ত-এ বিন লাদেনের ক্যাম্পে আমেরিকার ক্রুজ-মিসাইল আক্রমণ।
জুন, ১৯৯৯	এফ বি আই কর্তৃক বিন লাদেনকে দশ শীর্ষ সন্ত্রাসীর মধ্যে প্রধান বলে চিহ্নিত।
জানুয়ারি, ২০০১	ইয়াকাওলাং-এ তিনশত নাগরিককে তালিবান কর্তৃক গণহত্যা।
মার্চ, ২০০১	বামিয়ান উপত্যকায় তালিবান কর্তৃক বিশাল বুদ্ধ মূর্তি ধ্বংস।
সেপ্টেম্বর ২০০১	আমেরিকার ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার (টুইন টাওয়ার) ও পেন্টাগনে আক্রমণ হওয়ার জন্য বিন লাদেনের ওপর দোষারোপ।
অক্টোবর ২০০১	যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের (ব্রিটেন) আফগানিস্তানে বিন লাদেনের সংস্থা আল-কায়েদার বিরুদ্ধে সম্মিলিত বোমা বর্ষণ।
নভেম্বর ২০০১	নর্দান এলায়েন্স-এর কাবুল বিজয়।

BanglaBook.org